

শ্যামল-গ্রন্থাবলী

(প্রথম ভাগ)

NATYA SHODH SANSTHAN
DONATED BY H. A. Dutt

SL NO ১৩৩ ১৩৩ ১৩৩ ১৩৩ ১৩৩

১। শ্যামল, ২। বিবাহ, ৩। বিচ্ছেদ, ৪। কাণ্ডের স্বভাব,
৫। উচ্চকাল, ৬। নিষ্ঠা।

অনুবোধনাথ দত্ত প্রণীত।

কীৰ্ত্তিপদ্মনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

বহুপত্রীয় গ্রন্থ।

11.5.3.

Ann. No. 11.5.3.

Printed by

Printed by

11.5.3.

কলিকাতা,

১৬৬ নং বঙ্গবাজার স্ট্রীট, "বঙ্গবতী বৈজ্ঞানিক মেনসিন সেন্ট্রে"

কীৰ্ত্তিপদ্মনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

এই ভিত্তিমা "এক" বাক্য। এই "আদিত্য" করিয়া
কিছু হুটী। দুখাইকে সাধি নাই, বরের মোকদ্দ
সই পড়াতেছে। তাই। "আদিত্য" করিয়া, "আদিত্য"
এই ভিত্তিমা "এক" বাক্য। এই "আদিত্য" করিয়া

আদিত্য হইবে। তাই। "আদিত্য" করিয়া
কিছু হুটী। দুখাইকে সাধি নাই, বরের মোকদ্দ
সই পড়াতেছে। তাই। "আদিত্য" করিয়া, "আদিত্য"
এই ভিত্তিমা "এক" বাক্য। এই "আদিত্য" করিয়া

আদিত্য হইবে। তাই। "আদিত্য" করিয়া
কিছু হুটী। দুখাইকে সাধি নাই, বরের মোকদ্দ
সই পড়াতেছে। তাই। "আদিত্য" করিয়া, "আদিত্য"
এই ভিত্তিমা "এক" বাক্য। এই "আদিত্য" করিয়া

আদিত্য হইবে। তাই। "আদিত্য" করিয়া
কিছু হুটী। দুখাইকে সাধি নাই, বরের মোকদ্দ
সই পড়াতেছে। তাই। "আদিত্য" করিয়া, "আদিত্য"
এই ভিত্তিমা "এক" বাক্য। এই "আদিত্য" করিয়া

করনও পাই নাই। "আদিত্য" করিয়া, "আদিত্য"
এই ভিত্তিমা "এক" বাক্য। এই "আদিত্য" করিয়া
কিছু হুটী। দুখাইকে সাধি নাই, বরের মোকদ্দ
সই পড়াতেছে। তাই। "আদিত্য" করিয়া, "আদিত্য"
এই ভিত্তিমা "এক" বাক্য। এই "আদিত্য" করিয়া

[illegible][illegible][illegible]

আমরা : দেহ, আমাদের কিসের মিল বলে
 জিনিসকে কিসের না। : কবিতা হল, গানের কবিতা।
 একটা : ওহী কোমলকে বলে, এখনও সত্যকে হাত
 গলে থাকে। একবার না : সত্যকে কিসের আর উত্তর নাহি।

জানাই। যথ বুদ্ধিতেই, যোগের উপর সব
দেখতেছি। কিন্তু মনের কোম, জোর উপর কতক
নাই। বাহ্যিকের সমস্ত কৃপারূপী সকল সমস্ত অবিকার
করিয়া থাকে, কিন্তু বিশেষ একবার, সব একবার
আসিয়া যেমন বিদ্যা বারান্দা সাংঘাত। তা পরে
চলিয়া; আবার ছড়ান কখনো গাধিরে আর বীজ
নাই।" বাহার কার্যাবলী শিক্ষা লাভে, সেই আভ্যন্তরীণ
কহিতে পারেন। আর যে ব্রহ্মানন্দ শিক্ষা করে
মনে করিয়া বহুজন্যেই উপর একটা ছন্দে দুটি
হাসিয়া বসিয়া থাকে, তাহাওই স্মরণ। তাহাতে
এখন কিছুমাত্র লব্ধি আমন্ত্রণের চামিলিৎ আশা
অলিখিত হইয়া আসি। যদি কৃত্রিম শাস্ত্র
পুত্রিয়া মতি, তবে যদি চুপ করিয়া থাকি, তবে
হইতেই উৎসর্গ। যৌবনে জড়িতাবক না আশ্রয়
মাত্র প্রায়ই করিয়া চলিয়া যাক।

আমার। মনে আছে কি? তোমার কান বন্ধ।
 সলিডাফিক্যান, সংসর্গে মিশিত যা। কুবি আমার
 কথা কানিয়া টাইটো দিরাহিলে। সংসর্গে মোদে জেমন
 দেখ। একদিনে তোমাকে গান করিল।

ଆମାରି ସେଇ ଆମାରି କହୁ ଆମାରି ନବ ଆମ-
କେଉଁଠି ଓ କାହା, ମହାବଳ ବାହୁ ବାହାମ ହସ । କିନ୍ତୁ
ଆମାରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଓଡ଼ି ମହର୍ଷି ଦୁନୀ । ଆମି ବାରି
ଆମାରି କରୁବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାହିଁ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଆମାରି
ନାହିଁ କିନ୍ତୁ, ଆମାରିଆର ଆମାରି ଓଡ଼ିଆର
ଆମାରି ଏକ ଆମାରି ଆବାହର କରୁଛୁ ଆମାରି
ଆମାରି ଆମାରି ଆମାରି ଆମାରି ଆମାରି ଆମାରି ଆମାରି

রাগেরই। অধিক পাতা কাটাননি কি, আদিনি
প্রবেশ নানিতে পাঠ্যক্রমিক ন। এমন কি,
উল্লিখিত চরমকালের অবগতন হোক-সেইর চিত্রা পর্যন্ত
বিভক্ত হয়েছিল।

[illegible]

—

1

(Hamlet ; Act I. ; scene 5.)

Keywords: *workplace spirituality, spirituality, spirituality in the workplace, spirituality in the workplace, spirituality in the workplace*

मन्त्री, नायकगण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रगण, आदिजन्य, सर्वोपजात्यस्य धर्मशास्त्रा-
नुरूपेण, अतिशक्तिमान्, सर्वो देवताभिः ।

হরিরাজ ।

প্রথম অঙ্ক ।

—১—

প্রথম পর্ভাঙ্ক ।

—২—

কান্দীর মগধ-প্রবেশ ।

(দুই জন প্রহরী । প্রথমান)

১ম প্র। দেখ, জাই, আজকের রাতটা কি
মনকাত, ফোজের মাহুল দেখা যায় না। একে
মনাবস্তার রাত—আবার এই হুগোণ ; রাতটে
প্রহর ভালর কেটে গেলে দাঁচি ।

২য় প্র। সত্যি জাই, আজকের গতিব বড়
লল মন। আমাদের গতি কেনন ভয়ত্ব কছে ।

১ম। চূপ কর তৌ রে—তৌ একজন আসিছে
না ?

(দণ্ডিত্যের প্রবেশ)

২য়। এক ড—উত্তর দাঁচি ।

দণ্ডি। তৌ ড, বীরবর ? কে বলে কুমি
বহুবিজ্ঞার। জোর আধিক্যের এমন লেখ্যার হ'
হই। দেখো, যেন লজ্জা নিত না ।

১ম প্র। বলি জাই রকে, পাগলা ঠাকুর ।
বিশু ঠাকুর। কুমি এই হুগোণে এত রাতে
খোনে যে ।

দণ্ডি। ব্যারীনের বন্ধক । কনিটে তৌ, গুর
বড়ান আনার একটা যোগ ।

দণ্ডের আশায় যুগে কেতাকি গাতি রক্ষণ করে ।

কক মোখাও যোগে বা পল পুরে জোর রাখে ।

১ম প্র। হা ঠাকুর, বহরাজ কি কান্দীর জু
থেকে বিদ্রোহ ?

২য়। জাছা, বদন্ত-উৎপত্তি ম'লাক
তো দমন্ত আধপরিবারকেই নিয়ন্ত্রণ করেছেন—তখন
আমাদের সুবর্নাম গেলেন না যে ?

১ম। বলি ঠাকুর, কুমি যে বড় মেলে দাঁচি ।

২য় প্র। বাজকুখারী কি মহারাজীর সঙ্গে
মেলে ?

দণ্ডি। বলে বাত—বলে বাত । আমার এই
একটা বুতখ তৌ, এতগুলো কথার কবাব কুলাবে
না । আর জাই কবাবই বা দেখ কি ? হালা-
বাকুর কি কিছু টিকানা আছে ? লেখের উপর
আনন্দোনা । বুঝাও যদি মি—ইচ্ছা যদি । বাজ-
কুখারী নই গিরে পাড়কন—ভাত জাই ।

১ম প্র। সেনাপতি ম'লাকে বহরাজের সঙ্গে
বিকট কমিটির মনন দেখ করেন । তা জা হালা
সপরিবারে জীর আনন্দোনায়ে আত্মনি কবাব
গামাত জালবাসার রক বা ।

২য় প্র। অধিক, জালপতি ম'লাক লল
আলপরিবারেরই শিরশাখ । মহারাজীর কথক
বিশেষ দেখ করেন । আর লেখপতিব মাল-রাত
প্রহর উপযুক্ত পাঠ । এইরকম সুরাজিক লোক
আর দেখা যায় না ।

১ম প্র। জা সত্যি, সেনাপতি ম'লাক কান্দীর
বাশী করো কবির মন ।

২য়। বাকুখারী লল ম'লাক লল গোয়া জাছো
হেব খেল লেখক কান্দীর লল লেখক ।
ভবের বাতৌ একটৌকি, লেখলেন কক মন ।

দণ্ডি। কেনে কুমি জাছো,

একজনপরিবার খেলা ।

স্বপ্ন প্রকাশনী ।

কাজে পড়াই, মনে কর তোমার পাশে,

দলক-খোঁজ

নিশি চুপে শুনি জ্বল সূর্য্যে বাই।

যত্নে লিখি হস্ত-মার্গে

জুড়তে হানি, যত্নে লিখি

কিহি হস্ত-মার্গে ।

পাঠে হবে মনো—

জ্বলন্ত বিকল পদে তেমনে গাজ ।

জল যত্ন, কত দিনে কহবে মিলন ?

। উল্লসিত হস্তে লিখি জ্বল—

স্বপ্নের নিম্নের দিন ।

জ্বলন্তে জ্বলন্তে মনে

বানির তোমার বাণী ।

দীপ বিকল জ্বলি

জ্বলি যো মনু-মিলনে ।

এক বুকে দুটি দুটি মিলনে ।

। লীল লিখিতে লিখিতে স্বপ্নের প্রবেশ ।

শিল । (স্বপ্ন)

কুমে কোয়েলা জ্বলন্তে ।

এক দীপ জ্বলন্তে—মনে দীপ জ্বলন্তে ।

একো মন-মর্দীর কত জ্বলন্তে ।

।

জা মরি পা মরি জ্বলন্তে মর্দীর

জ্বলন্তে মর্দীর জ্বলন্তে ।

এক-একো জ্বলন্তে

এক-একো জ্বলন্তে ।

।

এক-একো জ্বলন্তে

এক-একো জ্বলন্তে ।

এক-একো জ্বলন্তে

এক-একো জ্বলন্তে ।

।

(পরিচালিত প্রবেশ)

পরি । স্বপ্নের জ্বলন্তে ।

পরি । স্বপ্নের জ্বলন্তে ।

পরি । স্বপ্নের জ্বলন্তে ।

পরি । স্বপ্নের জ্বলন্তে ।

পরি । স্বপ্নের জ্বলন্তে ।

পরি । স্বপ্নের জ্বলন্তে ।

পরি । স্বপ্নের জ্বলন্তে ।

পরি । স্বপ্নের জ্বলন্তে ।

(স্বপ্নের জ্বলন্তে প্রবেশ)

কি যেন বিকল পদে তেমনে গাজ,

স্বপ্নের জ্বলন্তে ।

(স্বপ্নের জ্বলন্তে প্রবেশ)

স্বপ্নের জ্বলন্তে ।

স্বপ্নের জ্বলন্তে ।

স্বপ্নের জ্বলন্তে ।

স্বপ্নের জ্বলন্তে ।

স্বপ্নের জ্বলন্তে ।

স্বপ্নের জ্বলন্তে ।

স্বপ্নের জ্বলন্তে ।

স্বপ্নের জ্বলন্তে ।

স্বপ্নের জ্বলন্তে ।

স্বপ্নের জ্বলন্তে ।

স্বপ্নের জ্বলন্তে ।

স্বপ্নের জ্বলন্তে ।

স্বপ্নের জ্বলন্তে ।

স্বপ্নের জ্বলন্তে ।

স্বপ্নের জ্বলন্তে ।

স্বপ্নের জ্বলন্তে ।

স্বপ্নের জ্বলন্তে ।

স্বপ্নের জ্বলন্তে ।

স্বপ্নের জ্বলন্তে ।

স্বপ্নের জ্বলন্তে ।

(স্বপ্নের জ্বলন্তে)

কল । স্বপ্নের জ্বলন্তে ।

(স্বপ্নের জ্বলন্তে)

স্বপ্নের জ্বলন্তে ।

স্বপ্নের জ্বলন্তে ।

দাঁড়ান পল্লবের অঙ্গভাষা—
জামিনের প্রাণ—

দাঁড় তার অঙ্গভাষা—

সেই মল্লভের বিপদ—জীবন জাগে

শুভ সিংহাসনে—নাহি আর রে মল্লভের,

প্রকাশ্য কাহিনীতে কাহিনী,

প্রতি ঘরে বিলাপের ধ্বনি।

নাহি জানি—

কি ক্রমে রাজপুত্রী তামিলা তুপান—

অকালে পতিত বসি কদম্ব-শব্দে।

মহী। সখি-সখি! দেখাবার নাই এ অমৃত,

তাই আছি তির হাতে।

যে থাকিলা ছন্দে জামিন

নাহি হয় বর্ণনা তারে।

জীবন আমার জ্ঞান হয়।

হতভাগ্য কেবা আছে মন?

অত পলায়নে নিজামের পাঠ্য তুপানে,

বদ্যাস্থ্য আত্মজনে করি দেবার।

প্রজ্ঞা আহার—নাহে বাদ বটল বদন।

কবি। হারি!

মম পুরে নরনাথ তামিলা তুপান,

মুখ্য কেন হ'ল না আমার?

মহী। তুমি-বর! বিলাপে কি ফল আর,

কটিয়াছে না ছিল বিধির মনে।

(কল্যাণের প্রবেশ)

কক কক সন্নিহিত প্রাণে।

কিভাবে কুমারে কনাইল মল্লভাতী কক?

কুল। আসে গাই মাথা, কনাইলে সে বারতা।

হালক যেমন জনি, সেখের গর্জন;

মদনা কপাল উড়ে,

কৈলি কুটে মদনীর কোলে,

কেনে কুমার করি হাফাফা,

উদার মদন কুটিল তৌহিনে।

দুর্ভাগ্যের দাঁড়ানি—

প্রকাশিত পোষক আত্মজ।

অজ্ঞান বহিল একদা গমন—

আত্মজের কাহিনী কুমার।

কুল। তেরি উদারপ্রাণে বহিল মল্লভ

মদন বেহে হ'ল মল্লভ।

কক কক মল্লভা মল্লভ,

বিলাপে নিজাম কুটিল কনাইল মল্লভ,

সিংহাসনে সন্তান শাসন করে,

শিখরবাহিনী বহিল মল্লভ মল্লভ।

মল্লভ হইবে নিরুজ্জ্বলিত

অজ্ঞান করি কি কক কক,

পুনঃ অজ্ঞান মল্লভ মল্লভ—মল্লভ।

মহী। আসি। কটিল বিলাপ এই মল্লভ আত্মজ।

মহী। মুক্তিদায়ক নহে এ বিলাপ।

মল্লভ মল্লভ মুক্তিদায়ক,

তাহে মল্লভ মল্লভ—

মল্লভ মল্লভ মল্লভ—

মল্লভ মল্লভ মল্লভ—

মহী। না না,

অত মত নাহিক আহার।

মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ।

মহী। মল্লভ মল্লভ, মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ,

মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ,

মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ,

মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ,

(কল্যাণের মল্লভ মল্লভ মল্লভ)

মহী। মল্লভ মল্লভ।

মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ,

মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ,

মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ,

মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ,

মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ,

মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ,

মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ,

মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ,

মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ,

মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ,

মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ,

মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ,

মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ,

মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ,

মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ মল্লভ,

১. আনন্দের কথা,
 ২. আনন্দের কথা হবে আনন্দের
 ৩. আনন্দের কথা হবে আনন্দের
 ৪. আনন্দের কথা হবে আনন্দের
 ৫. আনন্দের কথা হবে আনন্দের
 ৬. আনন্দের কথা হবে আনন্দের
 ৭. আনন্দের কথা হবে আনন্দের
 ৮. আনন্দের কথা হবে আনন্দের
 ৯. আনন্দের কথা হবে আনন্দের
 ১০. আনন্দের কথা হবে আনন্দের

1974

(मणिमुद्रायाः आदेशः)

দ্বি। তাহাওই ত—বাকী সিংহাসনের না বসলে
 বসনাও হবে কেন? দেখছি এর ভেতর রক্ত
 আছে। আমি ভেবেছিলাম সোণাখুজি, এখন বুঝছি
 কিসের তিড়িকি। না—তর্কে তর্কে হিংসে মগ্ন,
 আমার মন একটুও গভীরেছে, তখন তোমরা সব গাও।
 আচ্ছা মড় কেন? শরীও গাও মারতে দড়—বড়
 একটা মড় লাফুতিনি। আমি তাই বলি, বদন্ত
 উলসবে এক কেন অকারণ? অল্প বোভে মহাপ্রাণী
 কত সোহাগ। ওং মনো। ওং যেতর এত
 তাগবাস।

॥ कर्म भाष्य ॥

[illegible]

(१५३ ७ [१५३१])

হরি। হরি হরি। হরি হরি।
 একদিন বীর কুম-তোলে
 সত্যজন হাথিক মড়বে—
 মড়কিমে মানিক শাসন,
 অধিকার সে যাকম্ মানিক বরাদ্দ করে।
 হি ক নিধিন চিতা
 নিতা। নিতা।
 হোলা হোলা হোলা হোলা হোলা হোলা

କାହିଁକି ହୋଇ ଶିଖି
 ମୋ ମନରୁ ହସିଲେ କେବଳେ
 ତୋ ବରା ପୁରାଣ ବିହାର
 ମୋ ଅପରାଧ ଚାହିଁଲେ କାହିଁକି
 ଯଦି—କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆସି ।
 କେବଳା ମିତା—କେ କିଏ ଚିତ୍ତର ?
 କିନ୍ତୁ କେବଳ ମୋର ପ୍ରାଣେ କାହିଁ ।

(ମେକମେନେର ଶାସ୍ତ୍ର)

श्रीकृष्ण मन्त्रे निदिता क विद्विषा,
साव आदि मन्त्रे मन्त्रात्

(निर्वाहार्थ)

এই উদ্দেশ্যে—
মানবের চরম বিপ্লবস্থান।
কত জীব জাগে,
পূনঃ শব্দে ভাসিবে 'অনন্ত' কালপ্রাণে।
শেখাবুলা ছুঁনিবের তরুণ,
কালক্ষেত্রে কেবল পরমায়ু শেষে
মৃত্যু ভাঙে অনন্তের ফোঁসে।
তবে কেন রেছের বন্ধন ?

আত্মীয়-স্বজন
 পরস্পর কোন বীণা প্রোহর নিখোঁ
 এক জিপি মিলাইল ?
 তার বার লেখ এই পাভর
 কালবাণি ব্যত,
 কোন প্রাণ কীমে তার তরে ?
 ভুলিতে না পারে,
 কোনে কোনে কামে নিখোঁ
 তার মন ঘেহময় গিতা !
 কুলি সকল মনকা চলি গেলা স্বর্গ
 হোবা আনি সন্তান তাহার,
 যদি নাম তাঁর,
 কীমিতেহি আলস হইবে ।
 মজানে ক্রমের বেশ—
 কত হোব করিরাছি পরে,
 বাচি নাই কখনো মজনা ।

কথা ভিষ্মা যেনে সব পাঠ্য ।
 পিতা । পিতা । বেগা হাও প্রকাশ ।
 (চিত্রনাথ হাতে কাশ্মীর-পত্র)
 পেতাজা লোকাল)

ও মি । ও কি ।
 এ কি বেশি সমুদ্রে আশ্রয়—
 ভাটময় কিংবা কবিতা ।
 শোভিত স্বকায় হেরিয়ে জীবন ছবি ।
 জীব বৈজ্ঞান্য যে কল সে বস—
 ফোন কারো আশ্রয়ন কখন ?
 কখন কখন কখন—
 এ কি রাসমণ্ডল ?
 এ কি ? পিতা ! মহাবাহু ! পদ্মীক-দেব ।
 কাশ্মীরে বসে,
 মোকো প্রাণ বসে-বোলায় ।
 এ কি বসন্তের খেলা—
 পিতা হেরি প্রকৃত পটনা ।
 এই ও হেরি পিতা জনক-দেব
 রাজসেব শ্রমণ চিত্তার,
 অধিকারি পু পু করি কলিতে জৌমিকে ।
 পুনঃ কোন কৃষ্ণকর কলে
 হেরি কার্যময় সমুদ্রে উন্নয় ।
 কুখার তনয়—কখন উন্নয় বাও বাসে ।

পেতাজা । বংশ রে ।
 আনি রে জনক ভোর ।
 দিক্‌ আন নাহি কাশ্মীর,
 পিতামহ পেতাজা এখন ।
 আশ্রয়ন—নাশিত সঞ্চার তোরে ।
 শোন জনে হযো না অধীর ।
 যে কাহিনী করিব বর্ণন—
 কণাখান করিলে প্রলয়,
 কণ্টকিত হবে তব কলমেব ।
 লোককুলে শুদ্ধি বেলিতে,
 কুশিষ্ঠদী প্রকাশ কুলিবে,
 শৌনিত-প্রবর্ত
 কলসা নিধর হবে নির্ভর আশ্রিতে ।
 কখন বনে প্রতিকর—

অনন্তলোকের মিলন নাই কোন বোনে ।
 অব্যয় বিশ্বাবাস্তব-বৈদ্য
 দুহায়েছে কীদলীলা মোর ।
 করি । সে কি কল্যায় ?
 পেতাজা । সে পানির—
 বিষমানে মালিন আশ্রয়ে ।
 মিরদুপ-কুলে আশ্রয়নিহা নিজবাসে,
 মরুতায়—রাজতায়—অভিধি-বিনাশ—
 এককালে করিল দূরীভূত ;
 নাহি তাহে কালি ।
 কিন্তু হার ? কি কল জোয়ার —
 কখন না জুয়ার জানাতে জীবন বাধা ।
 আশ্রয়ন জেনে প্রাণ-মন
 যার করে করিল অর্পণ,
 হুলাসে দানি তার প্রাণ
 বিধব্রী করিল ডাহারে ।
 উদাহরণ কালকূট
 সে রমণী—জানকদেবী—
 হানি। আশ্রয়—
 তাই আজি পেতাজা দশায়
 জনি আমি অনন্ত বাতনা সহি ।
 করি । পিতা । পিতা বুরিতে না পাঠি,
 কল কখন কাশ্মীর উদ্যেগে ।
 পেতাজা । জননী জোয়ার ।
 করি । দিক্‌বন হ'বু হারিয়ার ।
 বহু । বহু । কোথা বহু কলমর ।
 কাশ্মীরে হুলাও জৌমিকে,
 সে আশ্রয়ে তব হ'ক পাশ কলমর ।
 পেতাজা । মাণীহরী শিখায়েছে মনে মিনি,
 বিনাশ-মরণ মোর করিল মোদন,
 নির্ভরারে ব্যক্তিগত করিলে শ্রম ।
 তবে জানি, সেই-জুয়ারে
 অমূল্য-মহান পাশিহু আশ্রয় করে
 প্রেমিয়ার উদ্যোগে কল প্রাণ—
 হি হি নিহু এই কুতব লগারে ।
 করি । কলম লিখে—
 কাশ্মীরে কলম না পড়ালে ।
 পেতাজা । কলম না—কলম না লগালে ।

দ্বিতীয় অঙ্ক :

—o—

প্রথম পর্ভাঙ্ক :

—o—

প্রিয়ানুপুংসব কক্ষ ।

(কক্ষ-দরের প্রবেশ)

হ্যা । চিত্তাশ্রম মন

শান্তিলাভ না করে কখন ।

অধুনা দাঁড়ে তব,

কত চিন্তা জাগিতে স্নান করি আমি ।

ছি ছি ! কল্পনায় গিয়ে থাক

যেই কাজ করিহু হেলায়,

এ জগতে প্রতিষ্ঠিত নাহি তার ।

ভাবি ব্যস্ত ব্যস্ত অলসার বৈপ্লবীতা মোর ।

জরুরের আর মনঃ সঙ্কট কাহ,

পূর্ণপথে চমকে পদময় ।

ফেঁসে যদি আসে মোর পাশে,

কাঁপে এগি জ্বলে,

মনে হয় জেলেতে সজলে ।

(কক্ষ-দর)

ভবিষ্যৎ মনে—

ক্রীলোথ বসিবে সিংহাসনে,

অবসর বুঝিয়া গোপনে

হরিহরকে পাঠাইব পদমুদ্রণে,

যেথা জ্ঞানে প্রকাশণ করিবে কাম্য ।

ক্রীলোথারে গয়ে যাব কীটিল জাল ।

সে আশা বিজয়—হলাসে কামিল করয়ে ।

আগে তে জানিত, অবশেষে ক্রীলোথারে

বালক কুমারে বদাহের গবে সিংহাসনে ?

(পরিজন)

(ক্রীলোথার প্রবেশ)

ক্রীলোথ ।

কুহিল সৰস আশ—বাঞ্ছিত শিখাশা—

এবে জ্বালা নাগরে জলি ।

পুলক তব সিংহাসনে,

সুখ যৌবন কীৰ্ত্তি ত্যজি

করা কর-বাজে করি সে চরিতার্থ ।

জিহ্বা করিহু মাতুরে তব ।

কর জ্বর-কলহিত—

না করিহু অনন্য গোপনিত ।

পালকের কণ্টক নিবারণ করিহু তব,

পুলক তব—সী অমৃতত্যাগিনী—

শান্ত চুড়িকের ছোলা—স্বক মলহিত ।

কখন—বিদায়—এখন

এখন—এতক আশি দিয়া বরশক,

গত যৌবন,

সে অলসকে নাহি করি অধিকার

দাব—বাচি আশি ভাবো না পিতামহ ।

(প্রেতাচার অধর্জান)

প্রিঃ । কোথা কর্ণ ! কোথা মন,

নরক কোথায় ।

ছি ছি, বণী হয় এ জীবনে ।

বীণে—বীণে কর আঘাত হনয়

শিখা প্রাণিলক, দূত কর বন্ধন-নিচয়—

বল দাঙ এ বেগে বসিতে ।

শিখা ! জুলিবে ভোবায় ?

পাশি মা—পাশি নু—জামিহু নিশ্চয়,

হতমিন মতিশক্তি বহির্বি আশায়,

মুজিব জ্বর মনে অশীত বীণা—

পড়ানো সাক্ষি জ্বলয়,

বোঝান দাতক বিজ্ঞা মগ্নেছি অর্জুন,

বিশর্জন করি মরণ ।

জ্বলনের তরে—সেই মনঃ অকছে

শোকা ববে অলসতা হেলায় ।

অকচিহু অবমান আশি মরত ।

অতঃপরে আর কি পড়িলে মনে ?
মিলে ছুই জনে যে কখনা করিল গোপনে,
কল তাম্ব কি হল বল মা ?

তুমিহারা হৃতির আঁকনা—

চন্দ্রক বাঁচনা—অবশ্য অকৃত্রিম হৈছে ।

শ্রীলেখা । এ কি কথা বল কর ।

তুলিল তোমার ?

তবে পাণেই লাগয়ে

কার তরে অবশেষে কিছু কাল ?

পরিচাপ করিল কি কল ?

ছি ছি—তুমি কি নিঃস্ব

এতদূর পুঙ্কলে লম্বা যে বটে

সমস্ত স্বপ্নের ভালাগানে মার,

কার মন বিকাইয়া গার—

দানী হয়ে তবে চিরদিন ?

কলকে না ভর—

হীন কল নাহি ভাণে আপনাতঃ ।

মার ? মার ? পুঙ্কল অস্তরে —

এ কথা ব্যক্তিতে নাহে ।

করা । কখনা কর যোগে ।

মনের বিকারে রেবিল তোমার প্রিয়ে ।

পড়ে আছি মনে—কলনার বানে

কত আশা পেয়েছিলি সুইজনে ।

সুখের স্বপ্নে—আছিলি আভাস দেয়ত,

নিমেষের ভায়ে কাগলনি অস্তরে,

হরিদ্রাজে প্রকাশণ করিবে আগনে ।

প্রিয়ত । সত্য স্বপ্ন—

অন্য ছবি কেনেছে স্কলো ।

যেন শব্দেই মনে সাধ চাকে মোর পাণে ।

বিদে নিদে বাঁজিতেছে কাতর আশার ।

শ্রীলেখা । কি ছি কর ।

এ কাশিকা অবোধ্য তোমার ।

হেন তর—হীন করে শোকা পার ?

না লাগে তোমার—

নাহি শোকে সেনাপতি অসাকরে ।

লুপ্ত-তরল-নাহে

যে কলর কীটনি করন—

সৈন্তের হস্তরে নাহি কলর বার—

এ কি সংস্কার ?

আনি ত মেলী—কল বেদি করি,

যেন দুইজন পুঙ্কল কি মাজে কল ?

করা । কাল না কল না—কল বেদন,

তাই অব উপহার ।

আর এবে নাহি সেই দিন—

শান্তিহীন, পাণের কিরণ এবে ।

সেই দিন নিজ হাতে, (বিনয় পরিত্যক্ত)

সেই দিন নিজ হাতে,

হলাহল বিপদিত্র তলীতল নীবে,

পানপায় কিছু তুলি সুপতির করে,—

সেই দিন—সেই দিন হতে,

অমর হইতে সাগরে বিলম্বি বিদার ।

কাপুরুষ প্রায় নাহি হুয়ে কাগলারে ।

বরি হেরি দারদ্রাজে মরে,

সত্য অস্তরে—

চলে বাই কিবারে বদন ।

শ্রীলেখা । কি ছি ।

হীনমনে নিবেছি শ্রমের ঘোর ।

কি লক্ষ্যের কথা

কপাখীর সেনাপতি হেথা—

অবলম্বি লাগেই তরে ?

এত ভর ছিল এম মনে,

সিঁহাসনে কেন করেছিলে গাধে ?

কেন রাজ্যে বসিলে—

কেন বা মল্যে মোরে ?

হরিদ্রাজে কেন এত ভর ?

পৃথলিকা প্রায় হরিবে যে সিঁহাসনে,

কেনো স্থির মনে,

এ রাজ্যের তুমি রাজা—আমি দানী ।

করা । সত্য তর নাহি ।

আর লক্ষ্য নাহি মাত্র সুহাসনি ।

সুখিয়ার হৃদিরাজে নাহি মাত্র ঘোর,

দুঃখ ঘোর করবে আহার ।

নাহি হৃদে মৃত্যু লগ্নোৎসাহ ।

কুহিলক নাহি অস্তিকার—

বাহ বাহি নাহি না তানির ।

ভানিতে উচিত ছিল—

উল আশা গোপন মনে করে—

বকলে পাণের পথ করিছ তুমি,

[illegible]

উদ্ভাসের প্রকাশ।

निर्दोष गर्भाद ।

總發行所 東京

(ପ୍ରକାଶନ ଓ ବ୍ୟବହାର)

第 11 页

দিন আর দিন আসে ;
 কিন্তু কেই অনুভব নাহি জানে,
 যে ত আর আসে না কিরিত ।
 প্রভু যোহা ডার, এ বহল অতি চন্দ্রকার ;
 আমি কার—কে জানাই,
 জানি জানিলে ।
 যে জানে কি শিক্ষা লভিত তবে ।
 জানি—নিলেই অনেক ।
 যে জানি—এই—এই—এই—
 এ—এই—এই—এই—

দেহের সোপে গ্রাণ-বিনিময়,
 সুখের সংসার হেলা হ'তে কোথা আর ?
 কান্নোত্তেজিত হোলে যায়—
 যদি দেহের জ্বর সেবার,
 দেবে যায় হঠাৎ আশ্রয়—
 রূহণী স্থান-বন্দরে ;
 মনে করে নাহিক জীবনে তর আর ।
 হাসি শব্দ কোথায় থাকার ।
 কি রকম অনুভব করে পেখা ।

করুন। নথী। প্রত্যক্ষ প্রবন্ধ—
 যাতে সত্য মানব হৃদয়ে;
 কিংবা—সমস্ত পবিত্রতা নাহি কি প্রকাশ ?
 বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বস্তু—মায়ে—
 বত লব আঁছে, মানব প্রেমের তার,
 তবের আধাররূপে নির্মিত সে জন।
 যদি কোন জন—পাগলিঙ্গা কপি অকৃত্রিম,
 হৃদয় সে আপনার অঙ্গণা;
 সমগ্র মানবজাতি দোষী কেন তাম ?
 সব!। দূত করা আপন হৃদয়,
 বিশ্বাসের মূলে কোনো না কুঠারোঁচ।
 হরি। বিশ্বাস ? কাহাকে বিশ্বাস—

মানব-জগৎ ?
 সে বিধান নারিক পায় ।
 জ্বলন !
 বেবেছ কি রক্ত-কালের কুটিল হাসি ?
 বেবেছ কি নীরব-অশ্রু-শানি ?
 বেবেছ কি অলস-চিতার আগুন-শিখায় ?
 বেবেছ কি আগুন-হারারে ?
 বেবেছ কি—
 অগ্নিরাশি-হাতে প্রেতাত্মা উঠিতে,
 জ্বলন-ধরেতে জানিতে মৃত-কথা ?
 কৃতরতা ছরে ছরে বাগাতে প্রকাশ ?
 ফলেছ কি মননীর কলক-কাহিনী ?
 তা যদি শুনিতে,—তা যদি দেখিতে—
 তবেই বুকিতে—বিধানের স্থান এই নয় ।
 মরীচিকা-শরীর-প্রাণ,
 জ্বলন্ত-বায়,
 কোনে তার নিরাপদ আশ্রয়ে ।

कथन । जानि यथा

আজি আমি ক'ৰা ক'ৰিছোঁ —
 নিশাৰ পৰা পৰি —
 আজি আমি ক'ৰা ক'ৰিছোঁ ক'ৰিছোঁ
 এই কথা আমি ক'ৰা ক'ৰিছোঁ —
 আজি আমি ক'ৰা ক'ৰিছোঁ ক'ৰিছোঁ

সকলৰ প্ৰাৰ্থনা ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

— ১০১ —

প্ৰাৰ্থনা গীতিকা ।

আজি-মহাপুৰুষ প্ৰমোদ-কানন ।

(স্বৰূপ)

নীল আকাশে কিরণ চালে,
 নি নব আবেশে পৰাগ ধায় ।

বল-পৰশে চলে কুল ছেদ,
 নিশাকৰ-পাশে মিলিতে চায় ॥

সাদৰ হ'লে, আশ্ৰয়ৰ মনে,

হীৰে কুটে এটি কুনীল গমনে,
 লজিত লক্ষী জ্বলিতে স্মৃতিমান,
 যোহনা কিম্বে শিল্পকে কাষ ॥

স্বৰূপ । একটি—কুটি—তিনটি—আজি উঠেছে ।

নীল আকাশে হীৰে নতন জলছে । আজি,
 আজি-আজি : বোধ হ'ব পৰ্কেৰ কুল । আজি,
 ধৰি কুল পেতুন, বাহু পুতে একজড়া মালা বাঁধুৱ
 —কালকে হালতে মালা নিব দালাকে গিছে বগুতন,
 বাহা, বালা পৰ, হোমায় সব গুণ নিদি
 বাহা । আজি, বাহা, আজি এমন হ'ল কেন ?
 কালে আজি কেবলো গোলে বালা একমুখ
 জ্বলিলে, আজি বালা দিলে বড় আবেশ ক'ৰে
 নি, আজিৰ কত কুল কুলে হিও । কেন আজি
 —কালকৈ বালা একমুখ দিলে বাহা ? কথা কটিলে
 —কালকৈ হ'ল ক'ৰে কেন ? ক'ৰে আজিৰ বালা

আজিৰ বালা ক'ৰে হ'ল আজিৰ বালা
 সৰি ।

(চিহ্ন)

ওঁৰে লক্ষাইছে, আজি এ নিমিষে,
 পলককৈ পৰি গঢ়িছোঁ মান ।
 বিহ-পানে, কে কোথা উঠেছে,
 ক'ৰ হি-মাৰে আজিকে জান ।
 মোহিনী বন্ধাৰে ক'ৰেৰ পৰে,
 আন কোন বাহি হ'ল কোন জাৰে,
 মহেন্দৰ কল, সমুদৰ দৰা,
 ক'ৰে দিলে বাহা ক'ৰেৰ পৰা ।
 বসন্ত পৰেন, কুটিল ক'ৰেৰ,
 কোথা কুটে কুল ক'ৰেৰ পৰা,
 দীৰ্ঘ বন্ধাৰে আজিৰ বাহিৰী,
 নীৰবে বোহৰ নীৰবে মান ।

না—আজি গান গাইছোঁ ব'লে ক'ৰেৰ না !
 এখনও এল না কেন ? আজি দাখৰ জলে
 ভেদে বোহৰ বিা দিন কেমন হয় বাহি ।
 এমন হ'ল ? বাহি,—গোটা কতক কুল কুলে
 পাৰে দিহে গে ।

(কাননৰ প্ৰবেশ)

কনন । আজি মনে হ'ল, শৈল-পৰা
 মনে মাই বাননীৰ পেহ,
 কান হ'ল কনককৈ বোহৰৰ বোহৰ ।
 ছেৰিগান স্মৃতিৰ স্মৃতি,
 শোভাৰ আগাৰ,
 পিতৃমোহে বাহিৰে হ'ল দিনে দিনে ।
 বাহুৰপে পতিয়া জনম, বাহু-অহুৰে,
 বাহুৰপে মনে মান ।
 হিৰাক মোহৰ মানস,—
 হেৰেৰান 'ম'শিশৰ ;
 জাহ্নবেৰ মনোৰ বাহিৰে ।
 স্মৃতি দিন বাহু—স্মৃতি অশনিপাক ।
 অহুৰাপ হ'ল পিতাৰ—
 অহুৰাপ হিৰাক মনো-কোণে ।
 সুখাত্যে কুলেৰে আজিৰ—
 পিতৃমোহে প্ৰাণনিলা বহুপত্ৰ ।

ইতিমধ্যে জানাও,

জনকে কখনো নাড়াচড়া লাগবে নয় ।

যদিও তবিলে থাকবে,

যুগে যুগে সঙ্গরক্ষিকার,

চালাকারে জীবিত যে জন ।

কিন্তু মনে—চলিতেছে সাধন-কথার—

চলিতেছে কঠিন কাম ।

কথা আশিষ্ট—জানিলে কীরকম কথার ।

নিমেষ না বাক্যে আশার

বুগ্‌জার বেশ হ'ত থাকে,—

আশিষ্ট হ'ত অসম আশার,

উদারের প্রায়—

কিন্তু মনে অসীম-কাম

কি হ'ত হ'ত হ'ত হ'ত ।

কিন্তু আশিষ্ট হ'ত—খাতি চ'লে থাকে,

চালাকারে জীবিত যে জন ।

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে মনে—

(প্রথম অধ্যায়)

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

[প্রথম অধ্যায়]

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

কিন্তু মনে অসম আশার—

[প্রথম অধ্যায়]

দ্বিতীয় পর্বাঙ্ক ।

—১০২—

অন্তঃপুরে ।

(প্রবেশের সহিত)

শ্রীমতী । কেহ যেন—

সময়ে যক্ষণ করুন।

ভীত কুমি—ভেদ বহিলে মনে

কি সিংহাসনে,—

শমন পদে বুকি পিচ্ছতির যেতে হয়।

চিরায় চিরায়—পরিচি চিত্র নিতীদিকায়

অসি পিচ্ছিত্রে সজরে।

কোন ব্যক্তি,—

আর উল্লস করেছ পিতৃশোক ;

কোন কবু তাহা হ'তে না সম্ভবে।

অসি উল্লাস হবে, শব্দে নৃত্তি বাবে,

অত্যাশ্রয় বসি সিংহাসনে।

অন্য । শ্রীমতী ।

কিভাবে নাহি জান কুমি।

বুদ্ধির শিক্ষায়—জান কর কাণে বাজি তার।

কিমে হয় সত্য আবিষ্কার,

অসি পিচ্ছিত্রে চিত্রা মনে।

সম্প্রদায় জ্ঞান আশ্রয়ে প্রাণে,

উল্লাসের স্বপ্নে—

চাইত মন-হর দেহিকারে,

নয় নাহি স্নেহের আশ্রয়ে,—

স্বপ্নের স্বপ্নে হ'তে আশ্রয়ে।

শ্রীমতী । তব জ্ঞান !

জানি আর সত্য হ'তে বোধসত্যের।

কিছু কেবল আশ্রয়ে তব,

উল্লাসের স্বপ্নে—

দুঃশেষে প্রাণে—

পুঙ্খ বসি জননী-কঠিনে,

অকালে হ'তে পাবে জননী-বিরোধী,

মতি কেন না পারিবে,

নিজেরে সূত্র দিতে তারে।

আর যদি চাণে যথা জননীর পানে,

কোন দ্বন্দ্বের অস্বাভাব জানে,

কখন—

নাহি নাহি দিতে করে।

তব বসি হয়—বেলা কুমি সাধন,

সারি হ'তে প্রতিক্রিয়া বসি—কীভাবে।

অন্য । তোমার স্বপ্নে—

হয় মনে বশের সকার।

বুদ্ধিমান, কীভাবে মরণে

হবে চিরসার্থী কুমি।

প্রতিক্রিয়া—কোন ছাত্র,—

পাই যদি সাহায্য কোমার,

নাহি আর নরকের পতি।

এবে এক আশ্রয়ে দুষ্কতি,

মনোভাব বুদ্ধিতে তাহার।

স্নেহভাবে জাকি নিজ পাশে,

জিজ্ঞাসে বিরামের হেতু তার

কথায় কথায়

কেন পথে চিন্তাপ্রস্রাব তার,

সহজে হইবে অসম্মান।

শ্রীমতী । ভাল, ইচ্ছা তব করিব পূরণ।

কিন্তু যথা ক্ষমতা,

অলীক সময়ে ছাড়া আর কিছু নয়।

যাও আর—আসে দ্বিধা,—

বাক্যে আশ্রয়—

অকারণ বসি হইবে গজগোল।

[অস্বাভাবিক]

নাহি জানি নিতর উল্লাসে—

কেন প্রাণে পক্ষাঘাত উন্নয়।

ভীত বৃত্তি—চিন্তা পূর্ণ বদন ওদ,

ছদ্মের বস্ত্রের বেন লক্ষ্যহীন।

(দ্বিধা পূর্ণ প্রবেশ)

দ্বিধা ।—

সাগর হাঁচি বেদের চেনে বুদ্ধিতে আশ্রয়ে

আইতে বলি নামে বেলা ভাষনামের পি

কাতে কাতে তেঁকে পরে ছাত্রের পাণ্ডিত্য

কোনবে যত আশ্রয় তত এনি বর্জের মা

এই যে বেলা চলছে। অটুট—

—হেঁচক দিতে—এ বাঃ ছিঁড়ে সে

মহাশক্তি। মাঝকার জাল বেঁধেছেন।

মাঝকার জাল বেঁধেছেন।

কাল। আনন্দে, কাল-সারার একটু মেজ
হেই।

শ্রীলেখা। তুমি কি বলছ—আমি বুঝে
চিনি।

দরি। মলি ঠিক। তবে বিধিবিক্রম হারিয়ে
। কথাও দাঁড়ান অসীক। মাঝে মাঝে—
মেঘের ডায়ে, আনন্দ ত? তবে কেন মিছে জ্ঞান
। যত বাহ্যিক, তার কারিকুরিও কাছে
কবে না—টেঁকে না। জড়ের জড়ের জড়ের
যে বিস্তার কনুর থেকে যায়। শেষটা কেউ
না রে।

শ্রীলেখা। হোমার পাগলামী স্থানান্তরে কর
। রাজ-অন্তপুর পাগলামীর আধা ময়।

দরি। তাও ত খটে। ভাল লাগছে না
পাগলামীতে। ইস, পঁটে বাত বেজার চেপেছে।
জ-অন্তপুর! এখানে কেবল লজ্জার আর কানী।
দিনাশীত অস্তাব নেই।

শ্রীলেখা। কি, এত বড় আশঙ্কা তোমার।
দরি। কাজ কি রেগে—বাজি ভেগে। কিজ
পুবেন, শেষটা যেন না বেগে যায়।

[প্রকাশ।

শ্রীলেখা। এ কি বলে! এ কি পাগলামী?
এক দিন ধরে আমার দেহলেই এই রকম ছাড়া
ড়া কথা কর। জরাকরের সঙ্গে কি আমার
পারাবর্তী শুনেছে? তাই বা কি করে? ওকে ত
র থেকে আনতে দেখেই জরাকরকে বেতে
জের। তবে ও কি বলে? তবে কি কেউ কিছু
তাই সন্দেহ করেছে? না, এ বিষয়ের ভাল করে
ছান নিতে হ'ল। আজই হরিদ্রাক্ষকে ডাকবো।

[প্রস্থান।

কৃতীর্ণ গর্ভাক।

কৃতীর্ণগর্ভাক।

(কৃতীর্ণগর্ভাক ও অক্ষয়)

কৃতীর্ণ। বলো! নৈশবেতে হাফুদীনা কৃতীর্ণ,
যত্নে করে পাশে।

বড় ভয় ছিল মনে, তুচ্ছ ভয় হয়ে—

কোরকে ভয়ানক যাবে কোমল প্রহর।

কৃতীর্ণ-কৃতীর্ণ দিনে দিনে হঠাৎ বড়ি,

আনন্দ আগায়ে যোঁর নিচালন প্রাণে।

প্রায় পূর্ণ কর্তব্য আশা,

একবার বাকী কাগজের—

যোগাযে অর্পিত তোমারে।

করোনি মনন, স্বাক্ষর করে কবিতা অর্পণ,

কৃতীর্ণ-সাধনে কাটাঁইব অবশিষ্ট কাল।

বগীর কৃতীর্ণ বড় মেহ করিতেন মাগে,

জাহারি আদেশে পণে বড় আদি,

বুঝাজ আশ্রয়ণে নিখিষ্ট তোমার।

লিপি বিদ্যাকার,—

বুঝাজ রাজ্যেশ্বর এবে। কহ তথ্যে—

কিবা ভাবে হরিদ্রাক্ষ ভেটেন তোমারে।

অক্ষয়। পিতা।

যোঁর প্রতি কৃতীর্ণের মেহ অতিশয়,

আশ্রয়ণ করেন বতন।

নিজা তিনি আসিতেন হেথা,—

কত কথা শিখাতেন যোঁর।

কত কাব্য, কত গাথা,

শত্রুকা কতই হইত আলোচনা।

হ'লে অস্ত্রনা—কুলকুলি মিতেন বতন।

কিন্তু পিতৃহীন সেই দিন হ'তে,

বাক্য শোকেতে—

চিত্ত তাঁর উদ্ধত দুমান।

কৃতীর্ণেরে নিজা আশ্রয়,

যদি কত আসেন এখন,—

বিবর মনে—বিবর মন,

কৃতীর্ণ—

হৃদয়ক পশ্চিম দর অস্তিত্ব।

একদিন আমি মন পায়ে—

যেই ভাবে কহিলেন কথা,
 তরঙ্গের কাঁপিল প্রাণ —
 বাঁধা-বন্দি কিছু না বুঝে।
 উজ্জ্বল বেন—উজ্জ্বল বেন—
 দীর্ঘশ্বাস সন্ধ্যার বাতাসে,
 জানিবারেই হারিয়ে গেল অজ্ঞান।
 হৃদয় পূর্ণ—কাদন লুকায়ে মুখ;
 অধি মেঘি না তার নিকটে।
 হরি। আঁখি। পিতৃশোকে উদ্ভত ভূপাল।
 হের দূরে আসিছেন মহারাজ,
 আছে কাজ—এর অন্তরালে।

[অকপার অন্তরালে প্রস্থান।]

এ কি! সত্যই উষা?
 চকল চরণ—চকল-মরনে চাঁপ!

[হরিরাজের প্রবেশ]

হর। বহুভাগ্য আজি মম;
 নিজপরে পাইলাম রাজদরশন।
 মহারাজ! অধীনের আছে কিছু নিবেদন;
 হ'লে অজ্ঞমতি—রাজপদে জানাব মিনতি।

হরি। সামন্ত-প্রবর!
 কোন্ মুখে চাহে নর রাজসিংহাসন?
 শূন্য-নাশিত - রতন-বচিত—
 কালকটে নিমজ্জিত কানে না অজ্ঞান!
 আত্মশোনে প্রথম সোপানে,
 স্বাক্ষর-দেহান,
 গবেরস ফাছ থেকে দূরে চ'লে গিয়ে—
 যেহীন শূন্য সপ্তাধে,
 পুষা করে নবীন ভূপালে;
 বুঝি আমি পেই সে কাহণ,
 পিতৃভুল্য জনে—
 চাহে আজি অজ্ঞমতি জানাজ্ঞ নারতা।

হর। কহু। কহা কর শোভে
 শোশ ভবে অভিপ্রায়।
 বহুদিন রাজ্যের কল্যাণে
 কোমুকে হরিহ কাল,
 গবের সজল কিছু নাহি করিহ অজ্ঞান;—
 করেছি বনন খাব তীর্থপর্যটনে।
 হর। আঁখি।

একটি প্রার্থনা মম রাজপাশে;
 করিলে পূরণ কৃত্যার্থ হইব আমি।
 হরি। সামন্ত-প্রধান। নাহি চাহে প্রাণে
 দানিতে বিদ্যার তোমা জনে।
 পিতার বিহনে পিতৃদায় গণি ধারে,
 ভূমিতে তাহারে—
 অদেয় কি আছে মোর?
 কুল। অর হোক—অর হোক মহারাজ!
 দানিলে শমন গ্রীতি বুকের জ্বপরে।
 একমাত্র জীবন-বন্ধন—
 আছে মন হৃদিতা-রতন;
 অজ্ঞ চিন্তা নাহিক ধার।
 অপি তার দীনজন-পালকের ফরে—
 নিশ্চিন্তে হরিব কাপ টেবর-মাখনে।
 অকপা। না আমার—এস না হেপার।

[অকপার প্রবেশ]

[হরিরাজের প্রতি] মহারাজ!
 ধর এই অবগা বাগারে।
 মাতৃহীনা সন্ধ্যা বাগিকা!
 মলিন কলিকা,—
 বেথো এয়ে মগতনে।
 করি আশীর্বাদ,
 নির্ঝিবায়ে ভুজ রাজাসুখ।
 হরি। আঁখি। রাজা আমি জগতের কাছে
 কিন্তু আমি ঈশী তব বাজে
 অসীর মেহের জনে।
 ভব দান শিরোশাখা মম।
 কিন্তু তুমি মন্তব্য আমার,—
 পিতৃনামে অজ্ঞকার করেছি প্রার্থণ,—
 বিলাস-বেভবে—
 বৎসরেক গিল্পি নাহি চব।
 ধর্ম নাকী কহি তব পাশ,
 অকপারে পত্নীরূপে করিহ গ্রহণ,
 বিবাহ-বন্ধন—বৎসবেশ পরে।
 আলি হ'তে রাজপুত্র অকপার স্থান।

কুল। বহু পিতৃভক্তি! দত্ত ভূমি নরমণি!
 যথা অভিকৃতি তব,—
 অততম নাহিক আমার।
 [অকপার প্রতি] অকপা। না আমার।

ও চক্ষুণে পোহে আজি ঘান,
স্বপ্নের একমাত্র আশ্রয় হুহনে।
প্রাণপণে পতিপদ সেবিয়া যতনে।
অটনা বনে,—সতী দেই,
পতিই সর্বত্র তার।
করি আশীর্বাদ,—
হবে যেহে পতির মোহাগ লভি।

প্রস্থান।

। (অগত) বহু বিবি । বহু ছব লীলা।
অজান অশেষ আমি।
অতঃপাশ।
প্রাণ জগে বেতে চাই মুখ,
হাটু বুকি বাঁধি এ পৃথিবী—
মনোরমিতা রক্ত কণিতা অশ্রু।
তাজি নারী বিবাহী জানে,—
কর্তব্যের কতি হার ভাঙিলে অশ্রু,
এ কি লীলা তব লীলায়।
না। চাহ নাহ। বাক্যক অকীলী পানে,
চাহ ঘিরে—বানী হিতবাক্য।
। অগত। তুমি কি আমার ?
তিন দিন প্রাণেশ্বর জীবিতার যবে—
জীবনের প্রবর্তনা তুমি মো আশ্রয়।
তিন দিন একিগণে পণিতার যবে
কতলগ্নে মণিমন হইবে মোহার।
মে স্বপ্নম অদমান—মকছুমি এবে প্রাণ—
বিরাসা-গুণে শুক এগর কলিকা।
মুকুণ্ড জীবন্য। এখানে আশ্রয় কোথা,
বহু স্বপ্নকহ-ভাণে শুকাব বালিকা।
না। প্রভু। আমি বে সেবিকা,
পদমেবা হুতে নাহ করো না বালিকা।

[উভয়ের প্রস্থান।]

১ম পুত্র। কি রে, তুই অত ব্যস্ত থাক মার যত
পা ফেলি চলতিসু কোথায় ?

২য় পুত্র। কিফির রেতে সাগর বহতে। তোর
তো পেয়েছো বেলাচ, পিছু ডাকি কাকের বাধায়।

১ম পুত্র। ইস, তোর বেবচি সব কথা
হাঁক। স্বপ্নের আগে এত ডাক, দেখি যেন শেখটা
লোক না হয়।

২য় পুত্র। ওরে, তাকে আমি সেমান, আগে
বায়না না নিয়ে একটা পাও বাকচি নি। এ-ধর
বিয়ে আমি চতুঃ।

১ম পুত্র। কেন শুভ্র কপি মিছে যা যা বহু-
কিন্ বলা দিকিন্ ? বলাব ত বহু চট্ট চট্ট, তামি
হলে সে চলতি। তুই তো বাণী, বাণীভাণীর ধর
তো আর ধারিনি। তবে আমার অনুগেট কি আর
না অনুগেট কি ?

২য় পুত্র। হু—হু, শিটখানি শক্তকাকি। তা
তুই তজিন্ এণের নোশ—তোকে কি আর বেদ
কাকি ? যে পে মোক নহ—হেনেডরাল্য খোর
লেনাপতি মশায়। কাক নামাক—হবেলা কিত্ত কিত্ত
রাজামের কাছে চিঠি নিয়ে যাওরা আর জবাব নিয়ে
আনা।

১ম পুত্র। কি রে, তুই আমাকে বাঁধা মাজিস
না কি ?

২য়। আরে না যজু না, পকাশ টাকা বাধনা,
তা হইলে কি কেলনা ছুটোছুটি করে মদতি ?

১ম পুত্র। বিবাহের দলি। তোর কপাল কুল
গেল দেখছি। কিছ নে না হোক, এর মারটা কি,
আমাদের সঙ্গে সেনাপতির এরম কি কথা রে, প্রত্যহ
চিঠিবাছি চলছে। কোলাও কি বুজের গল
হোড়হ ? আর তাই যদি হয়, তা হলে তোকেই
না টাকা বাইরে বাইরে নেবে কেন ? বাণীরখানাটা
কি গুণে বহু দিকিন্ ?

২য় পুত্র। আমি ঠাউরিচ, পেটা শুভ বাধাইভাণা
কেউ অনুগেট পেলে মুক্ত কো মুক্ত কো বাঁধা যোজ দে।

১ম দূত । কি ঠিকিরিস্ বসু দিকি নি ।

২য় দূত । না শুনে ছাড়ি দিকি ? তবে কানে
কানে দিকি শোনি । যে কথা—কেউ কোথা থেকে
কবুজ পেলো কাহ্নে বংশে নির্জনে চলে হায়ে ।

১ম দূত । না—না, তাঁর তর নেই, কানে
কানেই বসে ।

২য় দূত । সেনাপতির মনসব আমার বোধ হয়
যে কোর প্রকার—বুঝিলি ?

১ম দূত । না—না, এও কি লজব ? কুই খেদাল
শেষতিল ।

২য় দূত । না রে না—আজ কদিন থেকে সেনা-
পতি—

১ম দূত । বটে বটে ? কিন্তু এতে—

২য় দূত । দুহ—এটা আমার বুঝিনি ।

১ম দূত । হ'—হ', বুঝিছি—বুঝিছি—তা হলে
কিছু মাঝা মাঝি—কি বলিস, আমার কথা ঠিক নয় ?

২য় দূত । তা খই কি, একটা কিছু বনোবস্ত
হয়েছে, তা নইলে আর তাদের মাথাব্যথা কি ?

১ম দূত । দেখ, তোকে একটা পরামর্শ দিই,
কুই এখন এর জেজর আছিস, তখন—

২য় দূত । ভাল কথা বলেছিস হাদা । আমি
আগেই সে বিষয়টা ঠিক কর্খো ।

১ম দূত । কুই কি কামায় তেমি বেইমান
গেলি ? তাহানা, আমি তবে জেদ । দেখিস্ ভাই,
জুনেও যেন কথাটা তাঁটের বাহিরে এসে না পড়ে ।

১ম দূত । কুই নিশ্চিন্ত হয়ে কাজে যা । এ
কথাও বুঝে আনে ।

[২য় দূতের প্রস্থান ।

১ম দূত । ওঃ পাবা, লোককে চেনা দার !
কামকে পজিহারি । পেটে পেটে এমন হাবাহের
কার । আচ্চা, মন্ত্রী ম'শারকে জানাবার উপায় কি
করিক কে আসছে না ? হঠাৎ যে পাগলা ঠাকুর
খই দিকে আসছে ! একে দিয়েই মন্ত্রী ম'শারকে
বলবোটা দেওয়া হাঙ্ । জাতিস মহারাজকে বড় ভাল-
বাসে । পাগলই ছোক, আর বার ছোক, এ দিকে
সেইমান আছে ।

(চমিখের প্রবেশ)

১ম দূত । পশ্চিম ঠাকুর, আসাম বহ । কোথায়
কামের দিক ?

দিকি । বলতে পারবো না বাপু, বুঝতে পারেন
এমন কোথায় গিরে শৌছই ।

১ম দূত । হাতা দিবে চলই কোথায়, কোথ
বাড়, তার ঠিক নেই ?

দিকি । তা বহিই থাকে, তোমার কাছে জমা
খরচ দিবে বেতে হাঙ্, এমন কোন কথা নেই ।

১ম দূত । না ঠাকুর ! সে জ্ঞে নয়, তোমার
একটা কথা অনুসার ছিল, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম,
বাড়তে পারবে কি না ?

দিকি । তুতেই বা কোন্ আমার দেখলে ?
বক্তব্যটুকু না হয় একটু শীগ্গিরিই বয়ে ।

১ম দূত । সেই গণকঠাকুর যা বলে গিয়েছে, সে
কথা বড় মিথো নয় । মহারাজের সতিপতিই বিপদ
উপস্থিত । এ বেশের আর সব রাজাই মহারাজের
বিশেষ বল রাখছে, বিজয়গত কুটেছে । এতাহ লজ
দার সেনাপতি ম'শারের সঙ্গে পরামর্শ চলছে ।
তুমি হাসিছ যে ? আমার কথা কি বিশ্বাস হচ্ছে না ?
সেখানে, শীগ্গিরিই কাশীরে একটা হৈ টে উঠবে ।

দিকি । বাপু হে, আমাকে মাঝাটা কি কিছির
বুজি হয়েছে ? তা না হ'লে, এত আবলতাবল বক্তো
বেন ?

১ম দূত । মানো আর না মানো ঠাকুর, কথাটা
ঠিক । আমি পত্রাহারের নিম্ন বুধে লমজ শুনেছি ।
সে লোকটার বুজি শুজি বজর আঁটনি ককা পেয়ার
হিসের । কিছু পাবার পেয়েই এই কাজ করেছে ।
অকারণ নামটা করে তার গদানটা কাটাই কেন ?
তোমাকে এই জ্ঞে বলা যে, তুমি সহজেই মন্ত্রী ম'শা-
রকে আগে থাকতে বলে দিবে সাংধান করে নিজে
পারবে । কোথেকে কথাটা শুনে, তা নিয়ে আর
পেড়াপীড়ি হবে না, অগচ তোমার কথা বিশ্বাস
করবেন ।

দিকি । তা বাপু, তুমি এখন বলছো, তখন
বলবো । (স্বগত) এ হ'লে আগ একটা মহৎ
উপকার হ'ল । পালের পল কি মুক্তকার । একবার
পা দাও, আর সোঝা হলে বাত, তা পেরটা বাসায়ই
পক আর কাঁটাবনেই আগটা হাফাক, বা খোলা, এ
লোকটাকে দায়া দিবে রাখতে হবে । তার তার
কাছে বলে না বেতরি । সেনাপতির কাছে গিয়ে
সাংধান হয়ে যাবে । (একান্ত) হাঙ্, তুমি কিছু
বলে করো না, কথাটা কাঁতে দিবে দেহিরেই তা ।

কিন্তু, কখনো কোনও কারণে থেকে উঠিয়ে
 দেওয়া হতে পারে। এই ক্ষেত্রে আর কোনও সমস্যা
 নেই। হাজারেকের পক্ষে যাঁরা যাঁরা
 পড়ে, সেবে উল্লেখ্য। এই পাইপের
 পাইপ। পাইপের পাইপ। বা কাল হর, তাই
 আকার নেবে। তাই তোমার মতে পাইপ

কিন্তু কোমার কোন লহ মাই, আমি এখন
কিন্তু প্রণাম হই তাঁকূর, কোমার কোমার,
কিন্তু হৃদয় কহে না।

[अश्वनि ।

अथर्व वेदः ।

— 24 —

पुनर्विचार

(द्वितीय)

১০৬ : জীবনমহাশয় কিংবা জীবন-নিমজ্ঞন,
 কিংবা অপ্রোজন, ৫৮৫ জন কামিনীয়ে ।
 স্মারকি স্তম্ভ নিম্ন দ্বিত-কক্ষকারে,
 স্মারকি ৫৮৫ ব্রহ্ম-কক্ষকারে প্রোজন,
 স্মারকি স্মারকি করি স্মারকি স্মারকি,
 স্মারকি স্মারকি স্মারকি স্মারকি ।
 স্মারকি স্মারকি স্মারকি স্মারকি ।
 স্মারকি স্মারকি স্মারকি স্মারকি ।

সেই মের কনকের কানি,
কনক জেমনীনা কনকের জীবনে।

१२. श्री. विद्या की नदयः ।

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণ ত্যাগ করেছেন :

1957

015 72 22 22 22

1950

1950年10月1日

1950年12月

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

তান্না বড়,
 সুহি হার মিনোবামলম,
 মন্থনের অত্যাচারে মূৰে জাটম,
 নিরাশার তপসের নিদ্রার বহন,
 কে চাহে ধরিত্রী পাই বহি স্বকৃত্য,
 অকলিঙ্গ প্রাণিহীন,
 যাকিল-অভিত ?
 কির করে কাশে গায়ে, অত্যাচারে কাত,
 অচেতন প্রলেপ-কথা জেগে উঠে যেন,
 যার প্রাণ হতে না পেরে পলায়,
 তখন মমতা আসে মথর হৃদয়ে।
 ধীমে ধীমে পরিভ্রমিত বায়,
 চাহে না ত্যজিতে পরা পত বহুশায়,
 দুঃখ আকর্ষণ করে জীবনের দুর্বি।
 প্রেমঃ মনে পরিচিত বায়,
 অকাত সিদ্ধান্তে অকাত না চাহে ত্যজিতে,
 এইরণে পথে পথে কলম সাগরে,
 মন্থন-ভঙ্গ উঠে চিত্রার পবনে,
 কাব্য-ভঙ্গী অকালে ত্যজিত হলে ;
 বিরামে কবিতার চাহে শূন্যপানে
 একজার উল্লাস বরণ—
 কালিমার বহু আভাষন,
 নিশে বাহি মূৰে-ভ্রমির সঙ্গে,
 কাব্য-বাহে কোন কাব্য না বহু ত্যজিত

(अंगीत आरक्षण)

नामो । देव । महाराष्ट्र करम आस्थान ।
द्वि । विद्यालय आन—

নাহি গায়ে দুঃখের ভেদমাঝে
 কি কুহক-বোঝে আজ্ঞার ক্রম, —
 কিসে করি স্বকাৰ্য্য-সাধন ?

দাসী। প্রভু! রাজবাটা প্রেরিতেন যোরে,
রাজকরণ করি।

४३। कि कहिए—

४। पाठा वारिणम नर्मन माशु ।

२४ तारा—पुनः चेति शेषः ।

[Illegible text]

17016-0000

100-443887-100

1. 457

नोट—नीचे के प्रामाणिक प्रवाह !

1950

ATY-100-10000-1953

অপেক্ষা করে যেও না কলি ।
যদি। মরুদেশে পড়ি হর পুতি,
একবার দেখে না বিজয়ে ।
কি জানি যত্নে তুলি পিতার আদেশ—
পালকন অতীত মনিন তব ।

(যদি পরিত্যাগ)

তব মন ! জননী জ্যাক হুইয়ার

[প্রস্থান ।

দুর্ভাগ্যবান ।

—১২—

পরমাপারি :

(ক্রীদেখা)

আমি কি হেতু বিলাস এত ?
আমার না জন্মিয়া কালোনি—
এমত সমস্ত কত ।
অবশ্য আসিবে,
যেহা যাবে মনোহর তাই তার ।

(কীরে গীরে বসিয়াছেন প্রবেশ)

কলংক ! কি হেতু বিলাস এত ?
এ কি ভাব বনে ? নেছাখি ভোমার ?
চিহ্নের কুটিল রেখা ললাটে অস্বিত—
যেহা তব কেরি আশিচ্ছাস,—
উদ্ভাসনেও নারি যে মন অশুভ,
মুগ্ধতার কন বা মলিন তোর ?

হরি : হাসন বদন ।

বাহুদাতা ! দাঁড়ি কি করণ ?
কি পরিবর্তন নেহারি বলনে ।
মলিন বদন—বিহগ্ন মান—
পারি কি আমাতে কিছু মনোহর বাণী ?
বেবেনা প্রসঙ্গে আমার,
শতাব্দে তাহার—
একটি না হয় মাতা আদিক গগনে,
কপড়ের শোষণিক যত
পরাঙ্কিত এ বাধা জানাতে ।

কীরেখা : কেহ অংশে মরি নিশিন্দ,

প্রাণি প্রাণ তোর মূখ চেয়ে

কুণ্ডলি বিধি বসী—
করে কথা এক মিষ্টাকণ,
একবার না দিয়ে মননীয়ে,
কার প্রদেয় দ্বন্দ্ব মনোহর আর ?
বৎস ! ইহা না নির্দিষ্ট এত জনার প্রতি ।

হরি : মাতা !

নিঃসঙ্গা অধিক কাহার ?
নহে ত আমার ;—
ভাব একবার নিঃস্বাধার—
অনার বিতার প্রতি ।

কীরেখা : বরিতা ! ভুলে কি মনে—

কাল মনে কর বা কালিণ ?

হরি : ভাব অপরি মননী আমার ।

কি করিব কত পলি মন

নহে কি এখন—

গাফিলত জীবন কপুতিত দেখে তব ?

হরি : স্নেহে করি অনাগর—

কুলমান বিস্মিলে অপারের পায় ;

দেই স্নেহে পরা কাত্তে লইয়া বিদায়,

নেবসোনি মীরে হুইয়া অদ্য

চক্ষা করে নীরব ভোমার ।

নহিলে কি অস্তির দস্তান

এ কলঙ্ক করিয়া বহন,

যাত্রা বলি করিত মাজনা ?

(স্বগত) পিতা ! আপ মে মনে মা :

ভুলে যাব আসিবে ভোমার ।

কলঙ্ক দাতার—পুত্র কয় কেমনে দহিব ?

(একান্তে) এ কে শোন অশ্রুতী বাণী,

মহাক্ষণে নিবারণ ।

শোন কথা—

কলঙ্ক-বাস্তব—

আব নাহি প্রকাশ তপ্তে ।

বিতরণে কর দ্বারা আত্মমর্ষণ ;

ফণিত জীবন—শূন্য কর চির অসুখতাপে ।

কীরেখা : হারিঅ—হরিঅ !

চক্ষা কর—দক্ষা কর মোরে ।

বয়েছি কঠরে,

মাতৃহত্যা করিবি কি শেষে ?

বাই আদি, তাই পলাইবে ।

হি। কোথা যাও ? যেখ চির মরীচ প্রসঙ্গ,
কি বিবাল মীট, যথাত মলাট,
অমূল্য বাসবে চাপ মম ।
পূর্ণ জ্যোতি আকর্ষণ নয়ন,
নানিবা গঠন—খগরায়ে ছিঁয়ে লাজ ।
আত্মসু-বহিঃ সার তুলসিত,
শরাসন করে—বাঁহিকের পরাধর ।
অবিশাল দেব মলমল,
হেরি হিমুপল কীলিত মত্তরে ।
ভাঙ-চেনে মীলিত শব্দন,—
এই জন হিম তব শ্রমী ।
জামাতু কর তিরীসন,
হের অকলস ত্রিমা-কর মালিন কুতুরে,
হিমালয় কঙ্কিত মলাট,
অভঙ্গেতে কুমিলিত অসার ভাবে,
অবিশ্রাম নরাতর ছাড়া,
দমা চায়া করে করে পলায়ন ;
তেন জন্ম বিলাসের কীট তব
মতি ।
গজদাঁড় দলি শব্দভঙ্গে
বাচবণ্ডে কৈলো আকিকম ।
(ওত তুমি মূল-মহাদান ।
অবটন কিছু নাহি তব পাশে ।)
মতি ।
জিজ্ঞাসি তোমার,
কিবা যোরে আকর কবিতা তব প্রাণ ?
হিস না কি জান ?
কোথা ছিল হনন ?
জিজ্ঞাসা । রক্ষা কর—রক্ষা কর ;
তিরঙ্কার আর নহি কর ;
আত্ম পাতি মাগি করা ।
হরি । আমি কেবা—
কি করিব করা ;
জামাতা চাহ প্রতীকার ;
দেবীপদে লহ গে অপ্রাণ ।
শোন মতি—পুত্রের মরম,
মাতৃহত্যা পাশে কির দাঁহি কর মত্তে ।

[অকস্মে প্রস্থান ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম গভীর ।

—:—

সাক্ষরতা ।

(বিস্ময়, কলন ও মতি)

মতি । মহারাজ ।

রাজমন্ত্রী মরা করে মরণ আদর্শ,
যাকি প্রভু বিধম ভাবনা,
আগিতোছে জন্মে আবার ।
প্রতীকার একমাত্র ন্যাক-মকাল ।
নিলি মম করব তুলায়,
যুক্ত করে—বিত্রোহ-অমল আগিবায়ে ।
নরনাথ উদাস-দুঃখর,
রাজ্যপানে কিসে নাহি চাহ,
অবসর অধিক কোথায় ?
কর প্রভু । করহ উপায়,
হালানত চিত্তার তরল উঠে ।
বোড়বারে প্রকাশগণ আরছে মিনতি,
বোম্বলি জানিবে বেদনা ;
পূর্ণ কর মরার আদর্শ,
রাজমন্ত্রী—প্রজার রক্ষণ ।

হরি । হে মতি । অধিক কি কবে আর ?

কি অভাব—কেবা করে সম্পূর্ণ ?

তবে যেন গগনের গানে,
গুহগণে নিত্য আবর্তনে,
জন্মেতেছে অবিশ্রাম-গতি ।
দুঃখ বড়ে দাঁহি—বিরাম কোথায়,
মরা দাঁহি মর আকর্ষণে ।
কিন্তু দিবাকর অচল নিবর,
হর-দ্বির অগ্নির মত্তলে,
প্রলয়-সময়কে জানি তার হানিবাকিল
মত আকর্ষণ হোমার জগৎ করে ।
কৈরীপ এ মগানে
যৌবন মরা কিসে মরে,
প্রবৃত্তির কোণে
নিত্য দাঁহি মর আকর্ষণে ।

অশি-করা কত না দুঃখ,

জীবন-নগর দুইই ভাঙায়ে গেছে ।

কিছু সেই মানবদায়ক

হরি কের দাঁকে পড়ি

জাহ্নবীর অরণ্যে পড়ি

অচেনা ফুরে যায়, অসুখ কি তাহার

বিলম্বিত হব তিক পূজা আকালমে ?

কি তাহার উচিত পড়ি ?

জেনো বিব—

কেকরয়ে নারি মাতে রক্তাক্ত করী ।

(সন্ধ্যাক প্রবেশের প্রবেশ)

সুখ : নারি নারি গোপনে ।

সমাসিত গোপালীকানন্দ—

জাহ্নবীর দ্বারে ।

জিবি : কখন ? হরি দ্বারা,

মাঝে মাঝে কখন ।

(সন্ধ্যাক চলে যায়)

সন্ধ্যাক গোপালীকানন্দ

উজ্জ্বলীকানন্দী দ্বারা

মহী : বীরদত্ত, বীর সন দুঃখ ।

(সন্ধ্যাক ও বীরদত্তের প্রবেশ)

জিবি : গোপালীকানন্দ ।

সন্ধ্যাক কখনও কখনও আসিবে ।

মহী : সন্ধ্যাক কখনও

উজ্জ্বলীকানন্দী দ্বারা

মহী : গোপালীকানন্দী

অতি দীর্ঘ জীবন অসুখ,

সমাসিত জাহ্নবীর অরণ্যে পড়ি

সন্ধ্যাক কখনও কখনও আসিবে ।

মহী : কখনও কখনও আসিবে

সন্ধ্যাক কখনও আসিবে

উজ্জ্বলীকানন্দী

বিশ্ব-সমাসিত জাহ্নবীর অরণ্যে পড়ি

মহী : কখনও কখনও আসিবে

উজ্জ্বলীকানন্দী

মহী : কখনও কখনও আসিবে

উজ্জ্বলীকানন্দী

কি করে উজ্জ্বলীকানন্দী

কখনও কখনও আসিবে

মহী : কখনও কখনও আসিবে

উজ্জ্বলীকানন্দী

কি করে উজ্জ্বলীকানন্দী

কখনও কখনও আসিবে

মহী : কখনও কখনও আসিবে

উজ্জ্বলীকানন্দী

কি করে উজ্জ্বলীকানন্দী

কখনও কখনও আসিবে

মহী : কখনও কখনও আসিবে

উজ্জ্বলীকানন্দী

কি করে উজ্জ্বলীকানন্দী

কখনও কখনও আসিবে

মহী : কখনও কখনও আসিবে

উজ্জ্বলীকানন্দী

কি করে উজ্জ্বলীকানন্দী

কখনও কখনও আসিবে

মহী : কখনও কখনও আসিবে

উজ্জ্বলীকানন্দী

কি করে উজ্জ্বলীকানন্দী

কখনও কখনও আসিবে

মহী : কখনও কখনও আসিবে

উজ্জ্বলীকানন্দী

কি করে উজ্জ্বলীকানন্দী

কখনও কখনও আসিবে

মহী : কখনও কখনও আসিবে

উজ্জ্বলীকানন্দী

কি করে উজ্জ্বলীকানন্দী

কখনও কখনও আসিবে

মহী : কখনও কখনও আসিবে

উজ্জ্বলীকানন্দী

কি করে উজ্জ্বলীকানন্দী

কখনও কখনও আসিবে

মহী : কখনও কখনও আসিবে

উজ্জ্বলীকানন্দী

কি করে উজ্জ্বলীকানন্দী

কখনও কখনও আসিবে

মহী : কখনও কখনও আসিবে

উজ্জ্বলীকানন্দী

কি করে উজ্জ্বলীকানন্দী

এখন কি ডাকিলে আসে না ?
কোরো না বকনা, বল করা হ'ল ভালবাস।
অরুণা। রাজবাণী ! কিশোর বহলে,
কি হেন বাতনা-বিবে
হহিতেছে জ্বর-আগার ?
জীবন তোমার,
অকুটন কলিকা সমান,
হুকুলে শুকাতে কেন সাধ ?
হুরমা। অরুণা ! তুমি তো জান না,
কত ভালবাসিতেন পিতা যোরে।
সামান্য করণে
অভিমানে রহিতান, ঢাকিয়া বহন ;
কত আকিকন,
কতই আদরে তুখিতেন পিতা যোরে।
কত দিন অগ্রজের সনে,
কুসুম-চরণে বাহিতার উত্তান-মাঝারে ;
তুলিতে গোলাপ প্রলাপ ব্যক্তি কত।
কণ্টকে ছিঁড়িয়া কর কাঁদিতার কোতে ;
কতই বডনে, ভুলাতেন দাখা যোরে।
আজি সেই কাঁদি লো কাঁতরে,
কই পিতা ভুলায় আমারে ?
দাখা আর নাহি আসে পুরে,
কার কাছে পাইব সাধনা ?
পুরোমাকে বার কাছে বাই,
বিবর সবাই ; তাই শুক আপে—
জননীর পাশে,
গিরেছিছ জনিতে কারণ,
শোক-আবরণ কত দিনে বাবে ঘুচে।
অরুণা ! কি করিব, প্রাণ কেটে বার,
পঞ্চভাষার ভিরভার করিলা জননী,
আকুলা পরানি,
তাই কাঁদি প্রাণের আলায়।
অরুণা। হি হি বোন্ ! কেবো না আকুল হয়ে,
রমণীজীবনে অনেক সহিতে হয়।
বল্ বোন্ !
অভাগিনী কে রমণী সব সম ?
আমি কোন্ আপে রাখি প্রাণ ?
জানি না লো জননী কেমন ;
জান হ'ল জনকের সেনসব কোণে।
সে মকর মেঘনীচ ছেদে,

বার তরে এই রাখপুয়ে,
সই যে, দিনান্তেও ব্যথক বর্ণন
পাইনে এখন তাঁর।
অগ্নিবারি মাঝনের বার,
কহে সই বিবন-বাঘিনী,
কত সহে রমণীর প্রাণে আর ?
আহি যে দশার,
ভাবি যদি শিহরে জ্বর ;
মনে হয় হারাইব জান।
হুরমা। আহা, সত্য অভাগিনী !
মনে হ'লে তোমার কাঁদিনী,
বোর বাখা তুম্ব মনে হয়।
কত তুমি সহ বিধাবিনী।
শুভ-নেমে চাহ যবে শুভ-পামে,
তব হয় মনে, সত্য ব'লি হ'বি উদ্বাহিনী।
অরুণা। ভাগ্য মানি—উদ্বাহিনী ব'লি হই !
হারাইলে জান, এ আগার হয় অবলান ;
দুখিত বাতনা সহে না জ্বরে আর।
বিশ্বতি—বিশ্বতি—জামের বিকৃতি,
এই রাজ কামনা আমার।
হুরমা। অরুণা—অরুণা ! পায়ে ধরি,
মণ্ডকৌ বরে বোল না অবন ক'রে ;
ও বরে যে কেঁদে উঠে প্রাণ।
এস তাই উত্তান-ভিতরে,
মিষ্ট সমীরণে জুড়াইব জ্বরের আলা।
অরুণা। চল বাই রাজবালা !
কত আলা সব আর ?

[উভয়ের প্র

তৃতীয় গর্তাঙ্ক।

—১০:—

প্রাণকণ।

(বহাংকর)

বহা। বিবা ভাল, রজনী হইতে !
রজনী অভাগার
বহিষের ব্যভার আমার।
আনিলে বাঘিনী,
কোথা হ'তে নাহি জানি,
অকুট রোমনমানি পরণে অরুণে।

পঞ্চম গাথা :

— ৩ —

মহাপাণ্ডব :

(প্রবেশ)

হাজা । দিত্যাক্ষণ ?

অকৃত্যর জন্ম আজি আমারেই নিয়ে ।

অদিত্যমত—

খিলিত সমলে অস্ত্র সেনাপতি-পরে ।

কত হবে কত প্রকাণ্ডিত্য,

যে করিবে অস্বাভাবিক ভয় কর বীর,

কহেই কি কিং মতামত করিতে আপন ?

সমস্তার চরণেই প্রবেশিত,

সেনাপতি নিশ্চয় কাণ্ডেপার,

কত কি জানাবে অস্তিত্ব ?

হাজা । আমা' হাতে

কিছু নাহি হবে অস্ত্র-পথ ।

তখনই অস্তিত্ব করিতে প্রকাশ,

গোপনমতে অস্ত্র নাহি হবে সমাধান ।

অস্বস্ত কেমনেই হবে,

কেন প্রাণ হারাব আমারে ।

যেবা ইচ্ছা কর, কত মহাপ্রাণ

অস্ত্রেরে সশস্ত—

না চাতি উড়াতে আর বিদ্রোহ-কেনন ।

হাজা । নতুন মারা করিলে আপন ।

যেমন তখন প্রাণলিত অস্ত্র-কেনাবে

কোন মূর্ণ দিবে নীল ?

পাণিকারো দেবকুল কিম্ব সতত,

বৈশ-প্রতিকূলে কৃপা চাহি তদ্বিধারে ।

হাজা । মহাপ্রাণ বুদ্ধি হবার,

হবে মনে বেই চিন্তা উঠে,

প্রতি দৃষ্টিতে কাণাইল প্রতিফলি তারে ।

কত লাই আর,—

কেন বুঝি হারাব জীবন ?

যেই কারো নাহি কোন বল,

আরোহনে ইষ্টে কিবা আর ?

(কবাক্ষরের প্রবেশ)

হাজা । মূণ্ডিত্ব-ওদি ।

কত কৃপা অস্বিনের প্রতি ।

সার্বিক জীবন—

হয় পুত্র অস্বিন হইল মরণ ।

আত্মিক—কৃষ্ণতা কি হবে প্রকাশ ।

উত্তরকারো দিলিও বাক্য—

কত হাজম । হৃদ-আবেগের

কত দিনে হবে সম্পূর্ণত্ব

হাজমের হামর পথের

কত দিনে বিফলিত হবে,

প্রাণ হৃদ বৈরাগ্য করিতে নাহে

আগরণে পরনে অস্বিনে

বিলম্বিত্ব-কি সবার প্রাণেরে ভাবে ।

উত্তরকারো দিলিও কি হবে স্মরণ ?

হাজা । কত কত যোগ্যতার,

যুক্তি করি করিবারি কিবা,

মজলসে না তেজীব হাওয়ায়ে ।

নিজস্ব মনিকাম অস্বিনেরে,

সে মূণ্ডিত্বেরে অস্বিনে তেজীব সময়ে,

উচিত মনেক দিবি ।

হাজা । কত কত যোগ্যতার

না কত কামনা কিছু কাণ্ডে-পথে ।

হাজা । দিক সময়ে—দিক হারিয়ে

বীর শিকারিও কুমি,

কেন বাতি গড়ে কি ভোগ্য ?

কত কত অস্বিন হাজা বণ,

বলিতে হোমার

কত কত হাজা ভায়ে গড়ে ;

কি আত্ম-বৈরাগ্য অস্বিন-অস্বিন আজি ?

অস্বিন-পাশ কি হবে বা দিলিও নীরবে ?

হবে হাজা, প্রাণ হবে কেন ?

আগন্ত হুগোয়ে

অস্তিত্বের কি হবে কত তারি ?

হাজা । কৃষ্ণা ভিত্তিক নাহি কত বীরের ।

ভানি মনে ব্যবহিকার অস্বিন বৈরাগ্য,

অস্বিনের কত মারা কত অবেদন ।

কিন্তু বীর-কর্মের কারণ,

অস্বিনের বেদেই পক্ষসে ।

নামা বেগে হাজমের অস্বিন গোপনে,

উত্তর হাজি আত্মিক—

মূণ্ডিত্বের অস্বিনের মূণ্ডিত্ব মরণ,

নির্বিবরণে ইষ্টিত্ব না হবে কখন ।

জায়ে—জায়ে

পাতি লবন ইচ্ছা বিলাস ।

কপটাক-নারীকুলে দুই ।

স্বপ্নের পথন—কবি বুঝি এক আশ্রয়ন ।

জন,

বসু ভবন—বাকু নিবে কবরের আশ্রি ।

[নবমে পদাঙ্ক ও প্রস্থান ।]

নিম্না । তুমি জ্ঞান দাও,—কি করে উপায় ?

অতি ঘোর পাপের দাবির হাতে

কে কিভাবে পড়িয়ে আসায় ?

না গো হস্তরক্ষা ।

আজীবন পুণ্ড্রি না প্রাণ ।

এ অস্ত্রের দাঁতি স্তম্ভরান—

পড়িয়ে কিরাও না গো পাপ হাতে ।

দালীর বিহনে—

কে আর দতনে প্রভুতে বুঝবে পুণ্য ।

না দো' আর ফের নাট,

দাঁতি ভাঙি কোর পানে আসা ।

ভবলীলা, হাদা গদ্য,—

প্রাণ মো'না অবলায় ।

না । না ।—অহু—সাবী—(চুপ)

পঞ্চম অঙ্ক ।

প্রথম পর্ভাঙ্ক ।

দানবসাক্ষিত অরণ্য ।

(প্রত্যেক)

জগা । কই—কোথা—কোথায় সীলেশা ?

আজিও কি বুঝায় কিরিত ?

হুই বিন নিখিল সমুদ্র—

একাকী তাইলু এই জীবন মিশিলে,

হেরিছ কতই মোর দীপনে বসিল ।

হি এক আত্ম-মোহে,—

অসংখ্য বহন করিলে,

করবে পলায়ে কোর নিরান বহন ।

আজি পুণ্য সমাজভরত—

আইলু তেজিতে জায়ে এই অস্ত্রের ।

কি করবে এলো-না এলো-না ?

বিলম্বে জীবন নাচুক প্রাণে,—

একা বোলা ভণ্ডিতের দাঁত প্রাণে

বর দিন বহিরাও লগতে রহিত—

আতঙ্ক না পাবে,

কটক না বুঝবে আবার ।

না না—যাবনা করিল নিবারণ ।

কহো স্বতন্ত্রন—স্বতন্ত্রন করবে আশ্রিত,

এগরের ভক্ত বৃদ্ধক অনন্তকাল,

অবিহার সেই স্বতন্ত্রন—

শাকে শাকে খুরাক খাওয়া ।

অগ্ন্যমৃত্যু করিয়া দগ্ন,

বিষবাণি স্বতন্ত্রন কহো স্বতন্ত্রন,

অনন্ত জীবন আশ্রিত বিটক ঘোরে ।

কুরবায় নিশি চক্রে পুতীর দায়ক,

মহা বিলাসে বিলাসিত করক আশ্রিত ।

প্রাণ জ্বলে দহ—রক্ষা কর মোরে ।

(প্রত্যেকের প্রস্থান)

যে ও পিলাটিনী,—অথবা খেতিনী ?

জিহবা তুমি ওজনীর সবচটী

অন্ত কোন্ দাবী ?

সংরে বাত—ভালে দাব—সংরে রহিত—

প্রাণ বিতে ওজাকর হয়ে ও প্রাণত ।

সীলেশা । আজি নিশাচরে—

জিহবা পরমাণু মিলেছে কি কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যে ?

কিভাবে হবে—

নিশি জ্বর পোণিত লম্বাক,

বিলাসে হাতের বুঝি বসোভুক্তিগণ

জয়কর । মোহাজির কি কারণ—

কোব কোব কে কোমারি লগবে রীতিয়ে ।

জগা । কে ও ?—সীলেশা ?

মোহা বিতে রক্ত কি সায় ?

নাহি জানি কি যাতু জ্ঞানি—

নিখিল কোমারি মরি

নিরবধি কোরি অস্ত্রবিকট-বর্ষণ ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

निष्ठा भक्ति

११३-४४११४४, ६७१४४।

11

১৬। বসন্তে বসন্ত রোগ হইয়াছে।
 অসি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।
 অসি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।
 অসি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।
 অসি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।
 অসি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

[illegible]

1 6413 0013 1

(777 8077)

দুইজন। অকণা কোয়ারি গেল ? নবীরা বললে
 যে এই বাগানে এসেছে। ঠিক এখানেই একটাই
 নেই। জালা। অকণাবিনী নামের সঙ্গে তের
 সের মতই উজাড়িলী হাল। তার শাকুর বাগানে
 না মনে করি, কিন্তু তাকে দেখলেই তের কো
 জালাসি বসে বেগোয়। শালকের জীব, তরুণ
 হাল, তরুণের কাছে। কোয়ারি গেল ? বেশি ই
 নবীরা বাতীর জিহ্বা নিয়ে দেখে—পাতা, তে
 হাতের বিচ্ছেদ, এখানে একটু গিলি। (উল্লসিত
 বস্ত্র দিন দিকে ঘেঁষি, তত দিন ঠিক ক
 তমিদি, আত্ম, জীবে দেখলে এমন জাহার ম
 করে কেন ? আসে তো বীর হাল, ঘরে ম
 বেঁচেয়ে বেঁচেছে, তত সশা বইতুম, তত মন
 মিতুম, এমন বেশ এমন হয় ? মনে করি, জী
 দেখলে পাতার ম, কিন্তু জীকে দেখলে দেখে
 কেমন হয় ; লজ্জা করে, পালিয়ে যায়। কি
 হাতাস বইছে, একটা পালি মই।

(*)

ମୁଦେହି ବହି ଆମର ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଦାସୀ ଦାସୀ
ଆମର ଦାସୀ ଦାସୀ ଦାସୀ ଦାସୀ ଦାସୀ ଦାସୀ ।

सिद्धांत के माध्यम से

SECRET

ਸੁਧਾਰਕ ਨਿਯਮ ਕੁਝ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ।
 ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸੇਵਾ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ

তবির কীৰ্ত্তন জানি তুলি মরকট-বীজ ।
 না কলিয়ার ঢেকে বাঁধে ক'লিয়ার-
 বেশ না-এবে মরকট,
 ইজা বাধা করে মন-বন ।
 এমু দুই বিপকট মারকট-কল,
 মরকট-মুক্তাও আহার ;
 ইজা করে কর কল মারী-মুক্ততা,
 বন-বন পোষিত-প্রবাহ ;
 মরকট-মুক্ত ;
 মরকট-মুক্ত প্রকিয়ার ।
 মরকট-মুক্ত-মুক্তিতত্ত্ব কল মরকট-
 মারি দেব বাধা,
 মরকট-মুক্তিতত্ত্ব কল উত্তম আশন ।
 মরকটের বাধা, মরকট-মুক্তিতত্ত্ব কল
 মরকট-মুক্তিতত্ত্ব কল ।
 মরকট-মুক্তিতত্ত্ব কল, মরকট-মুক্তিতত্ত্ব কল
 মরকট-মুক্তিতত্ত্ব কল ।
 মরকট-মুক্তিতত্ত্ব কল, মরকট-মুক্তিতত্ত্ব কল
 মরকট-মুক্তিতত্ত্ব কল ।
 মরকট-মুক্তিতত্ত্ব কল, মরকট-মুক্তিতত্ত্ব কল
 মরকট-মুক্তিতত্ত্ব কল ।

(१५०१३-१५०१४)

ହଜୁର ସେବକେ କି କରି କାରୋକମ ?
 ସାହି । ନବାମାସ । ଶୁକ୍ରବାର ।
 ଶିଳପୀ । ଡଗ ବାହି, କରି ସେ ଶ୍ରବଣ ।

(ॐ नमो भगवते वासुदेवाय)

SECRET

— **THE** —

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

(b) (5) DPP

[illegible]

একদমই, একই স্থিতিতে থাকাই কোনো বিবেক আর
পরিচয়হীন। এখন ভাগ্যের স্রোতের মধ্যে, কিছুকাল স্থায়ী
আবস্থাও ত বিলম্ব করা উচিত নয়, একইটি স্রোত
কবিত্ব বা দাব্বলুই, বাহের বাহের সেই হাটেরে কেনি
এই কেবল না, জামো আর অপরদিকের বাগানের
বিকে গিরেজিনেশ, অকল্যকে বনের মূল খেয়ে
নিম্নের মিরে জগের। আমি না মিরে পক্ষে
উপাধিবী আক মিশ্রাই এসে চুবে বহুতো। এসে
চট্টোকে মিরে কি করি। বাহেরে পেলের বিহে
চুবি—হাওয়া অধনি সটান পাড়ি। অকল্যাক মিরে
আনা হলো বাজবাড়ী। তার পর একেবারে পুরী
এবেশ বহু। কাজেই যে পাপল হবে ছুঁড়ী। বিহ
তার কারিকুরি, এর উপর আখ্যাতের আরিকুরি
চলতে কেন? যা হোক, ভাবি কিছুকালি হে
উঠলেন। সন্তে রাই এক—হাট মাড়ার আর এক
বাড়ি—এখন হাজার লক্ষ্যনেই বাঁধা থাকি। এই
মহী সকাশরও এসে চাষির।

(कल्याणकर जीवरस)

বাবা তুর্কি, জাহাজী সানির রাব্বি, বাদ
নবীহ হো। কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলে।

কলকাতা। হাটবন্দ। তুমি জানে না, তোমার
এ সংবাদ কতদূর আশঙ্কাজনক। হুজুরের পা
পড়ে পড়। একদা একটা মাতুরা বিদ্যের আ-
বেশ্যতার কার্য সাধনে, এখন চল, দীর্ঘ অধুগমন করা
নায় বে। কোথায় তুমি সত্য বিবেচনা
কর?

দরি। রত্ন, আমার মরণ হলে, অজিত
 মেঘ খুঁজেও চাকরটা কেন আমায় পকালে জানা
 নয় থেকে বেঁচেই আসছিল, অজিত যদি কিংবা
 থাকে, তা হলে তার বাকী থাকবে কিছুই না আমার
 জন্য।

କହନ୍ତି । ତବେ ତମ ଆମେ ଯେଉଁଠାରେ
ନିଜର କଥା ବାନ୍ଧି ଥାଏ ।

अवि: अवि न संवत्

SECRET

বসন্ত পড়াইল ।

— — —

সীতায়ের অকিঞ্চন উদ্ভাস ।

(ভরাডবর)

এই প্রভাত সময় : হরিদাস ।
 বসন্ত মেঘভাঙ, অকিঞ্চন উদ্ভাস ।
 অকিঞ্চন উদ্ভাসে বাসন্তীরা
 লক্ষ্যমণ্ডে দাঁড় অকিঞ্চন ।
 পূজা পাবে সব অকিঞ্চন ।
 সবচেয়ে হলে পাতক পাতক নিজে করে ।
 শিল্পের প্রকাশ ।
 সে কেমন নয়—অকিঞ্চন উদ্ভাস ।
 বসন্তের আশায়, বাসন্তীরা লক্ষ্যমণ্ডে করে ।

(নিঃশব্দে প্রবেশ)

এক—এক অকিঞ্চন উদ্ভাস ।
 নিঃশব্দে অকিঞ্চন উদ্ভাস ।
 অকিঞ্চন উদ্ভাস ।
 নিঃশব্দে অকিঞ্চন উদ্ভাস ।
 এক অকিঞ্চন উদ্ভাস ।
 অকিঞ্চন উদ্ভাস ।
 এক অকিঞ্চন উদ্ভাস ।
 অকিঞ্চন উদ্ভাস ।
 এক অকিঞ্চন উদ্ভাস ।
 অকিঞ্চন উদ্ভাস ।
 এক অকিঞ্চন উদ্ভাস ।
 অকিঞ্চন উদ্ভাস ।

(উদ্ভাসের প্রবেশ)

(হরিদাসের প্রবেশ)

হরি। কেন আজি বন বন হঠাৎ জাগ্রত ?
 অনন্তের কণ মন জাগ্রতের বনে ।
 জীবনের অশ্রু-অশ্রু—
 সে ছাড়া জাগ্রতের কোন প্রাণে ?
 পিতা—পিতা ।
 অশ্রু-অশ্রু জাগ্রতের ।
 অশ্রু-অশ্রু—
 অশ্রু-অশ্রু জাগ্রতের ।
 এই জ উদ্ভাস—
 অশ্রু-অশ্রু জাগ্রতের ।
 অশ্রু-অশ্রু জাগ্রতের ।

অজিত কি হয়েছে নিজের ?
 হারিয়েছে বস অশ্রু-অশ্রু ।

(পিতা হঠাৎ অশ্রু-অশ্রু জাগ্রতের)
 হরিদাস)

হরি। কে যে মন পিতা-অশ্রু ।
 এ কি ? পিতা-অশ্রু ।
 পিতা—পিতা : বস মন পিতা-অশ্রু ।
 পিতা-অশ্রু : বস মন পিতা-অশ্রু ।
 পিতা-অশ্রু : বস মন পিতা-অশ্রু ।

(ভরাডবর অকিঞ্চন উদ্ভাস)

হরি। জগৎ জাগ্রত—(পিতা)

(ভরাডবর অকিঞ্চন উদ্ভাস)

হরি। কে যে হঠাৎ মন পিতা-অশ্রু ?
 মন পিতা-অশ্রু : বস মন পিতা-অশ্রু ।
 পিতা-অশ্রু : বস মন পিতা-অশ্রু ।
 পিতা-অশ্রু : বস মন পিতা-অশ্রু ।
 পিতা-অশ্রু : বস মন পিতা-অশ্রু ।
 পিতা-অশ্রু : বস মন পিতা-অশ্রু ।
 পিতা-অশ্রু : বস মন পিতা-অশ্রু ।
 পিতা-অশ্রু : বস মন পিতা-অশ্রু ।
 পিতা-অশ্রু : বস মন পিতা-অশ্রু ।
 পিতা-অশ্রু : বস মন পিতা-অশ্রু ।
 পিতা-অশ্রু : বস মন পিতা-অশ্রু ।
 পিতা-অশ্রু : বস মন পিতা-অশ্রু ।

পিতা-অশ্রু : বস মন পিতা-অশ্রু ।

পিতা-অশ্রু : বস মন পিতা-অশ্রু ।

পিতা-অশ্রু : বস মন পিতা-অশ্রু ।

পিতা-অশ্রু : বস মন পিতা-অশ্রু ।

পিতা-অশ্রু : বস মন পিতা-অশ্রু ।

পিতা-অশ্রু : বস মন পিতা-অশ্রু ।

পিতা-অশ্রু : বস মন পিতা-অশ্রু ।

পিতা-অশ্রু : বস মন পিতা-অশ্রু ।

পিতা-অশ্রু : বস মন পিতা-অশ্রু ।

পিতা-অশ্রু : বস মন পিতা-অশ্রু ।

পিতা-অশ্রু : বস মন পিতা-অশ্রু ।

পিতা-অশ্রু : বস মন পিতা-অশ্রু ।

পিতা-অশ্রু : বস মন পিতা-অশ্রু ।

পিতা-অশ্রু : বস মন পিতা-অশ্রু ।

(অশ্রু-অশ্রু জাগ্রতের)

থিয়েটার ।

— ০০ —

(পঞ্চম)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুত্রগণ ।

পুত্রগণ ।

নাট্য — পুত্রগণ, পুত্রী, পুত্রী, পুত্রী
 পুত্রগণ — পুত্রগণ, পুত্রী, পুত্রী, পুত্রী
 পুত্রগণ — পুত্রগণ, পুত্রী, পুত্রী, পুত্রী
 পুত্রগণ — পুত্রগণ, পুত্রী, পুত্রী, পুত্রী
 পুত্রগণ — পুত্রগণ, পুত্রী, পুত্রী, পুত্রী
 পুত্রগণ — পুত্রগণ, পুত্রী, পুত্রী, পুত্রী
 পুত্রগণ — পুত্রগণ, পুত্রী, পুত্রী, পুত্রী
 পুত্রগণ — পুত্রগণ, পুত্রী, পুত্রী, পুত্রী

পুত্রগণ — পুত্রগণ, পুত্রী, পুত্রী
 পুত্রগণ — পুত্রগণ, পুত্রী, পুত্রী
 পুত্রগণ — পুত্রগণ, পুত্রী, পুত্রী
 পুত্রগণ — পুত্রগণ, পুত্রী, পুত্রী

পুত্রগণ — পুত্রগণ, পুত্রী, পুত্রী
 পুত্রগণ — পুত্রগণ, পুত্রী, পুত্রী

প্রস্তাবনা ।

পুত্রগণ ।

— ০০ —

পুত্র ।

উক্ত —

পুত্র হইলে পুত্রগণ ক'রে থিয়েটার ।

পুত্রী —

পুত্রগণ থেকে পুত্রগণ হইলে পুত্রগণ ক'রে
 পুত্রগণ থেকে পুত্রগণ ক'রে ক'রে
 পুত্রগণ থেকে পুত্রগণ ক'রে ক'রে
 পুত্রগণ থেকে পুত্রগণ ক'রে ক'রে

পুত্রগণ থেকে পুত্রগণ ক'রে
 পুত্রগণ থেকে পুত্রগণ ক'রে

পুত্রগণ থেকে পুত্রগণ ক'রে
 পুত্রগণ থেকে পুত্রগণ ক'রে

পুত্রগণ থেকে পুত্রগণ ক'রে
 পুত্রগণ থেকে পুত্রগণ ক'রে
 (পুত্র) থেকে পুত্রগণ ক'রে
 পুত্রগণ থেকে পুত্রগণ ক'রে

পুত্রগণ ।

পুত্রগণ থেকে পুত্রগণ ক'রে

কিন্তু কখনোও কখনো তোমার কিসে বাটা চাট।

যাক্বে মাক্ কিছুটি চাট,

কিন্তু হতী কখনো আর ।

১) তোমার কপড়ের উপরে বাস পড় লিখতে সাধ,

সাইতে থিয়ে বলা ভেবে বটাও পরমান,

"কল্লোল ধরণে" পোড়ালে কই,

আলাত কুঁড়ি খোর একটীয়া ।

[প্রস্থান ।

প্রথম অঙ্ক ।

— ০০০ —

প্রথম গর্তীক ।

— ১০ —

ভয়েভের বাটা ।

ভয়েভ ও ভয়েভী ।

ভয়েভ । ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আলোড়নের
বেলা হয়ে থাকে । পাঁচ ভাঁটা আদীলের কাসক-
কাসক হাতে হায়েছে, দিক সমরে না পৌঁছতে পারে
কক্ লায়েবের বিটুলী খেতে খেতে আমার প্রাণান্ত
হবে ।

ভয়েভী । ওরে আমার ভাগে ।—ওরে আমার
খুশার থাকি !—কল্লোলটার এসে নত একজন
কীলি হ'লে, না ? "হেগের কাছে পেগের বড়াই,"
যাক্ভে ১০ কখন একটা মকেলের মুখও দেখতে
পাই না !—সকাল বিকেল কতকগুলো 'বাসে'
হোমান, 'মারে ডাডান' দালালের হল এসে ছোট্ট
মুঠি, কেমন মতলব হ'লে,—কোন নাথালক ছেলের
মুখা মাঝে, কোন বিখার সম্পত্তি বাছেরাও কল্লোল,
কল্লোল ছেলো কিরে হ' হাকার লিখিয়ে নেবে, কার
কল্লোল কীলি ভেবে, মেয়েদায়েবের খাকী নিয়ে ইয়া-
কল্লোল এসে—এই ও তোমার কাজ ।—আমার কিছু
কিছু হলেই তোমার হাতে আতন পেগে যায় ।

ভয়েভ । বাস, আমার যা কিছু—সব ও তোমার
কল্লোল কই মেয়েদায়েব, ছোট্ট বাটো দালাল—

কিছু আর বুঝেই চলে । মোল্লাখাকি ক'রে যা
কিছু জ্বাড়ে থাকে—তোমার নামেই কিবে প'কে
দিয়ে যাব । এখন থেকে এটা নেটাকিসে বাসে
বরত ক'রে—আমি ম'রে থাকে কি ?

ভয়েভ । তোমার চাঁদ আমার, ক'বানা কোম্পানীর
আপল আমার নামে ক'রে দিবে ? তাইনে আমকে
বাসে কল্লোল না । এর উপর আমার বাবুর বাবুল্লা
কত । আমি কি কিছু তুমি, মনে ক'রে ?
আমার মাথা দু'রে দিখি কর দেখি,—তোমার বার-
টান্ নেই,—কল্লোল ভল্লোল কুপি সাতে হাত বাড়াও
না ?

ভয়েভ । কে বলে, কোন খালি বলে, কোন ভোটা
বলে ? আমার মাঝে এসে বসুক না, লবেজান ক'রে
দেব ।

ভয়েভ । বেশী বাড়াখাকি কয় না । যদি ঢালা কী ক'রে
উড়তে চাও, দুটি খালে দু হুগুনে চারটি খাপড় লাগাব,
দাল গলা ফুলে গেল হয়ে হয়ে প'কে থাকবে ! তুমি
ও পুলদার বালাল—আমরা কল্লোলার মেয়ে, হুকা-
বাটী আমার করলে সঙ্গে হাটের বাড়ে হাঁড়ি
জাড়া । বা কর, আমার খাপড় নেই, এই তাগা
খোকাটি কিনে দাও, আমি লাগবে না, মোল্লার হয়ে
পাকি ।

ভয়েভ । মিন কতক চেপে থাক । একটা জারী বাণ
লোয়েছে, খোকাখাক কিছু হাডানো বাবে, বেই টাকা
থেকে তোমার তাগা কিনে দেব । আর আমি নিজে
পতল ক'রে হামিলটনের খোজান থেকে একটি
হীরের লাকচারী এনে দেব ।

ভয়েভ । এখন কি তবে প্রার্থনা । আমি কুমকুমি
আর কীচের পুতুল নিয়ে মন ভোলাব ? খেল-
খেল, চক খেল, আর বেটী নেই ! লুল সামলাত,
তোমার বালালের কিছুটা করেছে । (চোপটোমাত)

ভয়েভ । ওরে বাণ, রে, কি চড়ের বহর রে । তুমি
কি হেগেবেলা থেকেই বহর বাব কাটা অল্যাস
ক'য়েছিলে না কি ? মেয়েদায়েবের হাত এক বড়া
হয়, ও হ কল্লোল না ! আচ্ছা, তুমি যে এখন ওমন
আমার খুশার লাগাব বলে তাঁটা কত, আমার
লাগাব কোম্পানীর আছে ? কত কট দালাল
সেবে । হেগেবেলা থেকে কল্লোলার ম'য়েবি,
বি, কল্লোল ক'রে হাইকোটের মিলাব হ'য়েবি ।
কল্লোলার কই নিয়ে ক'য়েবি,—আর কল্লোল—কল্লোল

যক্তি। কিংবাণ ব'লে তোমার? একতারা
কিনে বিবে কি বান্ধা কল্লে বাকি?

কল। কল্লে—কল্লে—হতভাড়া। ছেলের
কিনে।

যক্তি। কি কলম বলা কইতে হবে? চরিতা-
পাঠ কল্লে কল্লে? কলমাকীর কলার কলম
কি বাকি?

কল। বেটা যেন আমার খুঁটে ধীরে।
কই হয়েছে,—কালখন! এখন কল্লে বাকি!

যক্তি। কলি কলি সের বাল্লে ক' চলেছি, আর
টীটাহেরক পরলা চাই, জাই এসেছি।

কল। কলপালী চাই পরলা ক দিয়েছি,
বাকি কি?

যক্তি। চার পরলার হিসেব লাগ। টিকিনের
চিহ্ন সময় ক' পরলার জিব খজা, আর ক' পরলার
লাখাই, এই ক কুরিরে গেল।

কল। তবে, আবার কি বাকি? কলকল্লে
পলার পলুবে বাকি?

যক্তি। না না, জা না, পানের সোখানে আ-
ল এক নুতন জিনিস উঠেছে, সকলেই খার,
মিষ্ট পানের সঙ্গে একটু একটু খাব।

কল। আবার কি বাকি?

যক্তি। "কোকেন, কোকেন"—সে বড় মজার
জিনিস, তোমরাও একটু একটু খেতে অভ্যাস
কি।

কল। বেটা এ রকম থেকে কোকেনখোর
কি কি রে? খবজার, ও সব কথা বুঝে আনিসনি,
হেঁজের চোটে না লাগড়া লাগড়া ক'রে ঘোষা।

যক্তি। কোকেন খোর কোর হয়ে থাকুবো,
জামার যেত রসপোতার মত টপ্ টপ্ ক'রে
কল্লে।

কল। এই সেলাজি কলপোড়া ছেলে।

যক্তি। কলম ব'লে না, কলম ব'লে না, কলম
কল্লে।

কল। কই কি কল্লে, বা কল্লে না।

যক্তি। তবে বাকি, এই কলী মিলুর, একটু
কল্লে কি।

কল। এই পীড়া কোল ক'রে ব'লে কল্লে
কল্লে, কলি বাকি কি না। তোম জলী বাকি

যক্তি। কলিলকল কল্লে, কলিলকল কল্লে,
কলিলকল ক'লে না, কলিলকল ক'লে না।

কল। আবা, ছেলে লাগ, ছেলে লাগ, লাগবে।

যক্তি। এমন ছেলেকে পাগে আনুড়ে দেবে
কেল্লে হু, দেবে না, আন কি করি।

যক্তি। পাহারাওয়াল!—পাহারাওয়াল। কল
ক'লে—কল ক'লে।

কল। কি কর, কি কর, ছেলে লাগ—ছেলে
লাগ।

[কললের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মেডিকাল কলেজের সম্মুখ।

শিক্ষিতা, কলিকাতা।

কীট।

নাড়ী টিপে জাই নিরোহ নাম।

পদ্যের আর ভাবনা নাট, (আহা ও হো)।

কত বাকী পুরি কীর, দিনে রেতে নাই কামাই।

হেঁজর পেয়েই পেলে, কোটা' কল,

কীট দিই বুঝে,

মালিস করি বাব-ডেল, আঁজা করি কল (তার),

মিলে কোমের পাচন, মমনি নাচন,

প্রোবটা করে আরি চাই। (আবার),

ত্রিমুখ পাড়ারোঁয়ে পেটী মোরা কোমরোঁয়ে গোট,

এখন বাম পরনে বাপ কলন কল মাখান টোঁট,

খোঁষাই ক'রে সাইন-বোর্ড রোঁটি বেঁধি হুবেলাই।

বহুকালে কলকল হার কেনে গেছে,

মিকে রোঁয়ে মিকে কল্লে কলি পালিগেছে,

কলিক কল বিকরকল, মিলে রেতে কল্লে হাই।

মত ঘোচ মোতা বকিভোঁয়ার শকলো হুবে চাই।

(ছি ছি শকলো হুবে চাই)।

[প্রস্থান।]

- 101 -

অশ্রুভরা বাক্যে কহিল ।

(मध्यम ३ परीक्षाका लागि)

করেন। না দাবী, তা হবে না, আমি যেমনটি
 চাই।

নগেন্দ। কোরি যে ভারি আঁচা সেখানে পাই,
আগ হুহুনি সেখানে লক্ষ্যে কব, তার পর হিহো
শব্দে চল।

प्रश्न : कुत्रि कि कम्पलेकारि एतेन वाङ्मयस्य
 इति प्रश्नस्य नास्ति । कुत्रि एव वाङ्मयस्य, वाङ्मयस्य वाङ्मयस्य,
 कुत्रि इति "किन्तु" नास्ति एव, वाङ्मय वा वाङ्मयस्य
 केन ?

নগেন। তোর কথাবার্তার এমনও আদ ভাষেনি,
বাক্যে চল এমনও স্নেহে পরিণত। আমার
সঙ্গে তোর জলনা ?

বরেন। তা বটে, এইবার থেকে তোমার 'সাহিত্য-পরিষদ' বলে ডাকবে, আর বই বিক্রিকে 'ব্যক্তিগত-সেবুদী' বলবে। আমি ছোট্ট কই, আমার না হয় মূল চাপা দিলে, কিন্তু কল্লুকেতা ওঠে যে বাঁধাল বাঁধাল বলে গাল দেবে, তার কি ব্যর্থতা ?

অগুন। যে শাখার আমায় বাঙ্গাল বলে, তাইখ
 চৌক পুঙ্খ বাঙ্গাল। কল্যাণতার বাবুজ আমায় মেয়ে
 কিলে বড় ? এমন জন-ভরদ মিটে ক'বেটার আগে ?
 এমন সুশিক্ষিতা দুন্দী অনেক রপতার ফল। আর
 উপর এই বয়েস থেকে কল্যাণতার সঙ্গে প্রেম করে,
 এমন সম্মানবোধের চেহারা আর করা গেছে। মেয়ে-
 বাবুজ মেয়েছি, ইয়ার-বলনিদের নিয়ে দুটো দুটো
 টাকা খরচ করছি, আমি বাঙ্গাল কেন্দ্রবানটার ?
 কল্যাণতা প্রায় পোড়ার ক'রে মেয়েছি। তবে এক
 একবার আমার পোনে, 'কল্যাণ বহলে বাবুজ' এত
 আশীর্বাদ মেয়েই করে।

করেন। ঐন্ড সোভেয়েভ বীরা, নবীয়ে শোবর
 বাইবেল কাগজে হ'ল কেই কলম না। আমায়েব
 হেয়েইরি কর কৌল-কাজির হন্ড ক'রে কৌল নিরিবে
 মোহর মোহা করা না।

बुद्धिमान ! जिस न सिवायक केवल ही
मनुष्य ही नहीं बल्कि अन्य प्राणी भी

[illegible]

হয়েছে। তা সে বাস্তব হবে, এখন দেখাও
দেবে কি হবে বল। গাওলিও বিবেচনাও এই কথা
আপো বাড়ীর ভেতর-বের করে পড়ো একটা
পাঠ নিয়ে আপ্যায়ন হবে লক্ষ্য। তাই—
সে সময়ে স্মৃতি খেতে হবে।

মনেন। যেমনার বসন্ত রবেট। পথ
 খিচোরিটাই কড়া ক আন মুখের কথা মনে কিছু
 সময় লাগে। সেই ফুলগুলির জেতর আমরা
 জেট, যেমনার-বস, কলকাতার। এই কলকাতা
 কলি কলি। এই কলকাতা। ইন্দুরিচেল খিচোরি
 ব্যাংকজার মটর বার, বীর মনে খিচোরি
 পাখিরেতর কলি পড়ে, জিনি যে খিচোরি
 বিধে আমরা মনে করেন করে কলি বসে
 কলিই পরামর্শক পাবলিক খিচোরির বাকী
 একটর একটর কলি, বই মিলেবলম
 এমন কলি কলি। কলি। কলি।
 পড়ে বস।

করেন। সেখানকার একটা কথা বলি। সে
কাল। কা'কাই মন আর কাই মন, একাধরী
করেন। উভয়দিক ইতিমধ্যে কি ভাল করে
শুধে পঠ-ঠাই করে।

যেন। প্রগাঢ়তী বটবনে ক'রে টাকা
 তার আর বোকাবুধি কি ? আর যে টাকা
 কহে,—বটবর বাবু বলেছেন, এক বটবর
 সমস্ত টাকা বার পুর নিরুত্তরে একটি খেল
 ক'রে সেয়েন। বটবর বাবু জাহা পুণ্যাব,—
 যাকজহালা জির বাবা। আরি গারগিলি কি
 খুঁজে,—যে একটির জাহা বাবু কহা
 জাহাফল লিখেন, জাহাফল আর খেল
 কাতারে কাতারে জাহা কহা বলে, বুঝি বুঝি
 জাহাফল বহু কহে, জাহা বহাফল, এক কি
 জাহাফল কহা জাহা জাহাফল বলে সে
 কহেন। জাহা জাহা জাহা জাহাফল বলে
 জাহা জাহাফল জাহা জাহাফল বলে

১. প্রত্যেক বই বই শ্রেণী অনুযায়ী কল্পে। বাঁদা,
 ২. কল্পে কল্পে ৩০০ বাঁদা ৩০০ পৃষ্ঠে কল্পে
 ৩. কল্পে ৩০০ বাঁদা ৩০০ পৃষ্ঠে কল্পে
 ৪.

বহুদল। তা হইতে, তবে দল, আমি অনেকি,
 পুণ্যস্বামী এক-কিছু কলকাতার পোত কির করে
 কির হয় না। মোহাকর: বিক থেকে কোম্পানির
 প্রদানী হইলে কলকাতার কলকাতার ভগ্ন আত
 ম বিলোম নগরী কীকে পথলাভের পৌরসভা
 কি করে হয়।

সম্পন্ন । ১৭ বছর, নতুন বার, আনন্দ, সন্ত
একটি কে এক আনন্দ; যোগ কর, কোন
দ্বিগুণ কেউই জানে।

(1944 年 12 月 15 日)

আপুও আপুও হে, — আপুও আপুও হে — নটর
 প্রাণ। এই দাপটের দাপি হইল।

কর্তব্য। বিশ্বের অসুখের স্রবসি, ক্রমে ক্রমে
 হিন্দুদের হালা করবেন বোঝায়, স্বাধীনতা কংগ্রেস
 কংগ্রেস। ইনি ক্রমশঃ একজন শেখ, আশ্রম
 সন্থা আশ্রম করে এসেছেন, তাঁর নাম খিষ্টিয়া
 শিখরী। "মহাশয়" কামাধেব এটিয়া, ক্রমে
 ক্রমে নামভাঙ, তাঁর কামাধেব বোঝে "লট কামাধেব"
 গভীর বয়সে কামাধেব। ইনি যখন কংগ্রেস
 হাওয়া করে দিলে পায়েন, অন্যরা যোগদানে
 করে দিতে পায়েন, কতিপয়জন যের কংগ্রেস
 পায়েন, আশ্রমের ছোটখাট উদযাপন সাধেব
 সাধকাল হেতু।

ବାହନ । ଯାହା—କଟି,—ହା "ବହନୋଽସ" ବେ
 ଯାହା କାହା ଉପେକ୍ଷା, ବାହନ ଯାହାକି "ବହନ"
 ଯାହାକି "ବାହନ" କି କହେ ?

খাটিকায়। স্বকল্যাণের মাইনে করা গড়া গড়া
 বিপদের কারণ। প্রতি মোমবার আবার খাটিকায়
 গিয়া টান্‌টানি করে "সেন্টসেন্ট পদবি" আর
 "সেন্ট পদবি"র এক এক কণি পাঠবার কল
 করে মোমবার মাইনে করা আছে। এই যে
 এই যে "সুখের কায়" বলে,—আবার খাটিকায়
 গিয়া, তা করেন। এই যে "সুখের কায়" মতি-

উভয়দল মাঝে মাঝে পার্থক্যের স্রোত । কোন
পলিটিকেল কন্ডিশনের আলাদা সঙ্গে পরামর্শ না করে
হিসাব দিত করেন না । আমি মনে করি সেদুই
সাহেবের চাকরী বেয়ে দিতে পারি, সিংহাসন
সাহেবকে ওসলী করে দিতে পারি, চিকিৎসককে
জিঞ্জিৎসু করতে পারি ।

[illegible]

গাফান কলিকাতা জামায়াত মিলে এসে, যেখানে জামায়াত
সেখিত এলিমিনিয়েট করে। জামি এখনি জামায়াত
সোসাইটি নামে কয়েক চত্বর, জিয়ারে শাহের চারপাশে
কোয়ার্টার নামে গুদামঘর বসে তৈরি করে। জামি
জামি এক চিঠিতে গুলনার মাকিউটে "হিজবুলী"র
নামে বসাতোটে গিরি কয়েক, চাকরু হাজি
কোয়ার্টার।

ନିଜର । ଆମେ ତି ହିଁ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ । କୁହ
 ନେମେ ନାମିକ କାର ଯକାର ବାପ ଅଛନ୍ତି । ନେମେ
 ବାପ, ଆମାମି ବେଶ କାନ୍ଦେ ଯକାର ଆମାମାତ କାହାଙ୍କେ
 ମହାତ୍ମା ସିନା । ସାବିତ୍ରୀ ସାନ ବୋଲେ ନା । ବାଂ ଛାଡ଼େ
 ଯକାର ବାପା ବାମେ । କହେ, କହାଣିକାରେ ବାପା ବାମେ
 ବାମେ ବାମେ ।

କିମ୍ବଦନ୍ତୀ । (ବିହାରୀର ଗୀତି) । ଦୁଇ ଠାଣି ପିନ୍ଧିବ
କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କି ଡୋର ବାନ୍ଧିବ କେବେ ମୋର ନାକ ? କେବେ
ହାତ ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ ଦେବିବ, ସୁଦ୍ଧା ବାନ୍ଧିବେ ନାହିଁ ।

ଯଦେନଃ । ଶାମ କରଦେନ ପାଞ୍ଚିତାମ୍ । ଆସି
 କେନ ଯଦାକାଶେ ଦାମିନି, ଆମନାତ କର୍ତ୍ତାପାତୀ । ତଦେ
 ଆସି ଆମନାତେ 'ଉତ୍ତରାଶ୍ୱିନସମେତେ' ଶାମିନା । ଯଦେ
 କାବେହିନୁତ, —ତେ ହୁତି ନା, ମତ ହାସିନେ ମତଃ ଶାମିନା
 ପାତ ।

বইসহ। বাক, বাক, বাবে কথা বাক, এমন
আপনার টাকার যোগ্য কতক হ'লো বদল
সিফতের মুখে পরিলিক খিঁচটার জগদ কলে
হবে। আপনি বেঁচে যেমন, একবার। আমি
হাটতে, আর য খাইট ইতিহার একটা সেনাপক
পড়ে থাকে। আপনি যেন কখন, দুই বৈ
কেনা কখন, সেনার কব দেই। ইত্যাদি

বীজিকা। আর আমি এক একটা আঁটি
কনের চোটে প্রত্যেক পারকরসেপক বাবিত্তে কী
দলী। বীজার পেইনেসে বাসিরে দেখ।

অন্য। আর হোক আমি আনন্দিত-বর কল্যাণ
কর এই বেল। হোক ক'বান। কেবল জ্ঞান দাকী
এনগেত ক'রে দেখে দিই।

বীট। জা ও সব কার কোকে সেমে বাবল-
গোকবদা আছেই ত, তার আর হয়েছে কি।
জাউকোঁর জল বদ, জোট আনন্দেজর লল বদ,
সকলই আদার মুক্তির জেতর। সেল সাইবকত
কপটিই জল এ'রে লিখতিসু—অন্যর লাহেবক-
কপটি জোট আনন্দেজর জিত মল ক'রে দিই।
হোকবদা জাউকোঁর হোক, জাউ জোট আন-
দেজই হোক, জিত দাউ।

অন্য। আর এক হাজার মনোই টাকটি
হোপকি হলে বাবে। ওপেন কা কা আর বনৌর বাজী
মিরে ফাইনেস ক'রে আসবেন। টাকটি হোক এসে
পাবলিক থিয়েটারের লাল হুক করা বাক। বত
জাল এটার একটোন যে বেখানে আছে, আপনি
এনগেত ক'রে কেনুন,—যে যা হ্যাডক্যাচ চার,
হিন, যে কটা পাবলিক থিয়েটার আছে, তাদের
"থিয়েটার" কটাক হ্যাচ ক'রে মিন, মন বেটা
হ্যান্ডেজর লগান-বীন মিলন হয়ে থাকবে। আই
উন বি মিন টাইম, আমায়ের বাজীতে প্রাকটিক টেক
জাউর আপনা আপনির জেতর "বেখনার-বাহর"
পার্ট সিলেক্ট করা বাক। আপনাকেই "বেখনার"
পার্ট নিতে হবে।

বীট। তার আর কথা আছে, বীরের বতন
ডোরা। বেন "বীর জেনারেল জৌজি" বেক্ট হোপেন
বেকে পাশিরে এসে হেবার হুদবনে বিরাল
অন্যেদন।

অন্য। জা হবে না, জা হবে না—আমি
বেখনার পাশবে।

অন্য। হুপ কর, হুপ কর—হ্যান্ডেজর বাস
জাক বা পার্ট সেবেন, জাউ ক'রে হবে। আনন্দ
নটর দাউ। হোকবদার বদল পার্ট সিলেক্ট করা
দাউ বে।

বীট। কনুন (পেইন) জাউর পিপি বাবির
কপটি কিছু কমে আসবে না—আমি একটা
কিছুকালে আসে। (সকলের)

অন্য। (সকল) করে দাকি, জোয়ার খ
কোলা কডাবি। (অন্যের) কিছু কমে কমে
জা বাবিত্তি বাস, আনন্দেজর একটা উইকলস্ বা
(হাফা হুট দাকি) লাল

বীট। জা—আনন্দেজর—উইকলস্ জা
বত-বনি আমায়ের বেনে জাউ,—ও হে'জিউকি
আমার ক'রে বীর এ'রে মিন, আমি হোপেন
ক'রে জাবে জাউর।

বীট। জৌজি দাউরইস জো।
অন্য। জাউর। জাউর। জাউর। জাউর।
হোকবদার নিজে আসে।

[সকলের

চতুর্থ দৃশ্য।

—১০১—

জাউ।

(বীট ও বীটী)

উত্তরের বীর।

জাউ জাউ—জা, বেশ দাউ,
পাউরো জাউ জাউ।
"জিউরাল" বুরুজ পিপি,
আমাদের আর পিপি দাউ।
ক'রে এসে বাকি জাউ,
বর জেবে দাউ ক'রে দাউ,
হুপি দাউ—হে'জিউকি ক'রে—
জাউরাল জাউ ক'রে।
বীট জাউ—জাউ জাউ,
বাপ-দা একে বাকি জাউরাল,
বলাবে কি হুপি জাউ জাউ দাউ,
(অন্য) জাউরাল জাউরাল জাউ।

[সকলের

- 101 -

बुद्धिमान् बुद्धिमान्

附註 1

[illegible]

८५५५ ३५५५ ३५५५

[illegible]

(साह) काफिर बादि का, हुलाक बादि का,

महामन्त्र साधारण—राज्य राजा राजा—निजि केन राजा,

কলকাতা, ১৯৪৬ খ্রিঃ

पठानि दान्तः ॥

सुभाष चन्द्र बोस की स्मृति में

... ..

হাইটেল পার ফিউ এন্ড, গার্ল সোসাইটি

५३। ७। ८।

सिद्धार्थः कथम् ।

महाराष्ट्र राज्य

—

गठितपुष्पदोष इति ।

(मङ्गलम् ३ भागम्)

নটবর। পিতৃ। আর কাঠিরটা পরমা পদম
কর, আর এক কোমটার আসাও, এই তলানীই-
কুটে আর কি হবে বল।

কাত : শিল্পের এমন দূর্য্য সেই যে, অতিবৃষ্টি।
 পথের ধারে : বীজের দ্বারা আগুন, বি অদ্যত
 যে দুঃখাশী : আমি চিরকালই তোমার কাছে
 আমি আগুন নাই :

[illegible]

ମନେ ପଡ଼ି ଶାମଳୀ ଶାମଳୀ ମିଳି ଉଠିଲା । ସାଥୀ ସାଥୀ
 ଗାଁରେ ଗାଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲା । ସାଥୀ ସାଥୀ ଗାଁରେ
 ଗାଁରେ ଗାଁରେ, ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଗାଁରେ, ଗାଁରେ
 ଦେଖିବାକୁ ଗଲା । ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଗାଁରେ
 ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଗାଁରେ
 ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଗାଁରେ
 ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଗାଁରେ

কিন্তু, অতঃপাশ এই বাবরের কাছাকাছি
এই পাত সর্বস্বের ভিতর যেদিন যথেষ্ট
হটলতার ফোঁস থেকে পাঠ টান। আদ্যে
অন্য কবির নাম তেন মেয়ে ?

[illegible]

কাজে। এ প্রে ছিলো, যা:—যা:—কো
কিন্তু বেই, উনি কুইকোয় নবীর হবেন।

ମଧ୍ୟକାଳ । ମୁହାଁର ଶାନ୍ତାଃ କୁ । ମିଳି । ମୁହାଁର
 ବାଜା । ଶାନ୍ତକାଳିନି କେତେ । ବାଜା ବାଜି ବାଜି ଶାନ୍ତାଃ କୁ
 ଶାନ୍ତ ବାଜା । ଶାନ୍ତକାଳିନି ବାଜି ।

काव्य । अन्तिकी नद, भाग्यन नाथ कथा ।
किन्नर हास्य रस सार, मृगतुल्य सुधा विभक्त
ना । इति एव कोटि कलायः शान्ति । भाग्यन नाथ
राज मुनिवर कवि ज्ञान-सागर—कोटि कलायः

[illegible]

[illegible]

১. অসমীয়া ভাষা : অসমীয়া ভাষা
 ২. অসমীয়া ভাষা : অসমীয়া ভাষা
 ৩. অসমীয়া ভাষা : অসমীয়া ভাষা
 ৪. অসমীয়া ভাষা : অসমীয়া ভাষা
 ৫. অসমীয়া ভাষা : অসমীয়া ভাষা
 ৬. অসমীয়া ভাষা : অসমীয়া ভাষা
 ৭. অসমীয়া ভাষা : অসমীয়া ভাষা
 ৮. অসমীয়া ভাষা : অসমীয়া ভাষা
 ৯. অসমীয়া ভাষা : অসমীয়া ভাষা
 ১০. অসমীয়া ভাষা : অসমীয়া ভাষা

১) জাতি। কোন জাতিই কোন এক মূল্যবান ? কে
 কোন বাকী কোন ডাক্তার নিষেধিত ? বেহা, অসাম
 বেহা, অসাম বাকী বেহা মূল্যবান বা ?

নটবর। এমন মদ্য পান্যের কারণে
 কৃষাধোগে ব্যক্তিগে প্রত্যাগা না করি
 পশ্চিম চক্রে যে পত্র লিখেছি। (১)। (২)।
 লিখিত। কাকে ১। (৩)। (৪)। (৫)। (৬)। (৭)। (৮)। (৯)। (১০)।

কম। এ কোমলার গড়-চাপও বেড়ে
 গিয়েছে। লক্ষ্য রাখতে হবে।

অতঃপর এই দুটি আদর্শ শিল্পের মধ্য
সম্পর্ক, কথিত, আর সৌন্দর্য্যই শব্দিক সৌন্দর্য্য
রূপে তবে তোমাদের বাকীতে বুঝে। আর
বাগ্মাণিকতা কখন নেই, এই তথ্যটিই
কাজে বাই এস।

কবি : জাতি দ্বন্দ্বের ছোঁই না, সোনার
কয়েদ ।

ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

সাক্ষী : জোহান্নান ১৮২৩ ক নামক। ৫৫ দিন
 জীবন বিবর্তি : সোমবার কয়েকটি—১৮২৩ দিন।

[illegible]

●

... ..

জাফর হোসেন হারুন রশিদ, জায়েদ হোসেন



1950年1月1日

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ୧. ଏହି କ୍ରମରେ କେବଳ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ
 କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ କେବଳ କେବଳ କେବଳ କେବଳ କେବଳ
 କେବଳ କେବଳ କେବଳ କେବଳ କେବଳ କେବଳ

১০০। যথেষ্ট জ্ঞান-বুদ্ধি-বলে মাঝি বাঁচবে,
 কখনো ভীরু ভেদ না :

(সেশ্যন) - (১)। (২)। (৩)। (৪)। (৫)। (৬)। (৭)। (৮)। (৯)। (১০)। (১১)। (১২)। (১৩)। (১৪)। (১৫)। (১৬)। (১৭)। (১৮)। (১৯)। (২০)। (২১)। (২২)। (২৩)। (২৪)। (২৫)। (২৬)। (২৭)। (২৮)। (২৯)। (৩০)। (৩১)। (৩২)। (৩৩)। (৩৪)। (৩৫)। (৩৬)। (৩৭)। (৩৮)। (৩৯)। (৪০)। (৪১)। (৪২)। (৪৩)। (৪৪)। (৪৫)। (৪৬)। (৪৭)। (৪৮)। (৪৯)। (৫০)। (৫১)। (৫২)। (৫৩)। (৫৪)। (৫৫)। (৫৬)। (৫৭)। (৫৮)। (৫৯)। (৬০)। (৬১)। (৬২)। (৬৩)। (৬৪)। (৬৫)। (৬৬)। (৬৭)। (৬৮)। (৬৯)। (৭০)। (৭১)। (৭২)। (৭৩)। (৭৪)। (৭৫)। (৭৬)। (৭৭)। (৭৮)। (৭৯)। (৮০)। (৮১)। (৮২)। (৮৩)। (৮৪)। (৮৫)। (৮৬)। (৮৭)। (৮৮)। (৮৯)। (৯০)। (৯১)। (৯২)। (৯৩)। (৯৪)। (৯৫)। (৯৬)। (৯৭)। (৯৮)। (৯৯)। (১০০)।

স্বদেশীয় আর্থিক প্রয়োজনের দৃষ্টে বড়ই গুরুত্বপূর্ণ
 যেমনকি দেশোদ্ধার, তা উৎসাহিত; তবে যখন কোনও

(PAGES 2-4)

ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଗୁଣ୍ଡା ଯାହା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ
 ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ
 ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ
 ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

बोधि, ज्ञान (Hereditary) उद्दिष्टः
निर्वाण, अन्तःकरण-विकासः ।

[illegible]

১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরেই তিনি দেশে ফিরে আসেন। তিনি দেশে ফিরে আসার পরেই তিনি দেশের স্বাধীনতা লাভের পরেই তিনি দেশে ফিরে আসেন।

মইৰে। মোৰ অভিভাৱক নিকৃষ্টি কৰোঁ
পাৰোঁ কৰোঁ নালা, তোক পীত যন্ত্ৰণাৰ শাস কৰি
বিলে বাই, তাপ্তাজৰ লবলুইদাৰ হুটীৰে মি
আৰ এই প্ৰেক্ষিতিতৈ শালা। এই মোক্ষণ তো
মাথোঁ কৰিহে।

আত। কি করিম—কি করিম। হোঁচ
 ধরবে নাপ আমি যে, পরজন্মের কৃপা পেয়েবা না।
 কেনী হাফাযাত করিম। ত শাঁক-কোলা করে
 হাফায কেনে হবে। হাফাযের কৃপা হয়ে রাখে।

कविता। इन कविता, इन कविता—
कविता कि कविता।

SECRET

१. मन्त्रालय, मुम्बई, भारत गणराज्य
मुम्बई, भारत गणराज्य

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

(संस्कृत, मलयालम च भाषायां प्रकाशितं)

ধানে। যতকি ঐক্য রয়েছে, তেমন ব্যবসায়িক
 চাষের আদানোনেও ঐক্য রয়েছে বলে শোধ হয়।
 যে সন্তান বাবু গড়িয়াই বাবু উল্লিখিত হোয়াহি,
 আর কি, পাহর-বালায় আরও যৌন ।

স্বাভাবিক, শাসনব্যবস্থার আওতা বহির্ভূত।
 স.স.স.। স্বাধীনতা। এলেকজান্দার, অসি। জাহা।
 ক. স.স.স.। স.স. (স.স.স.।)। ক.স.স.। স.স.।
 (স.স.স.।)। স.স.স.। স.স.স.। (স.স.স.।)।

নতুন (১) পাইকারি পোষাভিটা একটু কটকটক
লা পাইকারি পোষাভিটা ১০০০ টাকার মধ্যে
১০০০ টাকার মধ্যে

১৭৬৬। আগুনি কি মনে কলেন, আগুনার
১৭৬৭। আগুনের ফেনা আগুনি হয়েছে ?

मोहिद. मा. मा. काहे नमहि ।

धर्म । आदि उ मन्त्र नान्तरा, आदि कि
 य देवताय प्रार्थना श्रेष्ठ ?

যেমন। আসলদার করে একটি ল্যান্ড গার্ড দিই-
। হেস ভৈরব কখনই করেছে। বহাণের
কিন্তু হেস কিনা।

৪৬৮১
 ১৯৪৬

ধরেন । অক্ষে না, আমি আপনায় বসবো
 আর ।

১৯৪৬। অক্টোবর বাণেশ্বরীতে, তার কবীর জাদ
 ১৯৪৬। চক্রে—১৫৫ কবীর দাঁক খে।

ସମସ୍ତେ । ସମସ୍ତେ ସାତ—ହାତସୋଲିକରେ ବୁଲି ଯେ ।
ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାଧିମୟ ନାମ । ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାଧି, ବ୍ୟାଧି

কিন্তু তুমি যেমন চাও তেমন করো।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

REF ID: A61124

(८३७-८३८)

पृष्ठ-११ (द्वितीयः)

(कानकाई) ॥ १॥ — दुर्गाजीक उक्ति ।

पृष्ठ—वेदनापेक्ष विज्ञान ।)

(नवी-प्रकाश)

"এক ফের পয়সা কো চোর,

ট'লে কুল বাড়িয়ে গেলি ।

এম. বি. — প্রাণের বধ, হালিঘাটে সূত্রের চিহ্ন।

राष्ट्रियता विनिर्देश निम्न,

श्रीकवि गुरुदेव गणेश निवेद,

যেসে শুনে কোন প্রাণে মো—কুসে মো

पु. क. नि. नि. ६

ହୁମି ହୁମି ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ

সে বড় চক্কর জমি,

आमारे कि 'आर', आरनि लो हई—सुटे गेनि
कनि हिनि ।

[अथवा]

তপে। দেবী হচ্ছে কেন? যেমনই হু প্রাণীনা
 থেকে যে। (টোলের উপাধি ইতিহাস) হয়ে নগেন, কি
 হচ্ছে কি। ঐক তানু হচ্ছে যে, চমৎকার। চমৎ-
 কার। তেমন। পারলিক নিয়মটার করবে না।
 আইডেন্ট হৈছে ম্যানেক করে পাচ না।

(156) अथिह अथिह अथिह, अथिह अथिह अथिह

শ্রীচিহ্নাঙ্কিত প্রবেশ

নামের। আশ্রয় কি কণাবেলা বাঁধা দাঁ হতে
হতে গুণ তুলে দিলে। জোয়ার বেলা দুটি। আশ্রয়
আনন্দজনক কনসার্ট শ্রদ্ধাভাষে হয়।

১৮৮৩। আমি এত বড় মাস্টার, আমিই শুধু
 একজনকে কল্যাণে, জোয়াড়ের সঙ্গে কোন পক্ষ
 আমি কখন সাধারণ।

कर्म । यानि कर्म यानि किं कर्मणि यानि
कर्मणि किं कर्मणि

... ..

[illegible][illegible][illegible]

[সম্মেলনকে লাইখা] স্বশ্রম ও বৈলম্বের আহ্বান !

১৫। দুই চক্ষিৎ বিবেচনা করা গেছে বাবা।

महाराष्ट्र सरकार, मुंबई

মউষসী আনেকাধীত খুব চুটিয়ে কহেঃ
 যেহু' কহে সেহ বাবা । কহেহু, আমি তোমার
 জেহু'মি, কহাহি মতল আনেকাধীর নামে কলহ

[illegible]

भाति : उदरे चरु, मधुरादः मधुमधुरा, उदरे
उदरे चरु ।

নতিবধ : বসন্তকাল : বাতানের খিঁচটান : কান
 কত ভাল হবে বলুন : কী বোধগম্য—ভাঙেই গেল
 হবে বাতী যান। তবে আমি কলকাতার ম্যানেজার,
 আপনাদের লাভ-পাল না দেখেই হাউচিনি।

(इति निबन्धः समाप्तः)

शुद्ध !

ନୂତନ ବା.ଃ, ନୂତନ ଚଳେ ଯାଏ। ବିଦେଶୀ
 ସମ୍ପତ୍ତି। ମହାବଳ ସମ୍ପାଦ, ମିତ୍ରବିକାର ବାସ୍ତବି

अ.प्र.

निष्ठिभूय विद्वान् विद्वे.

श्रीगणेशाय नमः

ডাক্তারো রোমার পেট্রন ব'লে থাকিলা কেন

কর এলাকা

চম্ভটা চম্ভটা চম্ভটা চম্ভ

सुख सुख दुःख—सुख सुख सुख,

आज का है कल का है पल का है, बिना प्रसन्न
नारायण

सामानिक - नष्टम् ।

কাঙ্ক্ষের স্বতন্ত্র ।

(বক্তাবিবের পক্ষ)

রসোক্ত পাণ্ডিপাত্রীগণ ।

পুরুষগণ :

চরিত্রাঙ্কিত গোঁড়া হিন্দু ।
 যিহা ভোঁদস ই পুত্র (কৌতুহল) ।
 কলচর ই ভ্রাতৃ (অভিভাষ) ।
 গণেশগোবিন্দ বিদ্যাক্ষ-ফেরত ভক্তার ।
 মতিমান বিদ্যোৎসাহের অভিনেতা ।
 সচিব গণেশগোবিন্দের বক্তার
 প্রেমের সূতা ।
 শিল্পশাস্ত্রী যিহা কোলের পুত্র ।
 অভিনেতা, স্ত্রীকথা, চুপটওয়াল, আরবানী,
 বাবুসাহা, বাবুসাহা ইত্যাদি ।

স্ত্রীগণ ।

সুন্দরী রসোক্তের বিদ্যার পক্ষের স্ত্রী ।
 মতিমান যিহা ভোঁদসের স্ত্রী ।
 মতিমান গণেশগোবিন্দের স্ত্রী ।
 স্ত্রীকথা, চুপটওয়াল, মতিমান ইত্যাদি ।
 স্ত্রীকথা, চুপটওয়াল, মতিমান ইত্যাদি ।
 স্ত্রীকথা, চুপটওয়াল, মতিমান ইত্যাদি ।
 স্ত্রীকথা, চুপটওয়াল, মতিমান ইত্যাদি ।
 স্ত্রীকথা, চুপটওয়াল, মতিমান ইত্যাদি ।

প্রস্তাবনা ।

—১০—

কালের স্বাধীনগণ ।

স্বতন্ত্র ।

স্ত্রীকথা, চুপটওয়াল, মতিমান ইত্যাদি ।
 স্ত্রীকথা, চুপটওয়াল, মতিমান ইত্যাদি ।
 স্ত্রীকথা, চুপটওয়াল, মতিমান ইত্যাদি ।
 স্ত্রীকথা, চুপটওয়াল, মতিমান ইত্যাদি ।
 স্ত্রীকথা, চুপটওয়াল, মতিমান ইত্যাদি ।

স্ত্রীকথা, চুপটওয়াল, মতিমান ইত্যাদি ।
 স্ত্রীকথা, চুপটওয়াল, মতিমান ইত্যাদি ।
 স্ত্রীকথা, চুপটওয়াল, মতিমান ইত্যাদি ।
 স্ত্রীকথা, চুপটওয়াল, মতিমান ইত্যাদি ।
 স্ত্রীকথা, চুপটওয়াল, মতিমান ইত্যাদি ।

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

ਦੇਵਰਾ ਮੰਦਰ ।

কল্যাণ, শ্রীমৎ শ্রীমৎ, কল্যাণ

अनुच्छेद ३४ (१)।

কখন যৌকি কিছু হতে, সমাধের লেখা হতে,
মলেক বিবেক পোষণের কোলছি, ধরার ভাঙে,
তা'র এক চুস্তিপুর কাজ হহেছে, তা আমি কিছু-
ই বলতে পারিব না। মাগবারা যেমন পল
পায়ে, লীলকমেত সেই পল অলুসরণ করবে।
কে আপন হতে, কায়েই আপনার কায়ের পতি-
ল কেউ ঠিকতে পারে না। আর সমাধের
বন্ধুর দিন দিন রত্নপ অরমতি হতে, তাতে স্মৃতিই
করা যায়, চিত্তসঙ্গ আর বহু লেখা কিছু টেকে না।

[illegible]

কিউ। তা কি এমন অসুখ কাল করেছেন?
 তবু বাইরে প্রাণশক্তি করে নিকোই হয়, আশা
 মিলে বেড়ে কতকণ।—বিশ্বনাথ আত্মকথা
 কাল মিলিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাট টুকর
 কাল কালকি একটা আটকান বেয়েছিলেন
 কালকাল কাল কালকালকে আশ্রিত করে

সেচিনীং, ডাক কোম হিন্দু জাতি হিন্দু জাতি
আদা জাতি উচ্চ জাতি

মোহন। আবার সবুট। ভেবেছিলুম, বিশেষ
থেকে কিরে এলে সুখিত হইবে প্রাকৃতিক কলির
জোম হইবে যেমন ছিল, সেই প্রথম করিতে মোহা।
ও বাবা। এ প্রকারের বিষয়ে দেখে, মুক্তি, তাঁর
পক্ষে অনুভব করিয়াছিলুম—আমার আশা মাসিক
বাণী দেখেছিল। তাঁর মনের আবার কখনো
সৌম্যভিহিত হইলি হই উঠেছে। ২৪ ঘণ্টা।
পরে, যদিও টি, হুক ৩০, বিয়ে, কুলের কলম
হইতে পাড়িয়েছেন। আবার আমায় বিতীর্থ পদে
দী—

এডি। হাঁ, সেইটাই বিশেষ একটি ডিক্ৰিকান্টা
 রয়েছে বটে। আবার শিল্পের একে টেক্সটাইল,
 তাতে টেক্সটাইল মাইন্ড আর বোথাক্করণ আছে
 যাতে সেগেয়ে, শিল্পবৃত্তিক বিকাশ করবার জন্য
 কবে বাড়ী ছেড়ে, গার্ডিন পড়ে, ফুটে। পাবে কিং
 বলেন দেখ।

কাজ। সংসারে সদস্যকাৰ্য্যই মূল। তাইই বিদ্যা
দয়, পুণ্যবীৰ্য্যত পথকাৰ্য্য কেবল চাৰিটি, আৰু তদ
মুখ্য।

असह्य धनं नानादेव साहस्यसहस्रं कुरुते ।

सालः रायः गङ्गा मञ्जरी नन्दा-पुष्पा-प्रकनयः

হনা। আত্ম ভাঙার ব্যর্থ। আপনি ও বিশেষত
ভাঙারি মূল বিবেচনেনে, বিশেষত সব পবনই
হাথেন, ওমিহি নাকি বিশেষত পেলেন, আর
বিশেষত ইচ্ছা করে না। আরি নেহাৎ বায়ে-
বিকে কিম্বতে হনেন। কলকাতার চাপ আর প্রাণে
হনেন না।

কবেশ। ও ছাট হন এ ক্ষেত্রে অসম দেশে
একাকাল—সে দুই মেসে, স্মি কখন কখন
বাহন। সেখানেই ইংরেজের বাস্তব মোট
সামান্য, আশান। বিশেষ, নিজে কখন
ইংরেজ একেই কখনও কখনও, বাস্তব
সামান্য এটা বৃহৎ আশা। এটা বৃহৎ, কিন্তু
কখনও কখনও, কখনও হলে দুই
সামান্য, আশা, আশা আশা। সেটা
কখনও, কখনও, কখনও, কখনও, কখনও

স্বদেশীয় কবিতার একমাত্র দিকে খিট-
খিটিলেন। বাবা, যেটাটা পাকা হ'ল সেই,
সে কোরই খুব ভাল লাগবে বেশ বাবা। ছবি-
পোস্তাতি ভজত হ'ল। তাই বলাই বাবাহি যে
ছবিই কবিতার ব্যতিক্রম উপর আরো ছুটি ব্যক্তে
সুখরায় খিটিলির বসি হারী করতে হয়, তবে
কবিতার মন জীবন নরকার। তবে একটা
টিভিও বেটা।—উপায় কি বাবা। আমবা বুঝে
হয়। তোমরাও আর বার মাস বেশ করে দেখ
আর আমার নেই, আমি যেই না। মেসের
দুই খেমন ভজতা উন্নত হয় নাই। আর আমার
হা বাবা ভজলোকের সঙ্গে বেরক'তে হ'লমকে দাঁড়
কিন্তু তেবে বেজার মল খুব ভাল। বাসালীও খুল-
ল। অংশুপা, একেবারে মধ্যমার মোকের
মুনে বেশ করে বেবে, সে কি ঠিক করে? সইবে
সে বাবা। আর ইংরেজদের কি জানি? ওদের
মহান আঙ্গুরা বকান পড়ছে। বেধ না বাবা।
কত ক্রিয়াকর্ম দেখতেও অল্পের মতন ইংরেজ-
মোকে কেমন চিঠি রাখে? আর এটা মনে কর না
আমি, ইংরেজি খিটোরে দাঁড়া আছেন, তাঁরা সক-
লই মতী-লক্ষী, তবে তারা ইচ্ছত রাখতে মানে,
মিষ্টের এটা মন উচিত মন দেখলে অধির হয়ে
ভেস।

গণেশ। অত উত্তীর্ণকির বরকার কি? খিয়ে-
খিটিলিসটাও ভাল নয়।

মতি। কেন বাবা ডাকার সাহেব, ভাল নয়?
হা হা হা বাবা, যুক্তির দিকে হবে।

গণেশ। দেখানে গেলে মোকের চরিত্র খারাপ
হয়।

মতি। তোমরা যদি খারাপ কর বাবা, সে কি
খিটোরাওয়ালাদের দোষ? বাগি মলটুকু নিতে
হামি লাগা, ভালটুকু নিতে জান না। এমন লোক ত
খিটোরে আসে বাবা, দাঁড়া বংশুজুকের অভির
কি করে? তোমাদের মতন মোকে নিয়ে আর
কি করা যায়, আর কাটন খাই, আর মোকী
কি খাও তেই ত না। খিটোরা মল
কি করে? এই খীকার করতে হবে যে, এল
কি করে? মলই কবে কলম খাটর ক'বে পাড়
কি করে? না, গেরাই হ'তে পারে না।

কর চাই। বেশ বাবা ডাকার সাহেব
করা ব্যতিক্রম হ'ল কবিতা, এইবার বাবা মোকোর
চুপা কবিতা। মোকোর চেয়ে ছুটি, সেই ভাল
মায়া মেল, ভজামনটুকু বেচে বিলেত পাড়ি দিলে
মনে করেছিলে, কলকারিক কিংবে এসে একটা
হাওজর করে বসবে। মোকোরই চটক বাবা
বতে ছিটি চন-চন; বেধন ছুটি, মোকোর লক্ষ্যকি
ভজপুজ, মাউনের মতে, কাউলের মতে বাপরি না
করছে, এমন দিনই নাই। রমাক্ত বাবুর ভাঙ্গিল
ক্যানিলি ডাকার হতে পেরেছিলে। তাই বা হোক
ক'রে চেয়ারের মদনে চেয়ারসিনের ব্যাকের মন আর
টেরিলের মদনে কলমিতে বাজ আর হু একটা মতী
মান বুজা মদনে দিতে পাক।

মতি। খিটোরা ত আমাদের জিনিস, দাঁড়াও,
আরে মেসের চুপে দুই হোক, চরিত্রতা নিখার
হোক, তার পর আমাদের গিরে মনোযোগ
করা বাগে।

মতি। দেশের চুপে দুই কলবে কে বাবা?
মোকার মতন এডিটার কাগজে আটিকেল লিখে
কি বসবে বাবা। কোম্পানীর কোন আইন নাই,
এডিটার কলোই হ'ল; তা না হ'লে মোকার মতন
এডিটারকে আমি নাচকর মলে চোখের মলে কর-
জুম। মরিলতা নিখার হ'ল কোথেকে বাবা।
ফাতেত বাগুমে আর কি পরমা থাকবার যো আছে
আজকাল ছোটলোকদের মরে গরমা। কাদের বাবু
মেই মধ্যে যদি একটি মকতিগর হলেম আমি কইম,
ভজকটুম এসে জুটলেন। কাজেই বাবা, দিনে হুশে-
খানা পাটা পড়তে মুক হ'ল বাবা, পরমা কত দিন
থাক বাবা। এই খের না বাবা, তুমি খিটোরপকে
রমাক্ত বাবুকে বোঝ দিয়েছ, নিজেও এসে গুনি-
পুজুর হয়ে বসেছ। তবে পকেট-খরচার কিছু চাই,
এ এক কাগজের দুয়ো বার ক'রে এডিটার হয়ে
বসেছ।

মতি। পোন পোন যদি কাজ করার মে
কোমরো বসবার আছে, কেবলো যদি।

মতি। এক বাবু, খির মোকো ভাল কি?
"হুশা বোমবিজি কপনবিজি মরবে।"

মতি। গণ এক বাবা বাচপতি, মোকোর হুশা
কোন, খিটোরে মলকে খাই, আমবা মোকোর

কর দরদী নিরে নিয়ে এস। সেখানকার কান,
 বাঁধে দেবে। সেবে সকলই যৌব বেলায় বাঁধ।
 (কীওলো আশ একদিন ভদ্রিবে যাব।) যৌব বেলা-
 কল, কাশনার যৌবওলো আশে কৌবরাম দেখি,
 হুতুহুতুই নেতা হলে পবিত্র যেন। এ দিকে চুপ-
 তে কলপ দিবে দেয়া। সিঁড়িটুই কেহান আঁচে,
 গালাগাড়ে হুতুবাঁনি পরা আছে, তার উপর গোশ-
 ক। কামিদের উপর হরিমাবের নাকা কুসিরে
 শুনি তাহির ক'রুহ, লোককে সচকিত হুতু
 দল হাও, কিক তোমার চরিত্র কি খুব মাফিক
 বা। প্রথম বাণী জাতি খেল খেলই, ফের আবার
 বকবুবে কেন বাণী? তোমার হিন্দুশাস্ত্র কি
 তা মাঝরা আছে? বিচার পক্ষে যে করা আর
 হুতুহুতুই বেলা হাও, এ হুই-ই সধান। যাক
 বা, আর কথা বাড়িয়ে কাজ নাই। আশা গিয়ে-
 তি না দাও, নাই দাও, আশাও এই অহুতুহুতুই হাও।
 গানে মেয়েমাছুস নিয়ে যাও বাবা। একদিন
 নতুন কর, বিয়েটারে ক'রী আক'টমুকে নিয়ে
 গামি তোমাদের বাগানে মাছি, বিয়েটারে দেখন
 কে ওকে তারা মাচে গামি তোমাদের বাগানে সেই
 কয় নাজিয়ে গাইবে। সেবি বাবা, তার পর
 তোমরা বিয়েটারে আনতে রাজি হও কি না?

হমা। আচ্ছা, এতে আমি রাজি আছি।
 গল। ও হুইয়ে! লিস্ হুও, এ ডেরি কোয়ার
 প্রাপ্যজায়াস।

এডি। ডিটো ডিটো।
 হমা। কিন্তু একটা কথা, বউ-ও তোমার বহু,
 একে একবার বল।

বতি। আচ্ছা বাবা, সে তার আশার হইল।
 হুতুহুতু লাহের খোক ভাল। কাহুতি-মিনতি ক'রে
 ললে কথা এভাবে পায়বে না। কবে বাবা, আমি
 খন উঠি, কোন-কাল লাহের উদেখে চলে।
 হমা। হী, আমিরা ও তরে উঠি, কোলা হয়েছে।

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক।

হাওয়া—হাওয়া ভিলীপ।

নীতা।

ডেকে কলকতা বেল। কয় গরার শাব।
 হুতুগাটি চুলায় গেল, পেট চাপান হ'ল জার।
 হুটা নিরে বাই বাচী বাচী,
 হুতু বাচী হেরিয়ে বলে এই বাচী বাচি,
 গিরীয়া সব গাউন পরে ছেড়েছে লাকী,
 দেখ বুটের বহর, বেলাই কবর,
 এগোবে লাকী কার?
 (ওখন) গিরীয়া সব বেতেন খিঁচুটুও,
 দেখে দেখে নাপুতিনীদের সব পেত নাক বাই।
 হাতে পায়ে আনিতা দিবে ত'ত কি বাটার।
 (এখন) কলেশ দিবে নাক ক'ল দিবেটুই,
 এ কি বাতিজার।

তৃতীয় গর্তাঙ্ক।

হুতুহুতু।

(বলিকলা ও হুতুগা।)

হনি। এই দেখ বেবি, আশ বা হুতু তরু এত
 খানিয়েছে। মাথার কাপড় বা নিখে গি আর লাকী
 রদা কথা হয় না? গাউন, তোমাকে গাউনই হলে
 আদ না হয়, হ'লিম পরে তোমার গাউনই গাউন।
 হুনি লসন বর ফের। আশার আশে হুতুহুতু
 কেন? হুতুই বা হুতুগালায় বহুতুই হা। বিচার
 পক্ষে ত'ত হা। আর, কলক, আর এক, কোলা
 কুনি জিয়ার দাবার ইদন, বলে ডাকুতা।

হুতুগা। হা—হা—হা—হা, আশার কি
 আশ লাকীয়ার না হুতুগালায় লসন গাউন হুতু
 তরে হুতুগালা, তলে কি হুতু, কলকার বাবা, হুতু
 বিচার, আশে কলেশ হুতু, হুতু হুতু।

কতদিন এক ভবভারি,
 মাঝে মাঝে করে আর ।
 হাসি দিয়েছে সাতজন খাঁসে,
 টেলে পদ্মের ফুল পাশে,
 লাজ-লজ্জা শুধু খেয়ে,
 সেখা সেখা বেড়ান বেয়ে,
 এ সব কাজে লম্বাকো,
 লম্বাকো দুটি খুব বাজে ।
 বড় কোর খিচুটো,
 এই দুটি বিবেচনা করায় ।
 নিজে বুজির বাঘারি,
 দিগ্বিদ্য ব'রে বাই ।
 ওজি খেই মা কপাহ,
 কোর কপা পাক মাঝারি,
 সেজে থাক না বিবি ।
 এই ক'রেই তুলে কালি দিবি ।
 বাবুর জ্ঞানান হিছমানী,
 ও গোড়ানী আনি খুব জ্ঞানি,
 এমন দিন আসবে,
 হাতে হাতে সব ধরবে;
 এ যদি না হয়,
 তবে আমার নাম নর

গীত ।

কতদিনের ছুটি পায়ে গড় ক'রে মা বিহার হই,
 আর কি হেথা রই ?
 ছিছি, বিলি সেজে, আপনি ব'লে
 কুল মজাতে পারি কই ।
 বসলে দোতে বিয়েটার, মাঝা করে লো ভাতার,
 এ কি রে বিচার বুঝে ওঠা ভার,
 কুলনারী কুল খারগিল, আর ত আমি কোঁরের বই ।

[প্রস্থান ।

সুশীলা । হা বো, চল না কেন একদিন বিয়ে-
 টা । দিবে পাউনের খাতি, করে ব'লে পাকা হবে
 (স্বামী) বউ পায়ে দিবে খেঁচাব কোথায় ? হাতে ছোট
 খেঁচাব দে এক দর । একদিন বড়ীকে বল
 (স্বামী) চল না ।
 সুশীলা । কি বলবে বর ? তিনি বলেন, ইংরেজি

কি মাঝে পাঁচুখ ? বলেন, সেটুকু খিচুটো,
 ছি, ছি, বেশী কথা বলবে কি ? নেই সেখান থেকে,
 তেলেতে আছে কি বাবীর কথা, বাবার কাছাকাছি
 আছে, ভাড়া বাবের খাতি পাছে, বাব পড়ের পাতে
 হাওয়া খেতে, কুমিল আনবে মাঝে মাঝে ।

সুশীলা । তা বো, তা বো, গোরাব যদি ধরে
 ছাড়বে কেনন ক'রে ?

শশি । হাটের দেব বুটের কোরে । তবে বা কুমি
 এম, ভাঁর সময় হয়েছে আসবার ; কাল এমন সময়
 এসে আসবার ।

সুশীলা । তা বো, তা বো, বলতে হবে না আর ।

[সুশীলার প্রস্থান ।

শশি । Charity begins at home ! আগে
 নিজের ঘর ঠিক করি, মাঝে বিবি বানিয়ে ডাকি,
 পাউনের বাই একবার ধরলে আর রসে খেই ।

(মতিলাল ও মণীন এরক জে বোনের প্রবেশ)

শশি । My dear you are late today.

ভোস । Excuse me dear ! I had a
 very interesting case. In fact I was on
 legs hence the delay.

শশি । বানসাম, তা লে আছে । তা সে আসে

মতি । ও বাবা, ইংরেজী loveless মাপো
 কি ? বাস্তবিক বিবি বাগ না হ'লে শরী
 চল না ! তোরাই করতে জানে না । এই রকম
 দিন কতক চার বাটি, আর কতটোটা খেলে ছুট
 বাই বাবা ! তবে ওই ছোটকিশানা চেহারা
 ভতে তেমন ভোগ হয় না বাবা । কে জানে বাবা
 ইংরেজি পছন্দ কেনন ?

ভোস । I say Mutty Lall ! take
 your seat, take your seat.

মতি । হা বাবা কোনহলি বাবেব । একটু বাই
 এসেছো বাবা । তার বাটি আর টোটক বস
 না । এই ত বাবা, বুটোর সময় গোড়ানে
 সিলেট, এড়ি মধ্যে কর্তমাননা এমন সময়
 ছিলে, কিছু কখনে বিয়ে করে আসবার কথা
 আনবে ? তবু ওই বসন্ত বসন্ত সেখান । আর
 কথা কোনহলি বাবেব, একটু কথা বিজ্ঞান

কখন নয় কুনি বড়লোক করেই। কথটা একটু কড়া
কিন্তু নিমজ্ঞে কথাবোলা কণ্ঠে নিঃ। হাঁ মাঝি,
তোমরা না খুব এটিকেটো; আমার ক'রে কোরো
খান থেকে চুপ খসলে দুইহক টেটে লাল বস। এটি
চকম এটিকেটো বাবা। একটা ভুল লোক সঙ্গে সঙ্গে
হলে, ভেলেবেলায় বড়, দুবেলা স্বপ্ন সঙ্গে বিলেত
বাবার লম্বানর্থ আঁটতে, সে এনে পাড়িয়ে। ওইল,
তাকে বসতে বলা চুলায় বাহু, দিবা ক'রে বৈশা-
লীন ভোগ স্কক ক'রে ছিলে? তোমাদের শুভায়ে
সবলে আমার হাত বুক আশে যায়। আর ভালকার
এটিকেটো ডটল আমি বুকে নিয়েছি মাঝি। প্রথমেই
খবর নাও, ক'খানা গাড়ী আছে। এটি সস্তা হ
খানা বিতে পাড়বে কিনা, এর সকল খবর খব
হয়, তবে বাবা তোমাদের এটিকেটো ভুল বল,
বাগিচায় বস, সেই সকলের মাতাভয়ে। বেড়ে
টুটে, আমি কখনোবনে নিজের মাগকে নিয়ে
ইন্ট্রাডিউস্ ক'রে দাত। সেদান বাবা তোমাদের।

শনি। *Hallow dear; is he a friend
of yours?*

জোস। *Yes; in your prime days we
were great friends.*

হতি। *Now in the begining of our
older days we have become each other's
enemy because we do not approve each
others taste.*

জোস। *No! No! what do you say
now; will you have a cup of tea?*

হতি। না বাবা কোনুখনি সাহেব। আর
তোমার খাতিরে কাজ নাই। এখন আমি যে কাজে
এসিছি, একটা বিলি কর।

শনি। খান না, একটু জা খেতে বোস কি?

হতি। আপনি এতটা সৌজন্য করেন কেন?
আমার ডকুমেন্ট নাই, *Hamilton* এর গাড়ীর
Diamond Bracelet কিনে দেবার *Capacity*ও
কিনা আমি একটা কাড়ল বয়েই হয়। আমার
কাজে আপনাকে কল্য হুতা।

জোস। *Let it go! Let it go!* কি কাল
কি, পাবিত। আমার কল্য জোসল বাবা সেই, আমি
Native theatro কে চাটতি করি নাই।

হান কি? ইংলিশের মতন খালি নাক নিউক্লি
শিবেই বৈ ত মর। আচ্ছা শাবা, *native theatro*
পোর্টার কর না, কিন্তু নিজের আচারব্যবহারকাজ
কি ক'রে *prefer* করুন? কিন্তু ছেলে চিনি, খালি
মাক মূর্খ পুড়িয়ে, বংশের ইয়ান্না বুড়ে লাগত পায়
হলে; দুই-তিন হাতের কাটি কোটি খসলে। কিন্তু
বোম, হলে জোশ। কুলরা— দুই-তিন হাতের কুলরা
শেখায়ে, মতরখাচাচায়ে পাক করতে অত্যাচার
করবে, খাখীকে দেবতার মতন পূজা করতে বলবে,
তা নয়, গাউন পরিবে, বুট লাগে দিবে, হাত ধরে—
ইফেন খেতেনে ছাড়া গেতে নিচ বাত। কিন্তু
ছেলে চুনি, মাগকে *old too* বস। এ সবগুলো কি
পূর্ণ *preferable* বাবা, খেলেছলি সাহেব। আর
আলিচনা বাবা। অনেক কষ্টে কষ্টপাখের মত
করিবেছি। বাপানে হলফ একটা পর্দা খাটিয়ে
তোমাদের বিসেটোর দেখাব। একে আরে আপনি
ক'র না বাবা।

জোস। *আচ্ছা, দেখা হয় হলে। I have
just come back from court. I am not in
good humour, I shall think over this
matter seriously, and let you know to-
morrow, (বাঁশ কলার প্রতি) Now come
along my dear, let us retire. English
Etiquette.*

[বি: জোস ও শনিকলার প্রস্থান।]

হতি। খুব বিবেচনা বাবা। এরি নাম ইংলিশ এটি
কেট, থাক বাবা। আমিও চাকরিচিনি। বাবুলার
মিহেটোর নামে লোকালদানে তত্ত্বায়ে করেন
কিন্তু পেলে ছাড়েন না। বাবুলার চরিত্র খার
এইবার প্রমাণ করছি বাবা। আমনি মিহেটোর
অ্যাক্টর; হাজার হাজার লোক চরিত্র খার।

[প্রস্থান]

(শনি ও অজ্ঞাত বাগল বাসিকালনের প্রবেশ)

শনি। আমার মার কাছির।

পট্টম-মার বাবাখার।

কিন্তু সেকারি পুড়াগল।

খুঁজি চানও ছাড়িতে নাই।

আট কোটি পড়ির বুকি।

চুপি চুপি ভোজ করে।

বানো পাওয়াই পুত করে।

জালকরণ। আমরা সাহেব হয়েছি।

দেখ বাপের চোখে গনি দিগেছি।

টোকাতে থাকি বানো।

পাঁচিলী আর দুটোর চানা।

জালকরণ। আমরা দিবি পেয়েছি।

দেখ পাখী ছেলেছি।

দেখ পাখী কে না ভাই।

সিগরেটা ধরিয়ে খাই।

(সকলে সিগারেট টানিতে টানিতে)

স্বাক্ষর।

জা হা কেমন মজা, সাহেব সাহা, বিদিত হাত ধরে।

সেবে সব খাটে কোটে, বেড়াই গড়ের মাঠে।

ঠোকাতে বুটী হুটে, ক'রো এমনি করে।

সেট হয়েছ এডিকেট, দেখ টানছি সিগারেট,

হায়েছি পাখী মাথা পেট,

ইছরানী আর কি মানি, যুগের পুঁজা করে করে।

চতুর্থ পর্ভাঙ্ক :

স্বাক্ষর।

(সকলে ও সেক্ষরীর প্রবেশ)

স্বাক্ষর।

সেক্ষর। রমান কে দেখে সেক্ষরী।

গোড়খোনা জোর গোড়খোনা

কাটতে কেন পারবে ছেনী।

সেক্ষরী। (জোর) জোঁতা ছেনী একি ছে বালাই,

বক্সী ছেনী কাটে নাক ডাক,

সেক্ষরী। বাব গোড়া তার আপা-গোড়া

সেক্ষরী। (জোর) ক'র পাখির

সোনার বা কি রে করে,

খাটি কাঁকি চিন্থি কি করে।

উত্তরে। (জোর) দিই কলে হাফে মোনা,

টোকাতে মানি।

[উত্তরের প্রস্থান।]

(সিগার ও সিগারেটের প্রবেশ)

স্বাক্ষর।

এস না এস না এস, নতুন জেনে এই হাজার

সিগার।

টানে টানে থেদিক-আপে দেখবে কত ভালের

সিগার।

বড় মোশারেম গুস্ত, তাঁলে মাচে বেগার ছুৎ,

সোজ আনিগিড, পালনি কিউগিড, বাজে মদা

জার।

আমার এ মেকি কাটে, যুগের বোবন কোটে,

সেবে বীধু ক'রুটে চাইবে লো আবার।

[উত্তরের প্রস্থান।]

(জিটটার প্রবেশ)

জিটটার। বা—বা—বা—ভোকা সিগারেট-

জিটটার। বেধে হাতিসক প্রথম সফর আছে।

টিকানাটা নিই কি করে। তাই ত, এগিয়ে গেল

বে। দোড় জেনে পাখ।

(সকলের প্রবেশ)

স্বাক্ষর। কোকা হাও এজিটার বাবু। এমন পথের

বোনায়ের ষঠকখানা আবার ক'রে হাজার ঘরে

বেড়াইছে ছেনী। হত পথটা কি?

জিটটার। হত পথ আর কি? আবার জিটটার

এই। হাজার হাজার ঘরে বেড়িয়ে নিউজ কলেক্ট

করি। আমি সিগারেটের উপর নির্ভর করি না।

স্বাক্ষর, ওরা অনেক ভুল ববর দেখে, তাই ছাপিয়ে

পাবলিকের নিকট হস্তাক্ষর দিতে হয়।

স্বাক্ষর। বাবা! থিয়েটারের একটা কি কবি,

অভিনেতা বোকা ঠাওরায় কেন? নিউজ কলেক্ট

ক'রে বেরিয়েছে কার?—এ সেক্ষরীর দৃষ্টি

বাঁকা। থিয়েটারে যাও না,—কি না দেখিয়ে দব

সিঁদুরের দাগে কেবল না। আর আমার ঘরির ঘিরেটারে
কোরে গলেই। তরতে গুলি বাজিয়ে, তাহের টহ-
কাজের দায়িত্ব। কবে, কবে জোয়ারের আগে লগ্নে
হয়। অমন কল্‌কল্‌বেলম এটিই বসেএবং রাশি রাশি
জালিগলিগলির পাখিগলিগলম।

এটি। কাকি, কোমর একটা কথা জিজ্ঞাসা
করি, কুমি জবাব দিলে পড়িয়ে দাও। যেহেতু
সত্যি কি নাথিকী সেজে থেকলে আপটা কেহন হয়,
যদি দেখি।

কুমি। তা বটে বাবা। যেহেতু সত্যি নাথিকী
পুলকলে তোমার আগে লাগায় কথা বটে। কিন্তু
হাঙ্গিরের মতন, "খরি মাজ, না ছুট পানি" রকমের
ক্রমিক, —যারা দিনে বৈকুণ্ঠ, হাজিগত শাক মাফেল,
কীরা বদি তপ্তামির আবরণ প'রে দেখাইতলী বা
ইজমলখানী জাকেন, তা হ'লে যেহেতু ত কেঁদে
জানিয়ে দিতে পারে। আর ও কথা হোল কেন
বাবা। দেখ বাবা। যে একতাম-কাটা, সে
আমের ধার লিয়ে যাক, কিন্তু বেচকান কাটা, সে
মানখান দিয়ে চলে। হ'লেই বা বাবা যেহে।
কম্বাহিরে আগরজীবন হয়ে এক মুটো দেহাজের কল
জলস চাইলে, তাকে এক মুটো দিলে কি তোমার
সম্মানিতর মাথায় বজাবাত হয়? হাতার কুকুর
কিলকলগেতে ত খেতে দাও বাবা। দেখ বাবা।
সম্মানিতর বজাবাত পড়তে পড়তে যেন কোন দিন
আমাদের মাথায় না বজাবাত হয়। যেহে। আর
কুমি, যখন জীবনরখা নিয়ে কাজ, তখন জীবন হাটের
বিক্রম পদার্থ নয়। তা হাক বাবা। এডটার।
আর কাজ নাই; আমার যথাসাধ্য ওদের কিছু
কিনে। তোমাদের দেখাইতেহিয়ার মূল্য কুঁড়া-
কুঁড়া করুতে চাইনে; তবে বাবা। একটা কথা,
আমাকে এনাগলমবেটটা বেন মনে থাকে। আমা-
র হাঙ্গিরটারে আকট্রন কটিকে নিয়ে আমি কাজ
করব। সাবুর বাগানে বাজি। তাহের দায়িত্ব
কুমি। তোমাদের খিচোর খেখান। যেহে। বাবা।
আমাদের দিকে যেন।

কুমি। হাই। আমিই হক সম্মানিতর
কুমি। (কুমিগলের প্রতি) ওহো বাহায়া।
আমাদের আনন্দের ওদের দেখা হয়ে হ'লে

নি করবো বল। আমার দায়িত্ব আনন্দের তোমার
দেখ কিছু কিছু বিজি।

(সকলকে এক এক টাকার হাঙ্গি)
কি বাবা এডটার। হা ক'রে তেরে আছো দে?
নেতাই বাজে বাজে মনে কাজ? তোমার দিলে
উপকৃত বেক, কেনন—না? পকেট খরচার হাঙ্গি
হ'ত। নেহাৎ, বাজে দিলুম মনে ক'র না বাবা।
বিজ্ঞাপন মফাৎয়ের দীর্ঘনীতে, এই রকম অবহার
দানের চট্টা একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এখন এস
বাবা, হাঙ্গি হাক।

[হস্তিলাল ও এডিটারের প্রস্থান।]

দ্বিতীয়।

দেখাইতলী বাবুরা, সব মাথায় থাক।
তোমাদের দায়িত্ব নীতি চুলোয় বাব।
দখ জাহির ক'রে যেহান,
ততাসো খুব দেখাতে চান,
ঘোল কড়া কাপা শুধু মুখে বাজে জাঁক।
জুগী পরিব দেখে মনে,
জোক দিয়ে জল খালি করে;
এ কি জালা তারি বোলা বাবুরা নিকীক।

পঞ্চম পর্ভীক।

পদেপগোবিন্দের বাটা।
পদেপগোবিন্দ ও হাঙ্গি।

হাঙ্গি। তবে যে সুবপোকা দিনে। "কাত
বেবার কেউ নক, কিল মায়দার পোপাকি?"
কটী টোট হয় নি কেন? মল গরম করা হাঙ্গি কেন?
কামিজে সাবান দেওয়া হাঙ্গি কেন? ক—জাহির বুল
দেখ? অমন কোতো পাঠেবের কুপে দায়িত্ব
হাঙ্গি।

পদেপ। তা বাবুরে বই কি? এককেশন পোপাক
কি না? ওহাইবের কিল কিল বাকী দেখে।
হাঙ্গিরের কটী বুঝে।
হাঙ্গি। আর বাকি থাকিতে হবে না।

হাজার হুয়েন মেই, একটা কি লক্ষ্যের অধরতা নেই,
নি বিশেষকেন্দ্রক উদ্ভাসে ॥

গণেশ : তখন আশ চাকর হ'য়েছে, অধির
হুয়েন লক্ষ্যের কি ?

কবি : আতা হা ! তখন নিজে, দাক্ষিণ্য
চয়নি। তিনি ত চাকর হ'য়ে পের প্রেম ক'রেই
ছিল। কাজ করবে এখন হাইনে গিঠে হর না,
পতের যা হ'ক কিছু যায়, কাজেই চাকরই পূর
পরাইবে। আমি আর পাহারা না। বিশেষ কেন্দ্রকে
ব'লে কাজ দিবেছিলো, সপ্নে থাকবার ক্ষেত্রে,—

পাশ পাওয়া, ভাষা পূর্ণ চুলোয় দাক্ষ, এমিক্
চুটী একটা গাটিন মোকাম কমেছিলো,
গিঠ হাড়কাবোত যিনবে গিঠা ক'রে মোত গিঠে।

গণেশ : চূপ—চূপ—চূপ, বর কি ? বর কি ?
শাণার শুদে, পাহার একবার মারী হ'য়ে যাবে।

কবি : আ মরশ ! পাহার একবার ত মারী হ'য়ে
যেতা পহন ভিগিট বিগে তেই ভাষা ? মুখপাড়া,
গাটী মোত বিশেষ না গিঠে, মেট বাটা মোত
দাকা গুলো আমর মিলে আদি সে মোকাম হ'বে
হুয়েন হাঙে পাওকুয়। এক গাটিন হাঙার
মারকুয়, তুই মোকাম ক'রা নিবে ক'রাগি।
গাটিন মোকামো যোগান দিওন।

গণেশ : কি ক'রন ব'ল ? মোকাম ক'রা
গেয় পরামর্শ ক'রতে ক'লে গেতলুয়। তা মোকাম
যেহ রাখতে হ'বে না, কুতুরি মোকামে রাখতে
এমো হুয়েন ভাষা মোকাম ক'রা গাটী ক'রে
হুই একখানা নিদ হাঙেটোলায় বিগে হাঙে
আদি ও আর একখানা নিদ হাঙে টেপেলে হাঙে
পুটে এক হুয়েন পু'র হাঙে ॥ তা মোকাম
কাপাঙতা কিছু জেন দাক্ষ, গিঠের দাক্ষেত্রে শাক্ষ
হে।

কবি : কি আছে সে, জেনে দেব ? দাক্ষেত্রে
কটা আছে, একটু ক'রাগি মোকাম হে'রোনেই,
কোমার আসতে পেরি হে'র আদি গাটিন
ক'রে বাটা মোটু হে'র মোকাম জুগে হে'রোনেই,
কোমার ক'রন চাকরগাটী ক'রে হে'রোনেই।

গণেশ : দাক্ষেত্রে কি একটা পাহার হ'বে,
কি মোকাম ক'রা মোকাম হে'রোনেই হাঙে
ক'রে হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে

কবি : আ হা, কোমার ক'রন কি না—কোমার
কি নে মুখপাড়া, মোকাম ক'রা হাঙে হাঙে
মরশ পাও। বে ক'রা হাঙে কি মোকাম
আছে মোকামের মোকাম মোকাম প'রতে দিবি,
আর একটা চাকর ক'রে হাঙে হাঙে দিবি।
এই মোতে কাজ হুইনে হাঙে হাঙে। মোকাম
কি হে'রোনেই মুখপাড়া, মোকাম—মোকাম
হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে

শীত ।

কবি : ক'রা হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে

কবি : ক'রা হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে
ক'রা হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে

কবি : ক'রা হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে
ক'রা হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে

কবি : ক'রা হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে
ক'রা হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে

কবি : ক'রা হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে
ক'রা হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে

কবি : ক'রা হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে
ক'রা হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে

কবি : ক'রা হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে
ক'রা হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে

কবি : ক'রা হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে
ক'রা হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে

কবি : ক'রা হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে
ক'রা হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে

কবি : ক'রা হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে
ক'রা হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে

কবি : ক'রা হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে
ক'রা হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে

কবি : ক'রা হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে
ক'রা হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে

কবি : ক'রা হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে
ক'রা হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে

কবি : ক'রা হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে
ক'রা হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে

কবি : ক'রা হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে
ক'রা হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে

কবি : ক'রা হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে
ক'রা হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে হাঙে

করবে হৃদয়গত । তুমি করেছিলে, আমি
করেছি। তার মতই তুমি উপস্থিত যে
কোনো স্থানটি এটি জানা প্রসব করেছে ।
তুমি তার প্রেম-বিগ্ন তাকে কেঁদে উঠলে । মনিব
ঠাকুর, আমি প্রসব ঐ মনিব ।

পূর্ণেশ । পূর্ণেশ খারাপালা মনিব ঠাকুরকে
এক শিলা ছিল ? বেয়ো আবার বাড়ী থেকে ।

মনিব । ঠেক, বেয়ো আর বেঁকি ? মাথায় দুটো
বাঁকি । হাথতে দুই ওকে কাঁড়ারি কে রে ?

পূর্ণেশ । ও বাবা, দুই দির কালসাপ পুঁথি ।
কিভাবে ভিতরে এই ।

ফটিক । প্রেম—প্রেম—প্রেম ! আহা ! প্রেম
কি মিলে পূর্ণেশ—মনিব ঠাকুর । মনিব ঠাকুর ।
মনিব মনিবী হানা প্রসব করেছে ।

পূর্ণেশ । তা করেছে করেছে, তোর দাবার কি ?
মনিবী । পবনসার, তর বাহার, তোর দাবার
কি ?

ফটিক । মনিব ঠাকুর । প্রেম—প্রেম—
প্রেম ।

পূর্ণেশ । বেঁকি শালা । আল তোমার কে রক
করে ? ও বাবা । কতরে কতরে এত । তার ত
আমি কিছুই জানিমে । বেয়ো শালা আমার বাড়ী
থেকে—বেয়ো ॥ (তাড়ান)

মনিবী । বেয়ো শালা—তুই বাড়ী থেকে ॥
ঠাকুরাণ্ডাতে, পোড়ামুখো হতভাগে ।

ফটিক । আহা ! মনিব ঠাকুর । প্রেম—প্রেম
—প্রেম ।

(মহিলাদের পুনঃ প্রবেশ)

মতি । কি ডাকার সাহেব ? হাকবাণ্ড প্রাণীকে
কিভাবে তার লস্কে থাকি ? কি রকম বাবা
করে এক নটর ঘোড়ের চোবুকে বন্ধ
করে কুট ইনিই মাকি ? হাতে পারে বাবা
কি একত্রে পেলো মেঝাল বড়ী উপর
কি এক নটর না উঠক, নীচের বিকল চলে আসে

মতি । কে ক ? মহিলাল বাবা । মতি । বেয়ো
কি জানে । দাবীর পবন পারান কলে

—এই প্রাকর নেটাকে বাঁধে দাঁড় করলে, তার
আমারই মনোবশের চেয়ে ॥

মতি । কি ডাকার সাহেব ? আমার ঘোণ
হয়, কেমা কত হয়ে গেছে । এই একদিনের
মধ্যেই ডাইতোসের চিঠি পাবে ।

ফটিক । আহা ! প্রেম—প্রেম—প্রেম । মনিব
পরগে । প্রেমের চরম আদ বাবুজিহানার দেখছি !
একটি মনিব দুটি একটি জানা প্রসব করেছে ।
মনিব ঠাকুর । মনিব ঠাকুর । প্রেম—প্রেম—
প্রেম ।

মতি । বাবা ! ডাকার সাহেব, বাবা !
কালপক্ষে গোপাল মিলেছে বাবা ! হা বাবা, তুমি
তোমার বাপের কেন পকেট ? কলপকের, না কল-
পকের ?

ফটিক । আজ্ঞে, আর একটি মনিব মনিবী হানা
প্রসব করেছে ।

মতি । এ ত বাবা এক অদ্ভুত রকম জানে-
দার দেখছি । পূর্ণেশগোবিন্দ এককিউজ মী, একটি
কথা জিজ্ঞাসা করি, জাফা, এ রকমকে কি কুড়িয়ে
পেয়ে আনলি আঁটলে পের দিয়েছেন, না উনি এসে
উপর হয়েছেন ?

মনিবী । তুই কে বে বিন্দে ?

মতি । ও বাবা ! এ বে দেখছি হুপগা
মেলাজের মেলাজ । জানা কলে আর পূর্ণেশ-
গোবিন্দের মতন কলকলটিকে টিট নাথতে পেয়ে-
ছেন । আজ্ঞে, আমি একজন বিরেটারের অ্যাক্টর ।

মনিবী । আপনি বিরেটারের অ্যাক্টর ? বেশ
হ'বেছে মহাশয় । আমার অভ্যর্থন করে বিরেটারে
নেবেন ? দিনেরে আলি হোমটাই চোমরাই আছে ।

মতি । খেতে দিতে পান্ধবেন না, পূর্ণেশে দিতে পারবেন না
দালি ভবি ॥ বলব কি মহাশয় । কদিন ধরে বুধ
পোড়াকে ব'লছি, একদিন বিরেটারে দেখিবে আম ।
কলসন, "ছোটলোকে বিরেটারে যার" । হা রে হু-
কলতা, তোর চেয়ে ছোটলোক আর কি ? তুমি
কি পরমা খেঁচর না, বিরেটারে কেবাবি কি ক'রে ?

মতি । জাফা, আপনি যে দিন ইচ্ছা করেন
আমার পরমা মাথায় না । তা ডাকার সাহেব
কি জানিবে, আমার এই এলিটো

কিছু কিছুই হইবে, উনি ব'লে, কখনও
 কিছু হইবে।—আমি অজিনেরী কলিকৈ জিন
 হই এক এক ক'রে বাবুদের 'দেখাবেন' ক'রে
 মূর। তাই পূর বাগনাদের বহর পারিয়ে দিবে
 মূর। আবার একটা বলা হয়েচে কি কানেন
 কলেনই কর, কেউ না জানতে পারে, কানাক
 তুর কর, তাঁর ছেলে বগীন না জানতে পারে।
 জিনেবও কর, বাবা না জানতে পারে। আর
 রজার সাহেবও এডিটার বহাণ। হ'লেন এক
 রে পেল। লোক দেখান সব গাফী ক'রে বাগান
 খকে যেহিগে পেলেন, আমিও এক বটা। বাব সবর
 নজরন ক'রে দিলেম। টাইমক এক এক ক'রে
 হলে মর উপস্থিত হ'লেন। বখাখ বন্দোবস্ত ক'রে
 রে পূরে দিলেম। সবলেই মনে ক'রলেন, কাক
 এই চরিত্র কেউ জানতে পারবে না।

শনি। আর সব না—আব সব না,—জুতো
 —জুতো—জুতো।

সুখীনা। আর সব না—আব সব না,—জুতো—
 জুতো—জুতো।

হুজি। জুতোর হবে না—জুতোর হবে না,
 ছিঁড়ে যাবে, ছিঁড়ে যাবে।—কিন্তুতে পারবো না,
 আর পারে কেফাতে হবে।—বুফো কীটা—বুফো
 কীটা। বুফো কীটা।

কটক। বনিব ঠাকুরন। মনিব ঠাকুরন। গ্রেম—
 গ্রেম—গ্রেম।—বুরটীর হাল। জুতো—জুতো—
 জুতো ॥

মতি। তুই খাম বাবু। আহুন—আহুন—
 আপনাতা আহুন ॥

(শনিককা, হুজীনা, হুজি ও কটকের প্রবেশ)
 চৌক।

জাল করো না যোগ কেউ না জোয়ার
 নিরে বাও,
 কোথা কোথা হুজক নিরে জোয়ার

হুজীনা।
 জাল করো না যোগ কেউ না জোয়ার, হুজি,
 নিরে বাও, কোথা কোথা হুজক নিরে জোয়ার,
 হুজীনা।
 জাল করো না যোগ কেউ না জোয়ার, হুজি,
 নিরে বাও, কোথা কোথা হুজক নিরে জোয়ার,
 হুজীনা।
 জাল করো না যোগ কেউ না জোয়ার, হুজি,
 নিরে বাও, কোথা কোথা হুজক নিরে জোয়ার,
 হুজীনা।

জাল করো না যোগ কেউ না জোয়ার, হুজি,
 নিরে বাও, কোথা কোথা হুজক নিরে জোয়ার,
 হুজীনা।
 জাল করো না যোগ কেউ না জোয়ার, হুজি,
 নিরে বাও, কোথা কোথা হুজক নিরে জোয়ার,
 হুজীনা।
 জাল করো না যোগ কেউ না জোয়ার, হুজি,
 নিরে বাও, কোথা কোথা হুজক নিরে জোয়ার,
 হুজীনা।

(হুজীনা, হুজীনা, হুজীনা ও হুজীনা প্রবেশ)
 হুজীনা।
 হুজীনা।
 হুজীনা।
 হুজীনা।

হুজীনা। জোর জোয়ার মূর হুজি।
 হুজীনা। জোর জোয়ার মূর হুজি।
 হুজীনা। জোর জোয়ার মূর হুজি।
 হুজীনা। জোর জোয়ার মূর হুজি।

শনি। বা—বা—বের বের। বের না
 কর। পেরেই ইংলিশ এডুকেশন, বেরে পিলাব
 লেনম। মলে কলিগী হলে, মাথা ফেলো
 মলে।

হুজি। জোর জোয়ার, এ সব কি।
 জোর জোয়ার, এ সব কি।
 জোর জোয়ার, এ সব কি।
 জোর জোয়ার, এ সব কি।

কটক। হুজি জোর জোয়ার, হুজি জোর জোয়ার,
 —গ্রেম—গ্রেম ॥ হুজীনা জোয়ার—গ্রেম—গ্রেম
 গ্রেম। এডিটার জোয়ার। জোর জোয়ার
 কেউ নাই, আমি আপনাতা সাকে ফুটি।
 হুজি। জোর জোয়ার, এ সব কি।
 জোর জোয়ার, এ সব কি।
 জোর জোয়ার, এ সব কি।
 জোর জোয়ার, এ সব কি।

হুজীনা। জোর জোয়ার, এ সব কি।
 জোর জোয়ার, এ সব কি।
 জোর জোয়ার, এ সব কি।
 জোর জোয়ার, এ সব কি।

আজি কোৱাৰ কথাটোকে বুলিব, আপুনি
কিছোৰ বিবেচনেন, কত কথা কৈব যেম সেয়ে
কিন্তু, পৰে আপুনি পৰে কথাটো নিশ্চিত হওঁ ॥
আজি বিয়েটোৱে নাহিকেনে বুলিব কোৱাৰ মনে
কিন্তু, ক'বলৈও তাতে উত্তৰ কৰিবলৈ, আৰি ক'বলৈ
কত পৰামৰ্শী। তাৰোৰ বিয়েটোৰ এম, ওঁ আমি
আজিয়েম না ॥

এই অতি। কোৱাৰ কথাটো বুলিব যে, আমাৰ
ক'ব বত্ৰ বগলোটে ॥ জাইডোম ক'ৰে, এইবাৰ
জোমাৰ বে বত্ৰবেৰি

এই অতি। এতিয়াৰ বহাগৰ আমাকে বহাগিলেন
যে, জোমাৰ কপে কপে আমি মোহিত হৱেছি। কুৰি
কিলেত চল, আমি লকে ক'ৰে নিৰে বাব, সেইখানে
বিলে জোমাৰ বিলে ক'বো ॥

মতি। আৰ কথাৰ কাৰ মাই। এইবাৰেই
জোমাৰ বত্ৰ, মৰ বাবা হেট ক'ৰে দুপ ক'ৰে
জোমাৰ বে বত্ৰে একটা কথা কৰ। বেলুন, বা
বাবা, জাই হ'ৱে মেল। একটা কথা ব'লে বাই ॥
বিয়েটোৱা পাহাপ জিনিস, বাৰাণ লোকেৰ পকে
হাৰে মাই, একটা প্ৰলোভনেৰ জাৰবা। কিন্তু
প্ৰলোভনটো বৰি চোৰেৰ সামনে পড়ে, কৰে আত্মত
কৰে সে প্ৰলোভন কাটাম বাৰ। কিন্তু প্ৰলোভনটো
মই কি, কখনও ক'বলেন না, ক'বলেন না, তাৰ
পৰিচয় এই কৰ। বিয়েটোৱকে ক'বলেন ক'ৰে
একটা কুল আইজিয়া নিৰে বৰি বহে-ব'নে না থাক-
কেন, যেখানে বৰি বাৰবা আসা ক'বলেন, তা হ'লে
কি একটা চুই, এত বাৰ পাট হ'ৱে বেৰ। না
জোমাৰ জুতো খেতে হ'ওঁ। এটা বেলু জাবলেন,
বিয়েটোৱ বাৰাণ জিনিস মৰ, লোকেৰ মৰ বাৰাণ।
পাট খত বাই ক'ব কি খোলেট, পলু ওলোকে জাই
ক'বলেন ॥

[বক্তৃতাৰে প্ৰৱেশ]

পাৰি। } জুতো—জুতো—জুতো।
পাৰি। } মাথৰ দি জুৰো, মাথৰ
পাৰি। } হিঁকৰো, মাথৰ দি জুৰো।

কটিক। জেৰ—জেৰ—জেৰ। বুৰি
জোমা। বুৰিৰ জোমা। জেৰ, জেৰ, জেৰ ॥
বুৰিগা, বুৰিগা ও বুৰিগা।

(মতি)

জেপে থাক আৰি কোলুৰে কথা

হৰো কাঁজৰ বত্ৰ

পৰেছি ডিঙ্গি চুই

পট পট জোমাৰ পিটি,—

আহা পৰিপাটী।

আহা পৰিপাটী ॥

মই ত লেকি জান না কি আমাৰ জোমাৰ বম—
ক'লে বিয়েটোৱেৰ নাহ, বাৰুৰে আমাৰো

পাৰে বাই

(এধৰ) কামেৰ জোমাৰ বাৰুৰে (কণা বাৰ)

হাৰিয়েছ লব

আমাৰ বাব বিয়েটোৰ,

বাবা ক'লে গো আমাৰ,

ঠেকিৰে কলা ক'বো কেন আৰ,

মাজালে লোক মানুহে কে যোক, বাবে জুতো

লবৰ পৰ

[সকলৰ প্ৰৱেশ]

পট-পৰিবৰ্তন।

উজ্জল হুত।

পীত।

কি গো দেখিলে কেমন খেল।

কিন্তু হৰো কি আঁকেৰ।

মলাবাবী বাৰুৰে—মৰ কি কেমন জেল।

(এধৰ) মৰ জাল বিয়েটোৰ, কৰ গো বিয়েটো

বেলী বাৰুৰে বাৰ, আৰ

আমাৰে পৰু হাৰি-বেৰো মৰেৰ বেৰো মো হ'বে

ই-কে সে-কে একবাৰ চে, কত বাই কত বাই

ক'লে বাৰুৰে ক'ব একম ক'লে

ফটিক জল।

প্রথম অঙ্ক।

—১০—

প্রথম দৃশ্য।

—১—

পার্বত্যপ্রদেশ—কুটীরশ্রেণী।

(প্রত্যন্ত ও ভূমেলীর প্রবেশ।)

প্রভাত। ভালবাসনি কি না? পোড়ারমুখা সন্ধানী, এত কথা কহিতে জান, আর এ কথটির উত্তর দিতে জান না? একে ভালবাসিতেই হবে। বলক ছুঁড়ার মত কোসে হেসে যেভাবে, মুখের শানে ছাঁক'রে চেয়ে থাকবে, একটা কথা বলে কথার গোছারা ছুটিয়ে নেবে, আর ভালবাস কি না বলতে কে দেয় মুখ চেপে ধরে।

ভূমেলী। কু কি বদ্বিস্ রে। হামি তো ভালবাসিতে জানি না। ভালবাসা-ভালবাসা জানে ওনুই বটে, তু মোকে সমঝে রে। ভালবাসা পারীর নাম আছে, ফুলের নাম আছে, গাছের নাম আছে, পাহাড়ের নাম আছে, ধরিত্রীর নাম আছে। যে তার যে মোকে সমঝে রে।

প্রভাত। ভাকা ছুঁড়ী। একটি কিলে কোর নাক তেলে যোব। পারীর নাম আছে, ফুলের নাম আছে, গাছের নাম আছে, বেন কিছু জানে না। আচ্ছা, একলাটি বেড়াস কি করে বল দিকিন। যে জেরেজের লোহান বরস পরাজ ভালবাসার খার খার হা, কুই কবি কু পারি কাকে বসি "পাহাড়ী"—পাহাড়ী বুঝি? প্রভাত ও পাহাড়ী সেয়ে, পাহাড়ী বুঝি?

ভূমেলী। কী হা, মোয়ে, মোয়ে—পাহাড়ী

মোয়ে। হামি ও পারি আছ, পাহাড়ী পারি আছ—পাহাড়ী বল পাড়ে, মুচস কি মুচস—কলিঙ্গা পারি আছ পাহাড় উপর মোয়ে। এতি মোনি ওমরাত হামি এহি করে, পরাম বি কামারি পাহাড়, পারি পারি আছ, পরাম মোয়ে? মিন কলিঙ্গা ইয়ার ওনকে পারি মোয়ে ইয় ওপর পরাম জাগলে ওনকে মাছর হামি পারি।

প্রভাত। কী হা, মরি পারি—মরি পারি—হা জানে। ও কারগালী বড়ি খাচাপ আছে। ওকরি মোয়ে? ভালবাস কি না মোয়ে না? এই মরি থেকে ছল লিখছে। যে ছল করে, হাকে বালকসি হর জামিসু? আবি হামার ছেলে, আনার আবি মিছে কথা কহিলে বড় গেতে হবে। বদ্ব ভালবাসি কি না?

ভূমেলী। কু ত বদ্ব ঠিক হামালি বেব। হাজি লেডকাস্তো ভালবাসা লিবে, জান মোয়ে। আর আর মোঃ—মোঃ, হামি ছল ভালবাসে, ফল জলকরি পাহাড়ের উচা ছুড়ার উপর বৈবে গান করছে। হা বাসে, মাছরতে হামি, ভালবাসে না। বদ্ব মো সব জানোয়ার—কুরাজোর—উগবার।

প্রভাত। তবে আরি ওমম, কুই আবার কব উত্তে হিমি না? আর তোম সঙ্গে দেখা আ জামুরো না, কুইক আর আহারের কুই বাসনি।

(প্রভাতের প্রস্থান।)

ভূমেলী। আরে কু ত কু। কু পারি ম হামি দেখছে। ভালবাসে কি না, কু জানে। বড়ি? কু হামি দেখে আছ, মো মোয়ে ম সেব চলে গাবি, আরে বড়ি কি করে? কলি চাপকায়ে আর পারি পারি করাবে।

প্রভাত। কুই আরি কসে, আচ্ছা কুই ব মোয়ে ওম হামি না পারি পারি, হামি না পারি

কম্পন ক্রমোত্তাপকরণের ক্ষেত্রে—কম্পন ক্রমোত্তাপকরণের ক্ষেত্রে—

ਸ਼੍ਰੀ ੧ (੨-੩)

কম্বোরে পা নাচে না কো ভদ্রিমনে কবা।
হেটি-বাটি একটি কিলে ভাঙহো কোর মাথ।।

क-55 क ई सी २ अक्षर लेखे,

ଉତ୍ତର ଶୋକେ କହୁ ଶେଷ,

संलग्न प्रति में कृपया ध्यान देना।

संलग्नक ३ (अ)

सुवर्णमणिपट्ट पञ्चदशकः (८)

সাহিত্যে। বিশেষ দৃষ্টিতে দেখা।

कोष भूति कोष चारु दिग्गज आनन्द

विष्णु भगवत्पदी ॥

কুমেরী । হাঁ হাঁ, মাঝার শেড়কা তু বক শেড়নি
 মসিহে, বরন লোককে আমি খুব চিনি, মাঝার তুলসী
 আজ পায়ে হুসনি কাম ।

ਸ਼ੀਰ 1 (੨ ਮਰ)

श्रीराम डाट्टि मिश्र मुद्रित १८६५ ।

॥ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

কমলা দেবী

बाहू ना छनय,

ବାଇଶ ବାଘେ କୁରା ଶାକୁରୀ ଥାଏ,

अस्य सः विदुः यथाविधि वदति ॥

[अहनि ।

কাজে । ওলো নাহাও হুতা । ওলো নাহাও
কাজে । শোন শোন ।

अथानि ।

(कलकत्ता ७ मार्च १९५५)

পান্না, লগ্না, উকুন, রাখা, দেও, ...

काशी : काशीका वासी । इसका वाच्य काशी
का वासी वासी है । काशीका वासी का वाच्य काशी

[illegible]

বলা জালা যায়, সুসমীচক নিয়মটি যখন কোন একটা
বোটাতে। কুটি দিয়ে কল লাগে, কল নিয়ে সান
পায়ে, কুটিতে সংসার পান, কান্নার কথা কান্না মাঝে।
যদি কোন কল বলায় না, কলো কান্নার বাণী,
সুসমীচক একটুকু মাঝে, কলার মাঝে ঘরের মাঝে,
কান্নার কল পানায়ের মাঝে, যদি একে কল বলা
না।

গার। (স্বগত) সখার! ই তীব্র দিকে কোয়
 ক্রয় কাট লিব। জুয়েলী হাখার পরাণ—কলিকা
 হাখার, হুক থেকে উদ্ধার লেডকা মিনে লেবে?
 জামি করবে। হাখি করবে।

ভরসা। কাকে যে খালা চপ-চপ কাকে যে ?

জান। সর্দার ! উ দুবছন রাঁজার লেড়কা, আপন
একতোগ হাতে পাঁচতোগ আসে বর রাখলো। কাছে
সর্দার ?

ডল্লী। দুইজন বলিদ না, আমি একে বড় ভাঙ্গ-
বাগে। তু জাঁনিস না, ই কথা যে সব লোক জানে,
হামাদেহু তাকা বড়া রাবীর বননমী গুনে রাজ্য হুঁতে
বার ক'রে বিহে। বড়া রাবীর নাকি মস্ত্রীর লেডকার
সাথে জালবাসী হয়েছিল। বড়া বড়া ভাদীকে
জাকিবে বলে যে, তোমাকে প্রাণে মানবে না।
পাহাড়ের উপর এক ঘর খানারে দিবে, তোমার
লেডকা লোককে নিয়ে সেইখানে থাকবে। বড়া
রাবী আগুন লেডকা লেডকাঁকে নিয়ে এইখানে বস
রাখে আছে।

ਜੀਵ ਸਭਿਅਤ ! ਕੜਾ ਹਾਨੀ ਸਭੀਰ ਲੇਡਕਾਰੀ
ਸਾਥੇ—

কাজী : বাবা, হাবি জোর বাৎ বাবজ, ক
কথা বুজে আসিল না। বড় হানী হানীদের হাবি
আছে। ছোট হানী বড় নব্বানী, উছল ক'রে
হাওয়ার বন কুশির কান করেছে। ক লেবিন বাবা
হাবি ছিল বড়, একদিন কানার অধি হুটে
সিঁড়ি বড় বাবজানীকে বড় লিখে বনে।

[illegible]

জন্মের। জন্মের লেখকর উপর পাতার এক
 পাতা কেন? জন্মের লেখকর পাতা
 পুরে কিং—পাতার পাতা তাঁটা। তাঁপে কেন,
 যদি বুঝে—পাতা, জন্মের লেখকর, পাতা,
 পাতা, জন্মের লেখকর, যদি পাতা, যদি পাতা
 যদি লেখকর উপর মন করে। যদি পাতা পাতা।
 [প্রবাস]

(পাতার লেখকর উপর)

নীতি । (জন)

আঁচমকা এতো উড়ে যদিলা অজলা পাতা ।
 পোষমানা মন বেগানা বদলে বুকে রাখি ট
 জন্ম জন্মের মন পাতা,
 পাতা চলে চলে মনে পাতা,
 পাতা বুকে চোটে যেলায়,
 পাতা বনের জল পাতা, পাতা নেচে পাতা করে,
 পোষমানা মন বেগানা বদলে বুকে রাখি ট
 পাতা চলে চলে মনে পাতা, পাতা বনের জল পাতা,
 পাতা বুকে চোটে যেলায়, পাতা নেচে পাতা করে,
 পোষমানা মন বেগানা বদলে বুকে রাখি ট

[প্রবাস]

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

—৩—

বনপথ ।

বনপথের ও সন্ধ্যা ।

সন্ধ্যা । বা গো !

সন্ধ্যার কলস ছাড়া
 প্রাণহারা কারা,
 বীরপথে হর অজয়র।
 ভিন্নির-বদন পরি মেদিনী মনসী,
 পাতার কোবল করে করিও নিদ্রা,
 পাতার বদন করে জীবনপথে।
 পাতার পাতা কেন গো জন্মের।
 পাতার পাতা কেন গো জন্মের।
 পাতার পাতা কেন গো জন্মের।
 পাতার পাতা কেন গো জন্মের।

সন্ধ্যার—জন্ম পাতার

পাতার উপর পাতা,

পাতার পাতা

মন বনপথে,

বিদ্যেদীনী নিচ টুটি,

পাতার বদন

পাতার বদন

পাতার না কি একবিন্দু আনন্দ হাসিতে?

আনি জন্মপথে

প্রাণের উদ্ভাসিনী হাসি,

চকস সেবেক বুকে রাখিলেই দেখা।

বির মন,

বির হর জানিইতে জালা।

পাতার বদন কলসী আনি

জন্মপথে জন্ম-জন্মিনী।

সন্ধ্যা । বা গো !

সন্ধ্যার সন্ধ্যা,

বল কত মন,

এ জীবনে জীবন আর না কি জীবন?

মূল প্রাণ কার না পুষ্টি?

চির-পরিচয় সেই মৌল উজ জ্বলা

গোড়া পাতা না বোঝে?

হাসি হাসি মনসী মন,

শিখা মোর লার না জন্মপথে?

জন্মের দ্বিতীয়

বনপথের চিরদিন হবে?

বনপথের আনন্দ

কত সেই আনি জন্মপথে

এ জন্মে আনি বা জীবন?

বা গো

সন্ধ্যার পুষ্টি ক প্রাণ

কালেক বদলে করে বোঝা পাতা

বনপথের জন্মপথে।

বনপথের জন্মপথে

কোনো জন্মের পাতা পাতা

পাতার পাতা পাতা

জন্মপথের জন্মপথে

জন্মপথের জন্মপথে

জন্মপথের জন্মপথে

জন্মপথের জন্মপথে

DATE 07/11/11

কুমারীর মাথায় ভালবাসা কর, লাল, কুমার, হায়া
স্বপ্নময়ী আছে।

[প্রস্থান]

কুমারী। বেবেমান! স্বপ্নময়ী! স্বপ্নময়ী! হায়া
পরাণের ভিতর কাটারি ঢালায়ে কুমারীর ভাল-
বাসা লিখি? কুমারী জানি দিবে, কুমারী কুমারীর
মাথায় ছাড়বে না। হামি স্বপ্নময়ীর মাথায় আছে এখনি
গায়ে, সব কথা বলবে, যে কুমার চাকর লাল, কুমার-
ীর সাথে ভালবাসা করি চান, স্বপ্নময়ীর বাবা মুখ
কড়াকড়ি বন্ধ, চিট বান্দে হাড়বে। কুমারীর
নাম আর যথেষ্ট আনন্দ হবে না। ঠাকুরদা।
ঠাকুরদা। লাল আবি মরে, লাল আবি মরে,
হামি ঠাকুরদা মরে—হামি ঠাকুরদা মরে।

গীত।

কাটারি মাঝি বুক এ কুন বিচার।
আবি কুমারীতে চান লালময়ী কি পার।
জনম জোর লাল, আকাশে পলায় লাল,
কুমারীর দর দর নরন কি পার।
গরল মাড়ি লব, কুমারীর পিরব,
জনম সূটারে দিব চরণে কুমার।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

পর্যবেক্ষণের অপর পার্শ্ব।

পাহাড়ী কালকরণ।

গীত।

এ মুহুর্তে মোর মন তারি বাসনা।
ক্যালে মোর মন তারি একলা।
হামি কুমারীর চলে, যুগে যুগে চলে,
কালমা ভিতর মোর মোর পলা,
কাল কাল হামি কুমারীর পাশে,
হামি কুমারীর পাশে কুমারীর পাশে।

কুমারীর মাথায় পুট পুট পুট

মিল কুমারীর কালো,

নিতে গেল যুগে চেহারা কালো,

আর যুগে না কুমারীর মাথায়,

চলে গেল আর নাহি এলো কুমারীর বেলা।

[প্রস্থান]

(স্বপ্নময়ী ও লালময়ীর প্রবেশ)

স্বপ্নময়ী। কুমারীর কান লাল, কুমারীর দিগ
দিগ, কুমারীর দিগে কুমারীর চোখ উপাড়ি দিগ। বে-
মান, কুমারীর নোকে আছে, কুমারীর লেডকীর পা
ভালবাসা করি চান।

লাল। স্বপ্নময়ীর বাবা! এ সব কথা কুমারী,
স্বপ্নময়ীর মাথায় এই সব কথা কুমারী, কুমারীর
কুমারীর নাক কাটি দিগ। কুমারীর ছেলে, কুমারীর
লেডকীর লিখে কুমারীর পাশে। হামি তা দেখি
পারবো না।

স্বপ্নময়ী। কুমারীর বাবা কুমারীর মাথায়
কুমারীর কুমারীর উপর পা দিগে হামি কুমারীর পাশে
কুমারীর লেডকীর মাথায় হামি কুমারীর পাশে
কুমারীর কি আছে? হামার পা ছোঁ, কুমারীর
মাথায়, কুমারীর মাথায় কুমারীর কুমারীর চান
কুমারীর মুখ কুমারীর পরাণের ভিতর কুমারীর লালময়ী
কুমারীর লিখে কুমারীর পাশে। পাছোঁতে
নাশু হলে, স্বপ্নময়ী, আবি কুমারীর কান দিগ।

লাল। স্বপ্নময়ী। কুমারীর পা ছোঁয়ে হামি
কুমারীর না। কুমারীর হামার পরাণ, কুমারীর না
হামি পাশে, কুমারীর পাশে যথেষ্ট হামি
পাশে।

স্বপ্নময়ী। শোভা দিগে কুমারীর মাথায়
কুমারীর খোঁচা কুমারীর মাড়ি কুমারীর কুমারীর
কুমারীর কুমারীর কুমারীর কুমারীর কুমারীর

লাল। স্বপ্নময়ী। হামি কুমারীর পা ছোঁয়ে
কুমারীর মাথায় হামি পাশে কুমারীর না, কুমারীর
দিগে একমুখ চাইবে না। কুমারীর কুমারীর
কুমারীর কুমারীর কুমারীর কুমারীর কুমারীর
হামি কুমারীর পাশে, হামি কুমারীর কুমারীর

কাজে গিয়েছিল খান, হাতি কুলিয়ার মাঝে কুহার
মাঝে গিয়ে।

अक्षयम् ।

গীত । কুলিরার সাথে সর্কার হায়ার দাবী নিয়ে,
 হায়ার সর্কার হিন্দারে গিয়ে এক বুড়া চালা গিয়ে
 হামি কন কুলাবে, উ হাচার লেঙ্কা হায়ার হুমন
 পায়ে, উ হাচার হাচার হাচার উহারে আরে হাচার
 সর্কার কহলে, জুয়েলীকে পর কহলে । হাচার
 জুয়েলী উ হাচার লেঙ্কা গিয়ে গিয়ে ? বাগ যে
 হামি হাচারে না, হামি হাচারে না । হাচার জুয়ে-
 লীকে হাচারে, উহার হাচার হামি উপায়ে লিখ ।
 হামি কহলে, উহার বি হামি লিখ । তা হাচারে না,
 তা হাচারে না, সর্কার হাচারে, উ হাচার লেঙ্কার
 হাচার হাচার হাচার হাচার হাচার । হামি কহলে
 সর্কার হাচার হামি লিখ, বুড়া হামি হাচার বি হাচারে
 কহলে । উ হাচার লেঙ্কার হাচার হামি হাচারে, উকে
 হামি কহলে হামি হাচারে হাচারে উ হাচার হাচারে
 হাচারে হাচার, হামি হাচার হাচার হাচার কহলে
 হামি হাচার জুয়েলীকে হাচার, হামি হামি হাচারে
 হামি হাচারে না, হামি হাচারে না,—জুয়েলীকে হামি
 হাচারে না ।

(**ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ**)

সুখিয়া। জামু ! ছাড়াপ এখনে পাড়া আহিন্দ
 যে। ইংরে, তুই কি চাস, কি গিরে কুখাকিন্দ ? কা
 গিরে তুয়ার পরাণটা অমান ক'রে শুনে বুঝে বেড়াস ?
 বাসি তোর হৃৎ সূচায়ে দিলে, বাসি পরীক্ষা আছে —
 পাওয়া জানে, এক ভুক্তিতে তুয়ার মন ভাল। ক'রে
 দিলে।

ଆମ । ହାସି କା ଚାନ୍, ଜାନ୍ କିନ୍ତି ମାନ୍ସି ।

কলিঙ্গ। হামি দা চান, কু তা দিবি ।

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

কলিঙ্গ । হামি কুকে চান ।

আল। যাঁ যাঁ মরতানী, হামি কুশার নু দেবতার বা
কুনিয়া। কানে রে, হামার নু দেবতিনি কানে

হাসি বৃদ্ধে, হাসি বৃদ্ধে । তু কুবেলীকে ভাল,
করবে, তু কুড়া আছে, হাসিবে কোকো ককা

[illegible]

नाम । छने इतिहा, शशि कृष्णके ज्ञानविद्या ।
एकछे भवत शयाके विनि ।

॥ १ ॥
 मूलिका । कुयदि कालवालिम—हामि काल विधि
 नाहि । कि अवर बाडहिन ?

মিলে । উখো বাক্যের লেখক। কুমিল্লীর সাথে
ভাগবাস। কুমিল্লী, — উহার একটি নতুন আবেশ ।

इतिहास । ई० आदर ।

লাল । উ সাদেবর দেলার কুখাকে বেড়ায়ে আর,
 তু জানিস ?

কলিরা। লাল। তুমার কি মতলব আছে। বল-
না, সঙ্গীর তুমার দাঁত ভাঙি বিবে। সরতান।
হামার সাথে সরতানী করছিস, কুমেলীর সাথে সর-
তানী করছিস, রাংকার বেটার সাথে সরতানী কর-
ছিস, আব্বার উহার বহিনের সাথে সরতানী করতি
চাস। বা বেইমান, তুমার কাছে আর হামি
আসবো না।

[ଅନ୍ଧାନ ।

লাঘু । আশুন অলবে হামি পুড়বে, সর্কার
পুড়বে, কামেলা পুড়বে, রাকীর লেড়কা পুড়বে,
আশুন অলবে, বু পুড়লবে ।

[अक्षर]

(প্রভাত ও সন্ধ্যার প্রবেশ)

কুসেলী। কটিক জল। কটিক জল। কটিক জল
কি আছে। কু এত কথা জানিস। কটিক জল কুহার
ভাণ্ডারের নাম আছে, না?

প্রভাত। পোড়ারদুধী। আমার ভাগ্যবানকে
তুই জানিসনি? তুই আমার ভাগ্যবান। যে যাকে
কালকালে, তার সঙ্গে একটা সবল পাঁতান হব,
তোমার সঙ্গে আজ থেকে আমি বন্ধি। কলিকাতার
কটিক হল পাঁতান বন্ধি। তুই যে পাঁতানি দেবে,
তোমার প্রাণ কি এ সব রসে আছে? কেউ চমকে
যাচ্ছে পাঁতান, কেউ কালকাল পাঁতান, আমি তোমার
সঙ্গে "কটিক হল" পাঁতান।

सूत्रेण । इति च किं वाह, शब्दादि नाना
के ना शब्दादि नाना ।

ਅੰਤਰਿ । ਚਾਕਰ ਪਾਇਤ ਨਾਮ । ਕਾਕਰਿ ਨਾਮ । ਕਰਿ

নদীর সব ভাগতে আরক্ত করে, বিহীন কলকে
 পশুপক্ষিগণকে, সেই সময় চটিক পাখী
 ঘের কাছে গিয়ে "কটিক জল" "কটিক জল" বলে
 ক কেঁটা অশ্রু তার কোন দিন মল পায়, কোন
 ন বিহীনতার আশ্রয় পুড়ে মরে। তার তুল্য সেই
 মনের মেঘের জল তার ঘেটে না।

জুমেলা। আরে আমার লেডকা, তু বড় চক্ক
 আছে। হানি ভীলেন লেডকা বী, তুমার বাণ সব
 কে। তু চাকক পাখী আছিল, হানি মেঘ আছে, তু
 টিক জল বলে চিড়াকি, হানি তুমার আশ্রয় পুজা-
 য়ে মাড়বে। তু নদ, তুমার আশ্রয় আলোকে
 হানিস, হানি মাইয়ে লোক আছে, ওল দিয়ে আশ্রয়
 নিভাতে আসেন।

প্রভাত। একে পাছাড়ে ছুটি, তুমি ত কম ছুট
 নও। মাস্তুরের আশে আশিবে পড়ে, মনের কথা
 ছেকে তুলতে পার। তোরক ত দার বিমান করো
 না, তুই কলক ভিতর ছুটি বুকের মেঘছিন্ন, গোপন
 তারিখ বিব শিখরে রেখেছিস, আরে মনে করি, তারে
 ঘেরে ফেলবি, ও বাবা, মনের কাছে তো আমি
 থাকবো না। কোন দিন মরবে, আর বিয়ে করিয়ে
 মারবে।

জুমেলা। হ্যা—হ্যা মারবে। তু মারবে, না, হানি
 মারবে? হাজার লেডকা বড় চাকক—বড় চাকক।

প্রভাত। জুমেলা। একটা কথা চিড়াকি করো,
 টিক উত্তর দিবি, না তুই দিবি। নেকী ঘেতে
 মুখের পানে ফাল-ফাল করে চেয়ে থাকবি।

জুমেলা। তু ছালা ছাক, বচন কি গোপন বদ
 কর, কি বলতি চাস, লোকান্তর কি ব।

প্রভাত। হানি কখন নারায়ণ অধিন দেন, বিদ্যা-
 তার চাককী প্রকাশ পায়, পিতা আপনার তুল বরতে
 পাটকন, আমার আমাদের পুণীর অবস্থা কিরে পাই,
 তখন আমি বসি তোরে মুখে করে নিয়ে বেতে চাই,
 তুই দাবি? বেশ ছুটিতে এক সঙ্গে থাকবো। বত
 লোকের খুব দেখবি, বত বড় বড় রাজা দেখবি, বত
 আলো অলছে দেখবি, কি ব, রাজী আছিল।

জুমেলা। হানি বুকে, হানি বুকে, তু ভাল
 মারার কথা বলছিস। ছো—ছো—হানি জান
 পড়ে, হানির লেডকা মারে জারিগা করো না।

গীত।

হানি মনের পাখী, তু দিবি কাকি, এলা করে
 ঘোরে দাবি নাকি।
 ভোরে ভাল চিনি, তুই দাবি আনি, দাবি পায়ে
 কদবি বেঁধামি।

সমতানী না থাকে বুকে নাকি।
 হানি হানি বলবি ভালবাসি, চানবি ছুটি দিবি
 পলার কানি,

(জুমেলা) সবি দেখি, হানি আর কি থাকি।
 প্রভাত। শোনশোন, বাসনে—বাসনে।
 জুমেলা। তু বলে, চানবাড়ী বাসকে যেতে
 বলুক না, পাছাড়ে থাকতি দিবি?

প্রভাত। হ্যা—হ্যা, তু এখানে থাকিস, ডোকে
 কোণাও খেতে হবে না, ভারী হু—ভারী হু ভীলেন
 হয়ে এও হু হু হু হু আমি জানব না। আচ্ছা, আমি
 একটা কথা বলি, তুই তো আমার সঙ্গে দাবি
 এমন দিন কামবে, যে দিন আমার আপনার দাবি
 দিবে বদ, আমি লেগে গেলে তোর মন কেনন করো
 না?

জুমেলা। তু কথা দাবি? বান পাছাড়ে এখানে
 থাকবে না। আমার ছেড়ে তু এক পা চলবি তো
 তোর নাক ছেঁটে দিবি। তু মদে বা, উ মদে ক
 মুখে জানিস না। কি আছে যে, হানি তোর দি
 আছে? হ্যা—হ্যা, "কটিক জল—কটিক জল।"

একবার বল না রে কটিক জল, কটিক জল।

প্রভাত। "কটিক জল—কটিক জল।" তল
 দাবার পারে দাই, কটিক জলের চড়া শেখাব।

গীত।

চাকক হাঁকছে কটিক জল।

গরে দাবী দাবি কাকি, আপা পোকা সবই হল
 মেঘের বকে আশ্রয় ছোটে,
 দাবি কেন আমার ঘোটে,
 একটা কৌটী মেঘে মী জল,
 মুখ চেয়ে কার আশ্রয় বল।
 দিছে তেকে হানি দাবি,
 খুব কিরে বিপদাবা,
 আশ্রয় হোক কখনো মুখে
 কখনো কখনো কখনো কখনো

চতুর্থ দৃষ্ট।

— :: —

কুটারদল।

(টাবেলী দলানন্দ ও লালুর প্রবেশ)

লালু। কু কোন আঁতে রে, কোন আছে ?

দলানন্দ। চিনতে পার না, আমি পালাকী পেত্নী।

লালু। কু কি বলছিস, আমি বুঝতে পারি না।

দলানন্দ। ভাল, সবিশেষ ব্যাখ্যাটাই শোন। একশো

দশ বছর পথ্যত আমি বানীর কোল আলো করে-

ছিলেম। সম্প্রতি বদরাজ একলা পাঠাতে চিত্তগুপ্তের

অধিকারে বাবার দত্তে প্রস্তুত হ'তে হয়েছিল।

আমার পুত্র পাল বাবী মচানর এক ডোবার ভেতর

আমার চিত্তে দালিতে দিগেছিলেম। সেই রাতেই

এক বকসেতোর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়। তার

একটি পেত্নী সখী ছিল, দিনকাতক হ'লে পরস্পরে

বিস্ময় ঘটতে, আবার তার পেত্নীর সখীর স্থান

আমার আবার কণ্ঠে হয়েচে।

লালু। কু কি চাইসি ? ই পালাকী মনকে কুটার

কি কার আছে ?

দলানন্দ। এখানে এক রাজরাণী কোণা থাকে,

কণ্ঠে পার ? তার সঙ্গে একটা ছেলে, একটা মেয়ে

আছে।

লালু। রাজার রাণীর সাথে কুটার কি আছে ?

দলানন্দ। অনেক দিন অভুক্ত আছি। বাড় মটকে

নতরাজ পান কুটার লজ্জা আমার এ স্থানে আগমন

হয়েছে। বলতে পার, সে রাজরাণী কোথায় ?

লালু। ইখানেই থাকে, হিতা মিথা কুথা যুচ্ছে।

কু রাজরাণীর বাড় মটকাতে আসছিস, উহার লেড-

কার কিছু করতে পারিস না, উটা বড় সবডান

আছে।

দলানন্দ। সবশেষ লাস কুটার লজ্জাই উৎসাহে

হয়েছি। এখন এ পোড়া কপালে কতদূর যটবে,

বলতে পারিমে। ভগ্নো পালাকী টাই, নাকের কুঁকো

কখন দেখতে হয়েচে, বল দেখি ? পড়া কোনেও প্রেম

কণ্ঠে ইচ্ছা হয় না কি ?

লালু। কু কি বলছিস, আমি সব্বাক্ষে পারি না।

দলানন্দ। উ মেরকাটার বাড় মটকে পেত্নীর

আছে। উ মেরকাটার বাড় মটকাটি, আমি তোর

আন দিবা।

দলানন্দ। বুদ্ধলেন পালাকী টাই, উ মেরকাটার উপর

একটু কপালটি লগেচে। বাবা, তোমাদের প্রাণে

গেছের কুকান বর মাকি ? বাব শীকার কর, মিটীর

সঙ্গে লড়াই কর, ভয় ককে আলিখন হাও, আবার

কুঁকিইটী মেথলেনে আসনাই করীর ইচ্ছাটুকু হয়।

একটা বৃহৎ কুল আজ আমার খুচলো। ভেবেছিলাম,

সহরের মধ্যে বি, চুধ, আর টাকার ভেতরেই প্রেম

আছে, এখন সেবার তীরের পৌঁটা-পুটি, আর পালা-

কুটার ভাঙ কেবল হযোগে বারী বাস করে, তারিও বড়

কমতি যান না।

লালু। উ রাজরাণী ইমিকে আসচে, আমার মন-

কার আছে, আমি চলে।

[লালুর প্রস্থান।]

(শরৎকলারীর প্রবেশ)

শরৎ। কত দিন—কত দিন আর

হুঃখের পাখার যদি এ কুত্র ছববে

দিবাশিখি করিব বাপন ?

ওতপ তপন

এ জনমে কান্তিরে কি অহুই-আকাশে ?

কুর্হাকনী আশার আশ্রয়ে

জীবন দুয়ারে দাব।

অভাগিনী জনন-দুঃখিনী,

শিরোপরে কলক-পদমা ধরি,

পরিহারি পতিত আবাগ,

সিহিনীর সনে বাস পার্জতা-প্রবেশে।

কয় জাপ,

ভগবান ! হুঃখ-শিখি যোক অবমান,

সঙ্কপিত প্রাণ, বেতে চার বন্ধন হিঁড়িয়া।

পুত্র-কন্তা-মুখ নিরখিয়া

কোন মতে রেখেছি জীবন।

সত্য-পোষক বিবল সৌরভ

কালধর্মে ভুলি কি সব ?

(দলানন্দকে দেখিয়া)

কে তুমি ?

দলানন্দ। পালাকী পেত্নীর বসন্তকো প্রবেশ।

যেহা লোকপক্ষে শাক্তাধিনি এ অবস্থাতেও তাঁর
করতে পারি নাই ।

পর৭ । পরিচিত স্বর । এ কণ্ঠ সহস্রবার জ্বলিছে,
কখনে যেন বেজে উঠেছে । মরা বল, ভূমিকে ?
আমি বড় অভাবিনী, আমার মাঝে ছাড়া করে না ।
সদা । না, আমি সন্মানল, আপনার তির্য্যক
দৃষ্টি ; ছতবেশে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে
এসেছি ।

পর৮ । সন্মানল—কুমি ? বহুদিন পরে এক-
জন শুভাকাকী পুত্রদের সঙ্গে দেখা হ'ল । সংবাদ
কি ? রাজা কেমন আছেন ? তাঁর কুশল তো ?
রাজা কোনরূপ অসুস্থ নহেন । তোমার চম-
বেশে এমন সরসে এখানে আসতে যেবে আমার
মনের চেতর উৎসর্গের তরঙ্গ উঠেছে । সন্মানল,
দীর্ঘ উত্তর দাও ।

সদা । মহারাজ ! চকল ছেদন না, একে একে
মকল উত্তর দি উত্তরন । হৃদয়ে আবার কারণ
আমনি বুঝতে পারেন না কি ? রাজার বহুশ, তাঁর
যে কোন কর্মচারী আপনার সহিত এই নিরীক্ষিত
দেশে সাক্ষাৎ করতে আসিল তাঁর প্রায়শ্চুত হবে ।
কাজেই বক্রণ চেহারা নিয়ে ভরসা করে এগুতে
পারছেন না । অকর্ম্মভীর সাধী পাতাকে পেরী
নেচে চুপি চুপি আপনার কাছে এসেছি । কি জানি,
কে কোথার মধ্যে ফেলবে, কচি পঁটার মতন পটাৎ
ক'রে যুগুটী হু'ক'ক' হয়ে যাবে । রাজসংসারের অতি
ভীষণ গোপনীর মধ্যে জানাবার সঙ্গে আমার
আলোচন হয়েছে ।

পর৯ । বল বল, দীর্ঘ বল । সম্ভেদভাঙনে
আমি বড় অধীর হয়েছি । রাজার কোন অমঙ্গল
হয় নি ত ?

সদা । মহারাজ সন্মান্যরী হয়েছেন । সন্মান-
তিকরূপে শীতকৃত । বল্বে কি না, ছোটরাণী রাজ-
নীতি মর্মে জ্বলিছে । মনস্ত প্রধান কর্মচারীদের
কাটিকে অর্ধেক প্রত্যবে, কাটিকে কাটিকে চক্ষের
সাইমিতে কাটিকে অর্ধেক-মুহুর হাতে নিয়ে হস্তগত
করিয়ে । রাজসীল হয়েইলা, যাতে রাজার মুখ
এই কথা তার হলে সিংহাসন, অধিকার ক'রে বসে ।
অধিকারী সিংহাসন নিখার অবস্থার পক্ষে আছেন ।

চেঁচিয়ে উঠছেন, বদ্বাহন, "আমার বড় রাজীক
এনে দাও, আমার প্রভাককে এনে দাও, আমার
মহাকে এনে দাও" সেই রাজার কণ্ঠের পুত্র
নিরে দিশাহ, শোনবার কেউ নাই । সবক রাজসীল
হৃদয়েই মনের নিখাসে আচ্ছন্ন ।

পর১০ । কি সন্ধাননা ? জগজ্ঞাননি । আরক
কিছু মনে আছে কি ? ভূই ঘরাই পাখি, বাগার
শিল্পের পৃথক যোচাতে চাস । সন্মানল, মতা বল,
রাজার কি ভ্রম বুঝেছে ? আমি কলকলি এই যে
কথা তিনি কি বুঝেছেন ? বল বল, মরা এনে
এক কোটী শান্তি আচ্ছ ।

সদা । তা-আর কি বোঝেন নি গো ? হুলজাহুরী
ক'রে রাজটার জীবন সেবার চেঁচা কচ্ছে । রাজ-
কবিদ্যায় পৃথক সে মরে বুঝতে পার না । কতবার
কত্রে একটি মাত্র দানী মাতীর প্রদীপের মত উপ-
টিপ কচ্ছে । রাজার চক্ষু বুজবে, ছোট রাজীক নিচে
ছেলেকে সিংহাসনে বসাবে । ভবিষ্যতে হোম
"প্রভাতের" আর কোন দাবী-দাওয়া থাকবে না ।

পর১১ । সিংহাসন, ঐশ্বর্য, রাজপ্রাসাদে যেবতী
অভিশাপে তির্য্যকদের মত ভ্রম করে থাক । আমি
আমার স্বামীকে চাই । তার ঘন-বহু, আমি পতি
প্রেমকাকালিনী, ঐশ্বর্যের কাকালিনী নাই । আ-
স্বাস্ত্যসাধ থাকতে জানি, নিজে দাবী করে সে
কর্ত্তে জানি, একটুই অন্ন ভিক্ষা ক'রে নিজে উপকা-
থেকে, আমার যেবতীর প্রার্থনা করতে আমি
চল সন্মানল, দাবীর অভিশাপ কলে ভূমিরে
আমার পতির প্রাণ রক্ষা করি । কালকুবের
মতিনী যদি আমার বিবাহেরে মারে, দাবীক ক
চারীর দাবী আপনাক করে, আমার দূর ক'রে
যদি আমার "প্রভাতের"—আমার বড় আদা
মহা'র জীবনের উপর আঘাত পড়ে, যাতে আমি
কিছুমাত্র চাপ নাই । পুত্রকল্যাণের দৃষ্টান্তে আমি
মব্বো । মনকে প্রমাণ দিতে পারো, দাবীর এ
বন্দায় জড় বশাবাধা বহুশ —কিন্তু সন্মানল,নি
জেন, এসে ঘরা এখনও নিমিত্ত মন । মর্মেই
অবস্থার সহায়ক আছে । ত্রৈক দিয়ে কা
টিক্রে বেবত, সিংহাসনের মত কলকে কলকে
উঠবে, অবস্থার দাবীক রাজার মতিনী বল আ

সি।) মা সো, আমি তোর ছেলে, আমার
মা সো! একবারে কতটা ব্যাকারি করলে
তু তির মত হয়ে যায়ে। স্বাক্ষরচারীকে
হয়, এখনও আমার মত ছুটো একটা হত
কিনা আর, যাদের মাঝার তুলে ব্যাকি হয়ে
সিহে, সেহের সমস্ত রক্ত টপকান, তু'রে ফুটে
কিছু হয়েছে আর বেগী মাই, তলোরার ধরে
সিহা সমস্ত প্রজা ফেলে উঠেছে, ছোটরাধির
কোন ব্যাকী হিতে কেউ থাকবে না।
সি। অধর্মের আশ্রয়ে থেকে আপনায়
সিহর ব্যাকিতে চার, তাদের পরিণাম এই
করই হয়। ক'ল রাসে মজীটরী মিলে একটা
কি ক'বে। যোগ হয়, পরজীবনের যথো কাছ
থাকি হয়ে যায়ে। আমার আমাদের রাজলক্ষী
না আলো ক'রে সিতে বসবে। অথানে শিখাচের
তা থাকবে না। যের মরে কারার রোগ দুই হয়ে
সিহে, আনন্দের সমস্ত গর্জন ক'রে উঠবে। সমস্ত
সমস্যা মনের উল্লাসে সত্যার মেবে। আর ছ'দিন
মুগ্ধতা কর মা, দিন এসেছে মা, আমি চন্দ্র, কে
কেউ ভীলকের খেয়ে এই দিকে আসছে। আমার
কথতে পেয়েই পাঁচকান করবে। তোমার কাছে
আমি বাওয়া-আলা করেছি, এ যথবাস এটার হ'লে,
মহাভারত কাব্যসিদ্ধির পাথে বিশেষ ব্যাখ্যাত পড়বে।
সি। যদি ভীল মরত্ব হতো, তত তর পেতুম না।
সি। জায়া মালী দেখছি, এখনি সব বেগালট
ক'রে মেলে, ও জাত সব পারে।

[প্রস্থান]

পরঃ। কি করি? মনের বেগ ত আর ধাক্কা
হাসিলে, প্রাণ উড়ে যেতে চাচ্ছে। হয় ত একদিন—
কিনা, সে কথা আবলগত হুকের তিতর, আশ্রম আসে
কি। অতর্ক্য হয় না। বালিকার মত চকল হয়ে
কিনা সর্জন্য করবে না, মিন্দার, আমার আলো,
কিনা মিন্দার আলো।

(কুলিয়ার প্রবেশ)

কুলি। মালী—মালী, তু আপন লেডকা লেডকা

পাথে থাকে, এ সব সজ্জার মিলিল। তু শালা। ই
সহজালী মূল্য হেতে বড় পেয়েত বে। দাবি থাকবে
না, তুমার পাথে বাতাকে কেবলে হারবারি মারি
লিবে। বুঝন। পরতান। দালাবান তুমার সিতে
পিছে বুঝে, তুমার লেডকীকে লিখে, বাস, আমি
কিছু হামি বলবে না।

[প্রস্থান]

পরঃ। ভীল-বালিকা কি ব'লে গেল? কিছু
বুঝতে পারি ব না, আমার সর্জন্য করবার জন্ত জন্ম
বুঝে, এর চেয়ে সর্জন্য আছে নাকি?
সইবে ব'লে আর কত সইবে? অমহ জীবনের
বালিকা এইবার পড়বে। ভীল-বালিকা কোথার
গেল? বিদ্যাতের মত এসো, নন্দারের মত ভুটে
বেদিয়ে গেল। ঐ যে থাকে, ওর পশ্চাৎ পশ্চাৎ
নাই, সব কথা কাল ক'রে না শুনে কোন্ পাথে
যাবে, তি উদ্যার ক'বে, কিছুই হির ক'র্তে পারো
না, জন্মগে হাই।

[প্রস্থান]

(সত্যার প্রবেশ)

সত্য। মা - কোথার গেল? আমার বুঝি
খুঁজতে যেহিরেছে। দেখ দেখি, হরিণ-ছানাটার
কি অভয়, মাঝা কত বড় ক'রে এসে আমার হাতে
মিলে, আমি নিজে নাওয়াই, নিজে খাওয়াই, তা
ভাল লাগবে কেন? কোথার যে উদ্যাত হয়ে যেই
হাসিলে, এক বুজলুম, কিছুতেই বুঝতে পারি ব না।
সি। হাই, হরিণ খুঁজতেই তো কুটীরে ফিরে আসতে
যেহী হলো। মনটা আশ এমন কছে কেন?
প্রাণটার তিতর যেন কেহে কেহে উঠেছে। আমি ত
আমর সাকে পাঁচে বাকিনি, আপনায় বনে যেতছি,
কাল মনের আশ এর ক'বে? মনটা ভাঙী ছা।
কি বেল রাঙা বাগের মতন কখন বাগের, কখন
কিয়ার, কিছরি কি নেই।

কি।

কুলি। মালী—মালী, তু আপন লেডকা লেডকা

আমি ভাগে মাগে ধারে,
তোক ঠারে সে লবক-চাঁদে,

কহিলে হেঁদে এমন ক'রে হাডান

শাওরা হবে কাক-ক

চুপি মাড়ে বাহ ক'রে,

হাতিয়ে দেখে তাবের ভণ্ডে,

কি-ক'রে সে আঁটা বলে কুন্বে খেদে

হাটাকার।

(লাজুর প্রবেশ)

লাজ। ওরে ওরে, হাটার বিড়ী, হামি কুহাকে
ধ'রে নিয়ে যাকি আনছে, হামার মাগে যাকি হবে।
যদি চিল্লাবি, গলা টিপবে, আর বাহবা, চুপ-চাপ
সাথে মাগে চলিতে পারে, কুছ বলবে না। কু হামার
বহিন, হামি কুহার জাই।

সজা। কে কুনি? আমার কোণার নিয়ে
হাবে? তোয়ার যুগ দে'খে আমার ভর হচ্ছে।
আমার মেয়ে কেলেতে এনেছ কি?

লাজ। না—না, কুহার জান দিবে না, শাহা-
ফের গছটার তোকে সুকিঁয়ে রাখবে। কল দিবে,
ফল দিবে, কুহার কিছু কষ্ট হবে না। হামি কুহার
জাই আছে।

সজা। না—না, আনার ধ'রে নিয়ে যেও না।
কে আছে? কে আছে? আমার বন্ধা কর,
ডাকাতের হাত হ'তে আমার উদ্ধার কর।

লাজ। বটে রে লরতানী, হামার মাগে দুদমন
শুক ক'রলি, চিল্লিতে শাখলি, কুহাকে লোর ক'রে
ধ'রে নিয়ে হাবে।

(বলপূর্বক উচ্চারণ)

সজা। বন্ধা কর, বন্ধা কর, ডাকাত।
ডাকাত।

(বর্গীহতে কুমেদীর প্রবেশ)

কুমেদী। বাডা বেগা লরতান। হুগ রহে
এ সেইখান। কি কার ক'রলি ব'হিন না, কুহার
কর জেই।

লাজ। কুমেদী। কুমেদী। কু আমহিন।

সজা। কুমেদী। কুমেদী। কু আমহিন।

কুমেদী। শাহাফ বেগা জাই। হামি কুহার
জাকি লিবে।

(বর্গীর আঘাতে আঁটা ক'রলি লোর ক'রলি,
গছটার হুকা)

লাজ। হামি কুহারে পা—হামি কুহারে পা
হামার বি জান দিবে, কুহার বি জান দিবে। কুহারে
—বলবে হানা হবে, লরতানি লোক-সাহায্য দিবারে
দিবারে হাবে। শাহাফের লরতানি লরতানি লিউকে
পাকিঁকে রাখবে, জ্বাধে রাখবে।

(সজা-কলপের কুমেদীর প্রতি হা-ক'রলি হামি
কুমেদীকে কেমিরা দিরা গলা টিপিয়া ধর)

কুমেদী। লরতান। লরতান। হামি আমহিন।

(বেগে প্রত্যন্তের প্রবেশ)

প্রত্য। ওরে মাই, চুপ-চাপে লরতানি লরতানি
লিউকে রাখবে, জ্বাধে রাখবে।

(ভীষণে আঘাতে লাজ ক'রলি)

প্রত্য। কুমেদী। কুমেদী। কুটে পা
এ। সজা হুকা—চল, কুলে নিয়ে বাই।

[সজাকে লইয়া উভয়ের বেগে প্রবেশ]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—০—

প্রথম দৃশ্য।

—০—

অবস্থা।

ভরতী ও কুমেদী।

ভরতী। সত্য-বাক্য দিলে। কুমেদী। না
না জেট বাইরে যুবক পাগলি-মেয়ে।
যুবক চাখতে ইচ্ছে হচ্ছে। ভরতী।
হাতুতি থাকবে। পাগলি। না।
হুগা জেট হুগা ক'রলি। ভরতী।
হামার কলিকা কর, বিকল।

কুমেদী। ভরতী। ভরতী। ভরতী।
বীচিয়ে। ভরতী। ভরতী। ভরতী।
ভরতী। ভরতী। ভরতী। ভরতী।
ভরতী। ভরতী। ভরতী। ভরতী।

কর। তখন দু'হাজার লোকের, হাশি সর্দির
 সর্দির সর্দির সর্দির সর্দির সর্দির, উভার
 সর্দির সর্দির সর্দির সর্দির সর্দির। সর্দির সর্দির
 সর্দির সর্দির সর্দির সর্দির সর্দির।

কম্পনী : এগারো, আমি কবুত্রে, লক্ষ হৃদয় ভর
 স্নেহে মোকেতে হাতে ধরে। স্বাধীনতার সপনমাখ
 মনে বঁলে রক্তের অঁটিতে ।

হাস্যজী। হামার ভীণ লোক হামার উপর সম-
জানী কৰাৰে। পাহাড় উঠাৰে দিবে। সব ভীণ
সকলক হয় লৰাৰ কোঁচা দিহে জাগি দিবে। কুমেজী,
হামার কিছু ডয় নাই, উ লায়ক হামি আফিই
কৰুৱা কৰবে। উহাৰ সাধনে উৰ জটো আঁথ
জালা ক'ৰে দিবে, হাত কাট্বে, পা কাট্বে, মাক
কাট্বে, পেৰে পহুৱা ক'ৰে মাতী চাপা দিহে দিবে।
হামি এখন সলা কৰ্ম্মিৰ জন্তে যাহু। লানু কুখাত
জুকাৰে থাক্বে—বহুবে, মাৰবে, উহাৰ বুঢ়া মাৰ
লাজ ভাটি দিবে।

॥ ३॥

হুমেদী। একটি জল। বন। খিটানাম। হাযার
একটি জল এখনো আসতে না কেন? হাযার
একটি জল এখনো আসতে না। হাযার কেন বন
এখনো?

(ଅକାଟିକର ଆଦେଶ)

ପ୍ରକାଶ । କଟିକ ଗଳ, ଓ କଟିକ ଗଳ, ଡାଏ ଡାଏ,
 କେବଳ ହେଉଛି ଡାଏ, କୁହ ଚାହୁଁ ?

କୁହେନା । ଆରେ, ତୁହି ଯୋଡ଼ା କୋଣା ହୁଅ
 ଆନନ୍ଦି ଯେ ?

বোভাভ। আমার পিতা আমাদের মত্রে দাবার
মত্রে দাবার দাবী বোভা। দাবী। দাবী।
দাবী দাবী দাবী দাবী দাবী। এই দাবীতে দাবী
দাবী। এই দাবী দাবী।—“দাবী”। এই দাবী
দাবী দাবী দাবী। “দাবী” দাবী দাবী। দাবী
দাবী দাবী দাবী দাবী দাবী।

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

কাদিল নি। নিজ নীতিও, উপাসনাক্ষেত্রও
নিম্নতার ভেদে বিনামসাতকী প্রাকৃতিকতারিতির বন্ধ-
যত্রে অভিকৃত। বার বার আভিরবরে আঘাতের
নাম ধরে উৎকার ততেন। প্রধান অধীকে পোপনে
আদেশ দিয়েছেন, আবাকের বাস্তবপুরিতে ক্রিষ্ণের
বিবে বাবান জাজ। আপনার ভর বৃদ্ধি পেয়ে,
অপরাধ নীতি ক'রে মার নিকট মার্জন। তেরে
পাঠিয়েছেন। তুই কেন আঘাতের সঙ্গে চল না।
বেশ ছুটিতে একমুখে থাকবে। বাগানে বেড়াই,
ফুল ফুলে, মাগ মাগেবা। কি বল, প্রাজী আহুই ?

কুহেলী : হাদি শীলের লেড়কা, রাজার বাড়ী
গিরে কি কপরে, রাজা মোকে খেবাবে মোব ।

প্রভাত। না রে না, আমি তোকে সঙ্গে করে
নিচে গেলে বাবা। তোকে পাশে বসিয়ে আবার
কাকুন।

জুয়েলী। আমি কেমন করে বাবে? যদি
বাধা কাঁবে, ভীষণলোকে কাঁবে, কলিয়া কাঁবে,
পাখাডের ঘে-ঘেয়ে, গাছ-পাতা, ফল-ফুল সব
কাঁড়ি থাকবে। আরে রাজার লেড দা, তু হামার
সর্বনাশটি করবার লগে ইখানে আনুহিতি রে।

প্রভাত । তুমি যদি আমার সঙ্গে যাস, আমি
সহীদ বাবা'কে রক্ষা করাব, সে আমার সঙ্গে যাবে,
জীলেকা যাবে, কলিরা যাবে ।

কুমেলা। হাথাক সেখানে লিখে লিখে কি
কর্নি।

ভাঙ। এ কথার উত্তর চটপট কি করে দিল, জুই সেখানে চলে, তার পর ভেবে চিন্তে বা হঠাৎ একটা কথা বলে। জুই বোকার চক্কি দেখিবি। জুই নেই, এ ভরী চাক্ষুষ বোকা।

১৩০০। না, বামি এ কোজ চক্কর না। ই
 হাখার নুকে জীর হান্দিম, কুহার খোজ পাইলর বুর
 চাপারে হাখার খান লিবে।

প্রকৃত : না রে না, জেই চেয়ে থাকিবে বেড়া
 হাত, সেখনি, কেমন কারো কথা খোলে । (অবধি
 হাত) (অবধি) জাহান্নাম হাতের কলমে কেমন কর
 রে।- কলো পাখি, জেই, কলো কলো কি না
 বেখনি ; জে, জেই জেই জেই জেই জেই
 জেই জেই জেই জেই জেই জেই জেই জেই

প্রজাপতি । এই আর মজা কলা কি বস্তু ? আবার
মের জিহবার দাঁড় কে, তার পর রেকাবে পাঠকে,
তার পর পিঠের উপর উঠে বস ।

জুয়েলী । তুমার মনে কত ক'ছে নশ্বল ? তু
ক ক'ছিস কেন ?

প্রজাপতি । কেনে, ক'কামি দাখ, আর ।

(অক্ষপত্তে জুয়েলীর আচরণ ও
নেপথ্যে কোলাহল ।)

জুয়েলী । জুয়েলী ! সামরী শরীর ভাগে আবদ্ধ
হেঁচ, সেই সন্তান, সেই দুগুন মাস, অসংখ্য মনুষ্য
এক অল্পটুকু সঙ্গে নিয়ে কামানের মজ্জমণি বদলে
দাঁড় । কি করি, আমি নিঃস্ব, কি উপরে তোমার
জিহ্বা বসল হ'লে দুজ ক'বো ?

জুয়েলী । লাল । লাল । সমতান । লাল । লাল ।
হাতান । (মুছা)

(শব্দ শ্রবণ ও অজ্ঞাত ব্যক্তির প্রবেশ)

লাল । হুমমের মুখে ক'ত বীদি সে, খুঁ
জার বীদি, একটা বাৎ না নিকলিতে পারে ।

প্রজাপতি । শোন লাল ! যদি মধ্যার্ধ্য বীর হ'ল, যে
নরহন, তার উপর অত্যাচার ক'রে তাপকরতার পরি-
চিৎ না । কামার একখণ্ড অস্ত্র দাত, দর বর্শা,
তার তলোয়ার, নইলে তার-ধনুস, তার পর তাম্বুরা
কলে একত্র হয়ে আবার আক্রমণ কর । আত্মরক্ষা
করতে পারি ভাল, নচেৎ প্রাণ বিসর্জন দেবো ।

লাল । বর্শা দিবে, তলোয়ার দিবে, তীর-পুলক
দিবে, বাহবা রাজার লেডকা বাহবা ! আর উ তলো-
য়ার তু হামার বুকের মধ্যে ঢালায়ে দিবি ? তার পর
জুয়েলীকে লিখে চুপি চুপি ভালবাসা ক'বো । আরে
তু লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখহিস ? কট কাপড়
হিসে মূল বীদি রে ।

প্রজাপতি । আমার উপর যে অত্যাচার কর
কামি নইবে লইবো । লাল ! তুমি প্রতিরোধে চরি-
ভার করবে এসেছ, শরীর প্রতি রূপা এরপন কেন
করবে ? আমিই যে আক্রমণ করি না । তবে তোমার
আর সন্ধান ক'রে একটি অস্ত্রের কথা, জুয়েলী
মুদ্রিত, একখণ্ড না সেরা স্পর্শ করে ।

রাখতে পারি না । জুয়েলীকে হোঁচ ন, জুয়েলীকে
মুকে বহবে না ; জুয়েলী হামার কাছে, আমি বস
করতে জানে ; মজা আছে, আমি বকে ধরে লিখে
দাবে । জুয়েলীর ডাকের উপর আমি তুমার দাবারি
আপন কাছে কাটবে । জুয়েলী হামার, তুমার বেশি
আছে । ভাই লোক সব, হামিয়ার, হামিয়ার পাখার
খাড়া ক'রে জুয়েলী হাতের দিটারে পাহাড়ে গেল
দার দিটার লিখ চমো, আমি জুয়েলীকে লিখ
বাছি !

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

কুটীরপাশের পথ ।

(দীকারী বাসকরদের প্রবেশ)

তুহ, তুহ, পাড়বে হামিয়ার লাখ বিববো কাক
হোড়ে কোড়ে থাকবে বহা উঠিয়ে ভালবে বাছ
লাগে লাগে ধবো পাখীর কাক,
যেরা জানে কেউ ধাবে না কাক,
কাহানীটা আর ধ'কো না পাখ,
ডাকেরে কুঠিয়ে ধাব ডাক,
ধবো বহা দেব কাছাক,
কবুওর করবো পাচার,

নরীর পাড়ে ডাকডাকি কবুবে না চকচকি ।
বোড়ি কাক বন বাসাক কখনো উঠাই,
নীচাচীর হাত এড়াবে গদানার তার অপর কাক ।
(প্রস্থান)

(শব্দ শ্রবণ, সঙ্গী ও বহানলের প্রবেশ)

বহন । বহানল ! পুরো হুমি আবার
ছিলে, তুমি যদি সেরের ঢাকলা গাইলে, এক
খিলীর অস্ত্রের এচরিলে কামের পাড়ে বিশিষ্ট
মানে কত করণ উঠছে, প্রাণে কত গোপার
করনা করে বিড়োর হুজি । কত সুখমণী হুজি
একে সবর-বর্ণেরে প্রতিবিম্বিত করে, কখন
ক'র মত জানিবে উজ্জ্বলতার উঠি, আমার বি
- - - - -

কিছুই না পড়লে, তার সাধা তা অসুস্থ করে।
বিশ্বাস করি মহারাজ উঠে বসতে দেখছিলেন কি?
আজইতে পাঠেন কি? রাজত্বের জন্য কি এখনো
আমার আশা আছে বলুন?

সহা। মা, আর কোন সুর নাই, মহারাজ এখন
সুস্থ। তিনি নামে এসে আপনার সঙ্গে নিয়ে যাবেন
যে অসুস্থ আশ্রিত প্রকাশ করেছিলেন, পাঁচ
মিনিটের মধ্যে সীতার চিকিৎসা করে, এবং আমায়
কলম তাকে মিসুও করলেন। বলুন কি মা, আলোকে
আমি সুস্থ করতে চাই। স্বপ্নে যেটা দেখি
সীতার মঙ্গলের অবস্থা দেখে আমি হাসবো কি
দুঃখী কিছু কির করে উঠতে পারবো না।

সহা। মহানন্দ! আমি আমার বকের এক
নকশে দেখেছিলেন যে, মহারাজ কোন মতে
কিম্বদন্তি বসে বসে মুক্ত হবেন। এতদিনে বুঝলাম,
সীতার সাধারে মঙ্গলময় জগদীশ্বর তাঁর পুত্র-
পৌত্রের মিলে লীলাখেলা করেন। ছুঃখের দশা
স্বস্তি হয়ে আমার তাঁর স্মৃতিচারণের উপর সোনা-
পাল বসি। কিন্তু স্বপ্নের ভয়, ও অবশেষে পরাজয়,
অজ্ঞানতাপের দ্বারা, কষ্টেরও হবে। ছোট দাঁড়ি
আমি কি অবস্থার আছেন? যে সকল রাজবংশের
চন্দ্রের মাথা ছিল, তাদের প্রতি মহারাজ কি
কিরিয়ান করেছেন?

সহা। মা, আমি তো ভেবেছিলাম সে দিন
জন্মে মহারাজী মিলে একটি সত্য আশ্রয় করে
বস্তু কর্তব্য ছিল হয়, সেইমত ফাঁদ হবে।
কিন্তু ক'রে আমায় ছিন্ন করবেন, যে সকল স্বপ্ন-
দীপ্তি মহারাজের সত্যতাকে, সকলে একত্রিত
মিলিত হয়ে বলপূর্বক মহারাজের পীড়িত ঘরে
প্রবেশ করে মহাশয় প্রাণ রক্ষা করতে হবে।
কিন্তু উদ্বেগময় আমি নব্বয় জীবনের অবসান হয়,
জীবন্যে তাড়ারে অকস্মিক আমারে সজিত থাকবে।
কিন্তু মনে মনে নাম গ্রহণ করে আমরা মহা-
রাজের স্মরণ সাধার পাশে উপস্থিত হলে, ছোট
স্মরণ সাধ ক'রে ততকালো কৃতর কর্তব্যী আমা-
র সাধা দেখা চেষ্টা করলে। সে দিন মহারাজ
সুস্থ ছিলেন, তাঁর চক মুখের জুহুটি দেখে, এক

জেন। চকুপন্থে রাজসভায় এসে বসলেন। যে সকল
কর্তব্যী এই কুটিল চক্রান্তে দিল্লি ছিল, তাদের প্রতি
প্রাণপ্রাণ প্রকাশ করলেন, সপ্ত ছোটরাণী চির-
নির্জীবনমত গ্রহণ করে কামতে কামতে রাজসভায়
তাগ করে গেলেন। যারা অসুখী তাহারাই
মেঘের ফাঁদে সন্নিহিত হয়। যেসব মেঘ চকুপন্থে
মেঘছিল, আবার মেঘের দিন গুরে এল। আর
বিশ্বকেন মা, আজিই রাজা করা বাক্য না। হেলা
হাজী-লোভা সঙ্গে এনেছি, পাঠাতে দেখের গোচর
বাক্যের হয়ে উঠেছে।

সহা। হাঁ মা, আজই চল, আর আমার
এখানে গাফিলত মন উঠে না। কেবল মনে হবে, কখন
দে মনস্তান এসে আমার ঘরে নিশে যাবে। গাফিলত
পাঠা মনস্তান হয়, ছোটের সত্য বাক্য প্রাণ
সংগে থাকে।

সহা। আজ, বাক্য। তুমি এ বসনে কি করে টাই
না দেখি। মা, সোনার মুখের পাঠাভীরে আচরণ
করা বা শুভলম, আমি তা অবাক হয়ে পড়লাম।
এখানেও সেই কুটিলতার আঁত। সেই স্বপ্নের
ভয়। সেই পিলাটের তাওবদ।

সহা। মহানন্দ! আজ রাতি। এখানে থাকি
কাঁল প্রাণেই যাক করবো। সন্ধ্যার বাগর কাছে
বিদায় নিতে হবে, ভীলদের আশীর্বাদ জানাতে হবে
জুয়েলীর মুখচূষন করতে হবে। অনেকদিন এ পর্যন্ত
কেনে, এ পূর্ণ-কুটারে প্রকৃতির অপূর্ণ সুখের দিন
জতি বাহিত করিছে, আজ সমস্ত রাত কান্না,
চকুরে কল কুটারের মাটি ভিজিয়ে দাব। প্রাণের
দীর্ঘকাল—স্মৃতিচিহ্ন রেখে তার পর বিদায় গ্রহণ
করো।

সহা। মা, তুমি যা ভাল বোধ কর। প্রাণ
কোথায়? সত্য হয়ে এলো, এখনও সীতার করে
বেড়াছি না কি?

সহা। আমি তাকে বলেছি, কাঁল প্রাণে
আমরা রাজা করো, যে পাঠাভীরে সঙ্গে দেখা
সাফল্য করে গেছে, অসময়ের সন্ধ্যা, নিরা-
শ্রয়ের আশ্রয়, তাদের ছোট কথা বলে থাকবে
মা।

(ভারতীয় প্রদেশ)

কল্লী। যারি! যারি! হাজার নক্ষত্র
 হইছে, তুমার নক্ষত্রাণ হইছে। হাজার বি নক্ষত্র
 যারি যিহিছে। তুমার লেডকাকে, হাজার জ্বলন্ত
 নক্ষত্রাণ জাল, থাকড়া করে গিরে গিছে। সুখকে
 সুখাবে রাখছে। জান্ গিবে। জান্ গিবে। তুমার
 লেডকাকে মাসবে। কোঃ কোঃ। হামি কুছ করছে
 পারলে না। হামি কুছ করছে পারলে না। হুই
 হুই হাজার নাম পারাই দাঁড়, আর কি কল্লী,
 আর কি কল্লী, আপনায় মাথা আপনি কাটবে।

সব্বৎ। কি সর্বনাশ! গ্রাম আর কত সফ
করবে? মহেশ্বর, তোমার মনে এই ছিল?

(सुखी)

সত্যা। সর্দার বাবা! সর্দার বাবা! আমায়
 মার কি হ'ল দেব।

সহ। - হা রে কালন্দর, কলিতে সবই বিপরীত।
 বিনা ঘোষে রাজসন্ধ্যার এত বজাণ।

তল্লহী। হারি! হারি! কু উঠ, কু উঠ। কুহার
গেড়ককে লিগেছে, কুহার গেড়কী ইর নাখে আছে।
হারি হাড়বে না, হাড়বে না, হাড়বে না। পাকড়
ডাঙবে, গাছপালা সব জালাবে দিবে, বর-বাড়ী লুট
করবে। মরতাল লালকে পাকড়তে না পারে,
কুহার বেটা কুহার পেটকে না ভানতে পারলে, হারি
সব ভীল লোককে হারি লটকার দিবে।

শব্দ। সঙ্গীর বাবা! সঙ্গীর বাবা! তোমার
আগারে থেকে এত দিন অনাধিনীর মত এই পরিত-
ক্রান্তে বাস ক'রে আসছি। এ আহার কি সঙ্গী-
দান হলো! সে দিন সঙ্গীর দৈব-ভুখটার কথা
তোমার অবিধিত নাই। আর আবার এ কি হলো!
আমি এই এককণ মনে মনে কত স্নেহের ছবি আঁকি-
ছিলাম, যে চির-ছাণিলী, সে সংসারে কেবল কাণ্ডে
বহেছে, স্নেহের দিন আসুবে কেন? সঙ্গীর বাবা,
সঙ্গীর বাবা, আমি মাকরাণী, তোমার পায়ে ধরি,
আহার প্রভাতের কোন উপায় কর।

[illegible][illegible]

(ভীষ্মজন্মের প্রায় ১৭ বছর পূর্বে)

ମେ ବାସାସାର ହୋଇ କାଜି ।

मात्र मात्र मात्र मात्र १०,—

ଚଳ ବାମୁଡ଼େ କାମୁଡ଼େ ଯାଉ ।

ਦਾਨ ਖੁਦਕ ਹੀ ਭਾਵਿ ਭਾਵ,

ਭੀਮਾਦੇਵ ਪੁਰਾਣਨੇਰ ਭਾਗ.

হুঁজি ক'রে নে না ক'ড়ি,

ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ

টালি ১ চোটে হবে যেইমান উজাড়,

হালসাতে ধরক ছিবে এঁতে চটশক্তি

করবে। পাহাড় তঁকা হবে সমুদ্রে পৌঁছাবে।

সে যেহেতু, তার সারের দুই তারিখ

[१७८]

कृष्ण कृष्ण !

443 444

(एकादशक महिना मासुर आदिक)

গাভী। আদ্যে হাফাং বিদ্য। জীব জীবিত
 হাবাত বান্ বিদ্যে বান্ কদহিগি বা। অকোরে কদ
 কোন্ দাফা আদ্যে হাবাত বান্ বিদ্যে হাবাত বান্
 অকোত। আদি কদহিগি কদহিগি কদহিগি
 কর। তবে বৈশ্ব অকোত। অকোত। অকোত। অকোত।
 নিবাসের অবস্থান জীবিত হাবাত বান্ বিদ্যে
 বীড়ের জীবিত হাবাত বান্ বিদ্যে, অকোত। অকোত।
 বিদ্যে, অকোত। অকোত। অকোত। অকোত।

ପାଣି ଓ କୁହାର ବଡ଼ ନଦୀ ଲଗା ବରମ ଲାଗେ । କୁହାର
 ଓ କିରାଡ଼େ ଖାଲି ନା, ହାସି କୁହାର ଖାଲେ ବାହାରେ ନା ।
 ଖୁବ୍ କାଢ଼ିବ, କା କାଢ଼ିବ । କୁହାରୀ ଲେଖେ—ଡିହାର
 ଖିଲିଖାଲି ଡାଢ଼ିର ଲୋଡ଼ା କେବଳ କାଢ଼େ ଘରେ । ଖିର
 ଖାଲିବିକ୍ତ ହାସରେ । ଡିହାର ଧରମ ନୂର କହାବେ । ହାସି
 ଖାଲେ ନା, ହାସି ଧରମ କହ ହାସେ ନା ।

১. **জন্মের**। জন্মের কালে কোথায় জন্মিলে কোথায় ?
 ২. **কোথায়**। কোথায়, কতদিন, কতবার জন্ম জন্মিলে কোথায় ?
 ৩. **কতবার**। কতবার, কতদিন, কতবার জন্ম জন্মিলে কোথায় ?

গাছ । খায়ে বাগ বে । জুয়ার দল দেখে হামার
 হামি আনচে, তু মবুতে মনকির । মা, বাগের কলা
 খাইলি না, বহিনের কথা আবারি না, জুয়েলীকে
 নিয়ে জুয়ার গরণ চলে উঠেছে । আচ্ছ, জুয়ার ই
 মত খামি জনবে । কয়েলীকে দেখাব । জুয়েলীর
 হামিনে জুহানে টুকরা টুকরা করে কাটিবে, তু চুপ-
 করে এখানে থাক । হামি জুয়েলীকে এখানে আনছে ।
 কয়েলীকে খামি হামি বাগে নেই তো । জুই ভাগি ।
 জুয়েলীর কামি না, চপ-চাপ বীণিতে বে ।

প্রকাশিত। ভোগ্যের যা ইচ্ছা কর, তুমি স্বয়ং-
লীকে কোথায় খসেছ। এই শস্যের যথেষ্ট।

ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମତି ଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

অস্বাস্থ্য। পূর্বাভাসের অনেক পাপ ছিল, সেইসব
 কারণ থেকে যৌথনে পরাপূর্ণ পূর্বাভাস কখন স্মরণের মূল
 ভিত্তি নাই। জীবন অপেক্ষা কড়িলেম, সে দিন আর
 পৌঁছো নাই। পরিচায়ন দ্বারা হাতে রাজপুত্রের কীটন-
 যুক্তি। মার মুখ মনে পড়ছে—দক্ষতার বিখ্যাত চকু
 হুটি ভোঁধের উপর ভাসিয়ে। দেবদেব মহাশয়! কে
 তোমার কামিনী নাই রেখেছিল, তুমি পাহাণনিবৃত্ত,
 কামিনীভা ভোঁলেতে বিকৃত্য নাই।

(कूटमनीटक नईया कागज आबेन)

সুখেলা । সাজু সহজান । সুখান । সু ভাবিন মা,
 সুখিন সুখনি । সুখ বাকি সিকানুবে মা, সুখে
 সুখে সুখি মা । তার পর দেখানে দারি, দেখাকার
 সুখের হার পাশের বিচার করবে, লজা দিবে,
 সুখের সুখেলা দাই, সাজার দেখকা দাই, সুখনি
 সুখনি মা । চুলের মুঠি ধরবে, পাশের হার
 সুখের সুখিন মা, সুখের সুখনি, সুখের সুখে এক কোটা
 সুখের সুখনি মা ।

স্বামী। কয়েক বছর কি হাটি, হুল হলে বা। হামান
বাহ খেন। যদি হামান দাবি করিল, তবুও জানে
স্বামীরই। নেই তো কতক স্বামীর।

ହୁଏନସି । ହାସି କାନ୍ ସେନେ, ମହାଜାନକ ମାସି
କହେ ନା ।

জান্না : বটে বটে,রে ছদ্মবলী ! হুনার উ মুখ হাবি
ও পারে বদলে : দেখ জান্না কি করে ।

(कृत्यनौक वरुण)

ଅତୀତ । କାହାଣୀପୁତ୍ରର ଏହୁ ଲେଖା ଅନେକ । ଏହି
ମଞ୍ଜୁ ମୁଦ୍ରା ଲେଖା ।

পান। গা হাঁ, যবে—যের হবে না—যের হবে
 না। বল জুগেণী, কু আগে মরি, না রাজার লোক-
 কার গ্রাম আগে বিবো ।

কুমেশী। কান্না লাগে। আমার জন্ম কু আশে
 সে, আমার জন্ম কু আশে সে। হাজার লোকটাকে
 আমার হামলে মারিল না।

প্রভাত। হালু ! তোমার মত শত্রু আমার অগতে
নাহি, তুমি তোমার "গাই" সম্বন্ধে ন'র বগতি, তুমি
আমার গাই আগে নাও। আমি মৃত্যুকালে তোমার
হৃদয় কাঁদানি ক'রে মরবো।

লাজ । এতো ভালবাসা তুমিদের, এতো ভাল-
বাসা আমি সমানে পাব্বে না, রাজার লেডকাক
আগে মাঝে । জুমেদী । জুমেদী । দেখ, দেখ, তুমি
ভালবাসার বকের হুকু কত লাগ দেখ ।

(ছবি বা আঁকতে উদ্ভাস)

জ্বলন্ত! সপতন! সপতন! জানে মাঝে,
জানি মাঝে!

(କୈନକ ଜିନ୍ଦଗୀର ପ୍ରବେଶ)

ভীল। গাম্ভীরী, লাম্ভী, বড়া খায়াল গবর, বড়া
খায়াল গবর। কু হাতির সাথে কার, হানি ঘোড়ার
পায়ের আওরাজ কনুহি, কোন্ আশুছে, হায়ালের
বহুজে আসিছে।

নাশ। তৈয়ারি হো! তৈয়ারি হো! যে যে
আছে, সব তৈরী তৈয়ারি হোতে বস। কচাই
বিশ্ব, বাহিরের লোকজন আসে থাকবে। কলনি বাহির
আসে, কলনি বাহির আসে।

[ॐ नमो भगवते वासुदेवाय]

১০০০। ১০০০। ১০০০। ১০০০। ১০০০।
 ১০০০। ১০০০। ১০০০। ১০০০। ১০০০।

কুখেলো। সর্দার বাবা! কুখাকে একবার
খাতে পেলেন না।

দুনিয়া । সুয়েণী, চুপ । রাজার লেঙ্ককা, চুপ,
 মিস আদুহে, এই তপোহার জানুহে, এ বাকের
 হো লুকারে আনুহে । এই তপোহার নিরে ভাপ-
 ১২ জানি বাঁচাতে পারবি তো ?

(ভগবান্দি নইয়া আশনার ও স্মৃতির
বন্ধন ছেদন ।)

জুয়েলী । ফুলিয়া, ফুলিয়া, হামার মাথা তোর
 মুকের উপর লে, হামার কান্দা জামুড়ে, হামি কানবে,
 হামি কানবে ।

প্রত্যুত্ত। আমি লগ্ন কছি, আশ্রমকার লগ্ন
কিছু আয়োজন, তাই করবো, লগ্ন্যুর জীবনের
এক কামিনী লগ্ন্যুর কবো না।

कल्याण : बहिष्कार गार बर्तीर वन अगोरे,
 मीत वा मीत । मरण मुखी कीत की कल्याणित
 मीत वा मीत । मरण मुखी कीत की कल्याणित
 मीत वा मीत । मरण मुखी कीत की कल्याणित

সামান্য হই কিবা হে, হই কিবা হে। সত্যের পোতা
 সত্য জাতি। সত্যি কহিতে না, সত্যি কহে, সত্যি
 কহে। সত্যি মন, সেই হে। সত্যি সত্যি
 কহে। সত্যি হে। সত্যি সত্যি, সত্যি সত্যি
 কহে।

প্রত্যাহ। কেমন দণ্ডার, বৃদ্ধাশ্রম নির্মাণ
আমি প্রতিজ্ঞা করে বক, তোমার আগে বাঁচবে না।
প্রতিজ্ঞা কর, চুক্তি ত্যাগ করবে? আমি কখন
অর্থ আদায় করব না? যদি ভীষণের বদমাশ হয়ে,
আমার কাছে শপথ কর, ভীষণের প্রতি কখনো
বদমাশ করবে না, আমি তোমার ত্যাগ করি।

কল্যাণী : তব নারায়ণজী ! তব নারায়ণজী !
 রাজার বিটী, সব জানের বুকের মধ্যে ডগেরার যে,
 দেবী করিস না। সাপের মাথাই জাতি হ'ল, নরক
 করিস না, নরক করিস না।

ভয়ানক। তু তাকলি, হারি ছাকবে না। হারি
মাথা কাটা গেছে, বুকের জিহর জীব চলে; হারি
মনের আন হারি গিয়ে। আরে মরতাস, বো মার
কবাহিন্দু, তোকে আপন হাতে মারলে নরকে হারি
হবে, বো হবে সো হবে, আরি তোকে মারবে।

कृतमनो । गच्छिष्य वास । गच्छिष्य वास ।
 कश्चिदि किं । अकथय ज्ञाने प्राप्नुवि, वाचाय कति
 आसिद्धे ।

নাম : বর্ষিক, বর্ষিকের বর্ষিকের বর্ষিক
 বর্ষিক : বর্ষিকের বর্ষিকের বর্ষিক
 বর্ষিক : বর্ষিকের বর্ষিকের বর্ষিক

শরৎ । প্রভাত । প্রেক্ষিত । তোমার চিরদুঃখ
বাক্য-বৈশিষ্ট্যে পাই, সে আশা ছিল না ।

সন্ধ্যা । বাবা, বাবা, আর আমার এখানে থাকিব
।। যাও আমাদের ঘিরে বাবার চক্ষে সোকাছন
।। হিঃহেহন, কত হাতী, কত মোটা পাণ্ডা-বছন ।
এ হাদা, আমার এ দেশে আর থাকবো না । এমন
ধেনেশে দেশে বাচিব থাকে ?

জুমেলা । দিদি । তু হাবাবের ছেড়ে দাবি ?
পিলে বরষ লাগবে না ? তুমিরা লোক অক চলি
বে, কাল হাবি মরে যাবে, সর্দির বাবা, তু এদের
তে দিহ না । তা হলে আমি বাচবে না ।

ভরতী । (শরৎকবীর প্রতি) মাঠি । আমার
ক বাত তুকে রাখতিই হবে । বাজা আহামি
ভজিতাবে, তু আপন গরে চাখিস, তুমার সুখের
নে, আমি তুকে একটি চিহ্ন দাব, তু শিবে ?

শরৎ । সর্দির বাবা । তোমার পদ আমি এ তুকে
চিহ্নেণ করতে পারবো না । তুমি তুপা না করলে
যতদিনে পুত্রদ্বারা হাত । তু তুমি নয়, কোমার
হাতা জুমেলা আমার সন্ধ্যার আশাশীলী । বাজাবের
বল হাতে বন্ধা করেছে । তুমি আমার বা জোব,
আমি মাথা পেতে মেবো ।

ভরতী । তু হাবার লেড়কীটাকে লে । হাবার
হাবের আন, পরানের পরাণ তুমার লেড়কীর সাথে
যদি দিহ । চূপ-চাপ বটলি কেন মাঠি ? ভাঙ্গের
লেড়কী গরে নিরে যেতে সরষ পাতিব । শুন মাঠি ।
জুমেলা হাবার আপনার লেড়কী না আছে । কোই
এ বাত জানে না । আমি নদীর ধারে পাখী নীকার
করতে গিরে, বাসির উপরে কুড়ারে গাই । সেখানে
একটি ছোট বাজের ভিতর এক টুকরা কাগজ ছিল,
আমি সাথে করি সি কাগজ আন্টি, এই সে তু পড ।
জুমেলা ভীলনী ওমরুলে আমার কাছে আছে, জীলবে
জায়া শিগেছে । তু গিরে বা, লিখা-পড়া শিখাস ।
সিহিলনী-বাচ্চা সিহিলনী হবে, শিখাল হবে না ।

শরৎ । এ কি । এ বে উত্তরপুরের রাজাব নামা-
লিক মোহর বেখছি । কি অটল বক্ত । এই বেলায়
সেই সত্যনী, সেইরূপ মোহ, সেই বক্তব্য, সেই নির্দো-
শন । সত্যনন্দ । তোমার মনে আছে ঘোষ হয় ।
উত্তরপুরের রাজাব দুই ছুটি ছিল, সত্যনীর বেশনে
কুড়কী বক্ত বাবা নির্দোষিতা হন, নদীর ধারে তিনি

নাই, সবসেই মনে করেছিল, সত্যনীর বক্তা বক্ত-
পাত্র উত্তরপুরের, কি আশ্চর্য, এই সে অটল ।
(জুমেলা প্রতি) এস মা, পরীক্ষাশীলী হাতাব
নশিনি । আমার মোহর খন, আমার সন্ধ্যার আশা-
ন, সন্ধ্যার হাতাব বাক্যের প্রভাত-কুমারের হাতে হাতে
তোমার ঘিরিয়ে দিই । এমন সুবেই-দিন আর
আমার হবে না । হোকমুহ, হোকমুহ, হোকমুহ
গরে আমার পরহায্য সেবতার পরহায্য করো ।
সর্দির বাবা । তোমাকে ও আমাধের গলে ছেড়ে
হবে, জীলবে মরে মিচে হবে, বিরাম-উৎসবে
তোমরা না হোকমুহ কবলে আমার উৎসব অনশু-
হবে হাবে ।

ভরতী । মাঠি । আমি গাবে, না জীললোককে
মরে মিবে । যদি গিরে আমার আপনাই বুলুক
গিরে আসবে ।

সন্ধ্যা । কি লো জুমেলা, কখন কখন না কেন ?
কেননা লো, বর নামের বক্ত গিয়েছে তো ?

জুমেলা । তু চূপ ব দিদি চূপ ব ? জাখিহ
কেন, সেখানে গিরে আমি ভাল বর ঘেবে তুমি
মাঠি শিবে । তু প্রাণ ভরে হজা করিস ।

(জুমেলা ও সন্ধ্যার টুক)

জুমেলা । মিলবে যদি তুমার জীললানা,

হেসে হেসে আদার নাগর বাসা,

সন্ধ্যা । পাহাড়ী ছুঁতী তোম পাছাড়ে তব,

নেইব সরষ বাসি কব্বি রং,

মন দিহু তোম আশা পূরে কুই মেটা পিহালা ।

জুমেলা । কলটি কোটা বেন গোটা গোটা,

একটি গেলে কোটে হাতে কাটা,

সন্ধ্যা । কুই ভো ভাল, কুইমে গেল,

তোম দুটি বটে তোম ভাল ভাষা ।

বে দেখতে-পাবে কুই নেবে সে যে ঘিবে দেশা ।

জুমেলা । হাতটা কোড়ে গোড়ে ধরে,

একটি কথা দিদি বন্ধে জোরে,

সন্ধ্যা । ভই বদলি বা কুইছি আ জোমের আশা ।

বসলে প্রাণে বেবে পুখিরে বাবা ।

সন্ধ্যা । বাবা । বক্তব্যগীতলো কুই নিশি

দিবে তোম বেকলো বেবে-আমি হাজা হলো । আর
কেন, সেবদের মহাভেদে, হাজা সন্ধ্যা কবে, সন্ধ্যার

অমর-প্রবন্ধিকা ।

কুমেলা : দিদি, তুমি দাদা ছাড়া কে আছে
সামিল ?

দাদা : ও আর আমি না তোমার স্বর—তোমার স্বর ।

কুমেলা : না না, তু আমিস না, তুমি দাদা
ছাড়া কেউ কই আছে ।

দাদা : কি রে ভাতা, "কটিক জল" কি যে ?

ভাতা : কুমেলা সবে আমি কটিক জল
পাঠিয়েছিলাম ।

কুমেলা : "কটিক জল" "কটিক জল" কি আছে
যে কুমেলা ?

ভাতা : আর উদ্ভব কুমেলা নিজে পারবে না ।

কটিক জল কি, তা কেউ কই কটিক জল না হলে
বুঝতে পারবে না, এইটুকু কোনে বেখো, কটিক জলের
অর্থ কটিক জল !!!

দাদা : ঠিক হয়েছে দাদা কুমা, কটিক জলে
অর্থ কটিক জল !!!

সমবেত শ্রুতি ।

যেহেতু মন স্থবির মিলনে ।

"আজ আনন্দ জ্বর"

যে যাকে চায় সে তারে পায়, টানে মনের বীধনে

'দেলে আঁধা বেলায় সহচর'

প্রাণে প্রাণে মেলে কেমনে,

কে জানে কে টেনে আনে,

অজানা কি জানাজানি হয় মনে মনে ।

হৃদি মনে মেতে অনন্ত, পীড়িতের দেহের রক্ত

লুকান কত কথা নয়ন বলে নয়নে"

"মাতৃহারা মন বিচারা।"

নির্মলা ।

গীতিকাব্য ।

নাট্যোদ্ভিষিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষগণ ।

স্ত্রীগণ ।

শ্রীকৃষ্ণ ।

সদানন্দ উপাধ্যায়

বৃন্দ

কুমার

অটল

পরমানন্দ

কিশোর

নিমটো

শুক মহাশয় ।

ঐ ছোট পুত্র ।

ঐ কনিষ্ঠ পুত্র ।

দ্বিপ্র ভাস্কর-বালক ।

দনবাসী চির-অন্ধ ব্যক্তি ।

ঐ পুত্র ।

নীচবংশ-উদ্ধৃত বৃন্দ ।

বালকগণ, শিকারীগণ, কাঠুরীগণ, পক্ষী-

বিক্রেতাগণ, ব্রাহ্মণবালকগণ, ভার-

বাহকগণ, অহরীষ ইত্যাদি ।

শ্রীরাধা

নির্মলা

হাটিলের মাতা

কালিন্দী

হরেকৃষ্ণ, মনৈক আরাধ্যলোক, শিকারীগণ

কাঠুরীগণ, পক্ষী-বিক্রেতাগণ,

বস্ত্রাশয়গণ, কুব্জ-কল্যাণ,

সহচরীগণ ইত্যাদি ।

প্রথম অঙ্ক ।

—:—

প্রথম গর্তীক ।

—

দনবাসী কুমার ।

(অটল ও বালকগণ)

শ্রীকৃষ্ণ ।

কিছু চাকি কিছু কিছু,

ভাড়া আনা পাতার পাতার ।

কিছু আনা, কখনো,

কিছু মেয়ে পাড়তাবে চার ।

পিট পিট ডাকছে পাখী,

হুমেদে কলি খোল্‌ খোল্‌

ভলে ঢেউ নাচছে কেশব,

হুমেদে হাট

নিশির নিশির বায়ে বেধে,

পাহের পাতা-প্রাণ

বীর পবনে, আপন মনে,

কলি হলে নিশির

১ম দৃশ্য । ১ম দৃশ্য । ১ম দৃশ্য ।

১ম দৃশ্য ।

১ম দৃশ্য । ১ম দৃশ্য । ১ম দৃশ্য ।

১ম দৃশ্য ।

১ম বা। কেন, যাঁতে করে করি।

২য় বা। বা রে বুদ্ধি! যাঁতে করে মাড়
হানি? এ কি মা ব্যাভাচ্ছি বে সুকুমার-পাড়ে গান
করে থাকবে?

৩য় বা। তোরা মত ভাবছিস কেন? চ না,
সব থেকে একটা কাজ নেহাৎ এখন।

৪র্থ বা। তোর ত দেখছি পুর বুদ্ধি, ককি মা
হয় ভাঙলি, কতনা পারি কোথায়, বুদ্ধি পারি
কোথায়?

১ম বা। তাহলে বটে, তবে চ', পাখীর ছেনা
পড়ি গো চ'।

২য় বা। না ভাই, এখন পাখীলো গড়তে
লাগার সময়, এখন খেলা ক'লে শুকনো
হবে।

৩য় বা। বকে ব'কে, বাবার সময় চাল থেকে
ছুটো কুমড়া পেতে নিয়ে বান, তা হলেই বুদী হয়ে
যাবে।

৪র্থ বা। না ভাই, শুকনো হ'লে কি ক'কি
মিষ্ট আছে? তা হলে বিজ্ঞ হ'বে না, চিরস্থায়ী
হয়ে থাকতে হবে, বুড়া হলেও খুশি হ'বে না।

১ম বা। তবে, উনি পাঠশালা গিয়ে লেখা-পড়া
শিখে বড় লোক হ'বেন, কোটা বাড়ীতে থাকিবেন,
সবকিছু বাজারী ক'রবেন।

২য় বা। কেন আরী চাটো ক'বুধ কেন ভাই?
আমি ত জোমালের কখন ঠাট্টা করিনি।

৩য় বা। দেখ জটিল, ভাল চান্স তো শে'ন, সকলে
এইখানে পাড়তাজি আমা ক'রে রাগি আর, আর যদি
ক'বানি শুনিম্ তা হোলে আমার মতোলে তোর
মাকে আড় ক'রবে।

৪র্থ বা। কেন ভাই? খেলার ত সময় আছে,
পড়ার সময় না পড়লে বা ম'ন ক'বে, আমি মুগা
হবে থাকবে।

১ম বা। শুকনো হ'লে কেন ত'র কেন ক'র-
কিস, আরামা যে যোজ বেশি করে বাই, পড়া
ক'লে পারিনি, শুকনো হ'লে কি ক'বে? হবো একদিন
এক পোতাখাক, হবো কুটো জামি-ক'রবি, নর
ক'বো না একটা কই বাহ, এট এনে দি, আর শুক-
নো হ'লে ব'ল ব'ল হবে বা'র।

২য় বা। ভাই, তোরা মিটে পারিস, মিস।

পাইনি। যা একবেলা বা খেয়ে থাকি। আমি
কোথায় কি পারি বে মের ভাই?

১ম বা। তোদের দরের চাল থেকে ছুটে
কুমড়া বাবার সময় পেতে নিয়ে আস, বেশি
শুকনো হ'লে ঠাট্টা ক'র হবে বাহ। হলে, কটিল
বাহ! বেধ ক'বেছিস, হোজ এই ব'কন যে
কোঁতে আসিস। আর আসবার সময় ছুটে কুমড়া
নিয়ে আসিস।

২য় বা। না ভাই! ও কুমড়া আমি পাড়বো
না, মা ওই কুমড়া বেচে পরমা কোরে চাল কিনে
নিয়ে আসে, তাই আমরা বাই।

৩য় বা। কথা শুনিমি, তবে না, তোর সঙ্গে
আড়ি।

সকলে। এই আড়ি, আড়ি, আড়ি আমরা
চলুন।

৪র্থ বা। না ভাই! আমার একলা কেলে বাসনি
ভাই। আমার বনে থেকে বড় ভয় করে। সে দিন
তোরা আমার ফেলে চলে গেছলি, আমি সেই ব'ল-
নাড়ের নীচে দিয়ে যেতে বড় ভয় পেয়েছিলুম।

১ম বা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজ বাঁচ না দেখতে পাবে
এখন মজা, সেই ব'লনাড় পার হলেই দেখতে পাবে
এখন। অশুভগাছে একটা পা, আর চৈতন্য গাছে
একটা পা, মারে আর পাড়ি মটিকে পাবে।

২য় বা। না ভাই, আমার একলা কেলে বে'র না।

৩য় বা। বাব না বই কি, তুই কথা শুনিমি?
তোর সঙ্গে আমার কিসের ভান?

সকলে। এই আড়ি—এই আড়ি—এই আড়ি।

(জটিল বাস্তব বালকদের দ্বিত)

এই আড়ি—এই আড়ি—এই আড়ি।

শোম বা বলি, নয় ত বলি,

ফেলে যে পাড়তাজি।

দেখতে হবে ছোটোছোট, কুলার উপর আর না লুটি,

চুপি চুপি ওঠো না গাছে—

পাখীর ছানা চলে না পাড়ি।

এবার ব'ল আসিস কাছে, বাবা ক'লে বেধ গাছে,

একলা হয়ে থাকলো হবে,

থাকতে হবে পাখীর থাকি।

করিল। তাই ত, আমি কেমন করে একলা পাঠশালে যাই? মা! মা! মা! ও মা!

(কুটার-মজার হইতে কটিলের হার প্রবেশ)

জি-মা। কেন রে জিটল! কি হয়েছে? জাক-
হিস কেন?

জিটল। মা! এরা সব আমার একলা ফেলে
ডোলে গেল, আমি একলা কি করে পাঠশালে যাই?
আমার কড় ভর করে, তুমি আমার সঙ্গে করে রেখে
আসবে চল।

জ-মা। বাবা! আমি গেলে ক'কে আগলাবে কে
বল? ভর কি বাবা, কাটা মজার মধুসূদন আছেন।
মধুসূদন তোমার ভর পাবে, তুমি মধুসূদন দাখা-ব'লে
ডেকো, তিনি এসে তোমার সঙ্গে করে রেখে
আসবেন।

জিটল। হ্যাঁ মা, সত্যি? মধুসূদন দাখা বোলে
জাকসেই তিনি এসে দাঁড়াবেন?

জ-মা। হ্যাঁ রে জ্যা, আমি তোকে মিছে ক'লা
বলছি?

জিটল। তবে আর ভর কি? মধুসূদন দাখা!
মধুসূদন দাখা! ভর গেলে তুমি দাঁড়িও।
(কটিলের প্রস্থান।)

জ-মা। আহা! জামের ডোলে, কোলে থেকে
না বাতে ইচ্ছে করে না, তুলে খাওয়াতে চর; এমনি
পেটকা কপাল, তাকে একলা ছেড়ে দিচ্ছ চর। একে
বল, জাকে সাপকোপের ভর, কি জানি অর্ধে কি
আছে? বাধা ভর পেরেছে, আখাস বিলুপ, মধুসূদন
ক'লা বলে ডেকো, তিনি এসে দাঁড়াবেন। আর
কেব কি ক'বো?

(হরের হার প্রবেশ)

জ-মা। হ্যাঁ বা! জিটল পাঠশালে চ'লে গেছে?
আমি জটা নিচে জোরের করে এনেছিলাম, আহা
মা! গেছে গেলে না?

জ-মা। হ্যাঁ মা! এসে প'কে এসে থাকে এখন,
ক'বো না?

জিটল। হ্যাঁ মা! হ্যাঁ মা! হ্যাঁ মা! হ্যাঁ মা!
গোড়ার পিটে থাকে জেলে?

জ-মা। তা মা! আমার কাটা-মজার বোলে
মর যানি পিটে থাকে। তুমি জর করে
বেধিয়ে এসেছে, কিরির মির বাবে পেটা কি
হয়?

জ-মা। তা মা হয় কিরিরে মিটে দেপে
আমারো ত বর হেলেপ'লে থাকে।

জ-মা। তবে এনেছিল কেন মা? কে রেখেছে
আমার দিবা মিটেছিল?

জ-মা। এই লো! তুই যে ল'লা ল'লা ক'লা ক'লা
হিস দেখলে গাই? মা চর চালের একটা কুমড়া
নিঃতই এসেছি, তা অত ঠোকা-কিনে?

জ-মা। তাই বুঝি, ও মা! তা আমি বুঝতে পারি
নি; আমারই দাড় মটকাত্ত এসেছে? তাহলে
কুমড়া চাই, তাই হ'ল বেধিয়ে পিটে থাকে
এসেছিল?

জ-মা। বুঝিহিস লো বুঝিহিস, তা বেশ
বেশ ক'বেছিল লো বুঝিহিস। সে একটা কুমড়া
সে। তুই তো ল'ল জানিস মা, আমি তোমার চেয়ে
পরীষ, আমার তিমটি ছেলে।

জ-মা। দেখ মা! আজ কিচ্ছি, নিয়ে যাও। কিচ্ছি
মা, কার চেগে মা! মুখের উপর বলতে পারিনি, কিচ্ছি
ঐ বেচে আমার পেট চলে।

জ-মা। তা মা, আজকের মতই দিবি চ। এরা
যে দিন কুমড়া নিয়ে আসিবে জিটলের
সত্যি গোটা কতক পিটে ভৈরের করে
আসিবে।

জ-মা। তা এসে বরের ভিতর এসে।
গেকে আর পাকু'বো না, বরের ভিতর পাকা
(উভয়ের কুটার-মজারের প্রস্থান)

(শিকারী ও শিকারী-পরীক্ষার
প্রবেশ ও গীত)

পালাবি কোথায় পাবি (সে কি) জেদের হাতকা
চোকা হাতে পাবি, তুমি পাবি দাবি
পাবি করে ক'লি করে
ক'বো না? পাবি করে

संस्कृत-कोश विभाग, मुंबई

১৯৭৭ চৌধুরী গৌরী শ্রী

কিছুকাল আগে, যেখানি করে, কোথাকার ভেঁ। ভেঁ।

निष्कर्षः अत्रानि ।

विनीतः भक्तः ।

बन्धवशातिष्ठ गण ।

(কটিলেদ প্রবেশ)

হাটিল। এই ত এতটা পথ চ'লে এসুম, এই-
সারেই সেই বাণখাড়; এই বন পার হ'লেই সেই
বাণখাড়ের নীচে ঘিরে বেতে হবে। সেই দে বিন—
বেচারে ভর পেয়েছিলুম। সে কথা মনে হলে,
একদিক আবার গা কাঁচল। কে যেন বাণজলো মড
ক'রে আবার আবার গুপার ফেলে দিখে, আবার
সেই ফেলবার চেষ্টা করেছিল। বা ব'লে দিখেচে,
ক'বেলো মডুহরন দাবাকে ডেকে, এনে তিনি
কিনাবেস। মডুহরন দাবা। মডুহরন দাবা। আমি
কিনাবেস বাছি, আমি একলা, সবে কেউ নেই,
দাবার বড় ভর হ'চ্ছে; আমার সঙ্গে ক'রে রেখে
দাবিবে চম। মডুহরন দাবা। মডুহরন দাবা।

(ମିତ୍ର ମାରିତେ ମାରିତେ ହସ୍ତଦେନେ ଶ୍ରେୟକ
କରିବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ)

ডাকনি কে রে, আবার ক'রে,

কোন বিবেচনা নেই।

সোনার স্বপ্ন কে রে বচন,

এমন শুষ্ক আঁক দেখিনি যে।

१५५५५५ ७७७७७७ ७७७७७७ ७७७७७७

আমি যে কোলে, তুলে নিই,

ସୌଦାଗେ କାନନ ଉପରେ ନାମ

কিন্তু সেখানে গেল না যেখানে গেল

অন্য আনি এসেছি।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

কটিপ। ভোলাই কে-বর।

द्वितीयः । ज्ञानात् प्रतीतिः ।

ବାଧା । ନା ହେନା, ଆସି ଡାକ ଦିଅ ।

କାହିଁ । ଓ ହା । କେ କି କହା ଗୋ । କୁନି ବାବୁ,
 କୁନି ବିଦି, କାହାର ଗଳେ ଦିବିର ବେ ।

মাথা। ভুই বে করবি ? আমি তোর একটি
মাথা বই দেখে রেখেছি।

সিদ্ধক। হা। রে। আশায় ডাকনি কেন ?

অটল। বহুবলবান হারি, আমার একলা পাঠশালে
যেতে বড় ভয় করে আমার সজীবা আমার ফেলে
চ'লে গেল, আমি হাকে বহুবল, আমার নখে ক'রে
য়েখে আসবে চম; যা একলা আমার হু'ড়েই
আপ্লার, কেমন করে আসবে বল? আমার বলে
দিলে, কাঙাল-গরীবের বহুবলবান আছেন, তুমি বহু-
বলবান দারা ব'লে ডেকে, তিনি এসে দাঁড়াবেন।

শ্রীকৃষ্ণ । তোমার সঙ্গীরা তোকে কেলে চ'লে
গেল কেন ?

কটিল। তাঁরা বলে খেলা করবি আর। আমি
বলুম, এখন পাঠশালাে বাবার সময় কি খেলা করে ?
খেলার সময় খেলবো, পড়ার সময় পড়তে হবে;
তাঁরা তুলে না, ও'লে গেল, আমি কত বললুম,
আমার একলা কেলে বাস্‌নি, আমার বড় ভয় করে :
তাঁরা দে কথা কানেও ভুলে না ।

ବାଧା । ତାହା ହେଉ କାରୀ ହେ ।

ঐক্য। ভটিম! দুই দিনকতক আমাদের
সঙ্গে থাকি। আমরা তোমার মনের মতন সব
ক'বো। খেলার সময় খেলবো, পড়ার সময় পড়বো।

জটিল। মনুষ্যবান দাড়া! তোমার কথা শুনি
 নক মিটে, কেন মনুষ্যবান, আমি তোমার মনে
 থাকবো, তুমি হই নক।

রাধা। না রে করিম না, ওর সঙ্গে যেতান্দি, ওর সঙ্গে থাকিস্ দি, ও আবার হুঠে নয়। ওর সাথে একটু বার-দুবার নেই, ওর কথা শুনি। একজন মেয়েমানুষকে ভারী কানখাণ্ডো, সে ফুলের নাতো, ওর ভক্ত সর্গজানো হয়েছিল। আর লজ্জা, সব-সেব, আশ্রয়, বর, খাতো, এই সবই লক্ষ্য রাখিস্ নিরোছিল। ও এমন হুঠে, সত্যে কখনও ওর মেয়ে আবারও ইচ্ছাশে, একটু বার-দুবার না। ওরই শুনি আরও কখনও ওরই শুনি।

করি ক'ব লোহার ঘরে,
 বোঁবে লাগা চিহ্নি গলে।
 জীবন।—তুমি যদি তুমি না
 নবের রেখ কাশিগ ব'লে।

তুমিই গভীর।

বনমধ্যস্থিত গুপ্ততল।
 পরমানন্দ ও বাঁধনী।

পরমা। হ্যাঁ মা, আর তুমি ক'রে আছে
 কেন? কথা ক'রো না, বাবা' বলে ডাকো না—
 তুমি সালিকা, আমায় ব'লো কবিরের গদ্য, এ আমার
 মতী তুমি, এ আমার নবের তুমি, এ আমার মনস তুমি।
 এ সন্ধ্যারের সঙ্গে হিসের মিকেল অনেক দিন
 জীবন, কেবল তোমার আমার পায়ে পারিনি।
 কিশোর মানুষ হয়েছে, সে আপনাত গল্প জ্ঞানি
 টান নিতে পারবে। তুমি মা আমার মোনার
 শেকল হচ্ছে। এমন ক'রে বৈশেষ্য যে, তেঁনে
 বিড়না মনে কাজে পারিনি। মা তুমি ক'রে আছ,
 জগা ক'র।

বাঁধনী। বাবা! আমরা কে ছিলাম? কেন
 এখানে এসেছি? এ বনের মাঝে কেন? হাড়িরে
 যখন পৌঁছো' কথা ক'রে বাতাস ব'র, আমার হৃদয়ের
 তেতর কেনন করে, পাছপাছ নড়ে, আমি চমকে
 উঠি। বল বাবা বল, আমরা কে ছিলাম? কেন
 এখানে এসেছি? তুমি কে? আমি কে? মা' কে?
 পরমা। (খুশি) —মা'! পরমেশ্বর! বাণি-
 কার জগৎ এ অজীভের দ্বিত কেন এনে দিলে?
 তার তার চির জীবনের গুন, চির জীবনের অগ্র
 কেন ডাকতে?

বাঁধনী। বাবা! তুমি বলে আমি কথা
 কইলাম, এখন তুমি কথা কইছো না কেন?

পরমা। আমি কে তুমি? তুমি কে, তুমি?
 তোমার বাবা কে, তুমি?

বাঁধনী। হ্যাঁ বাবা, তুমি।

পরমা। আমি কে জান? এই বনের
 কাকার মতী একাকি শুধু না গাছ-পাছ

দেখায়ে পকে পেয়ে, কেবল একটা শুকনো ডা
 আর একটা শুকনো কুড়ি লেগে আছে। তা
 গাছটা এখনও বেঁচে আছে। সে শুকনো ডা
 কে, জান? তোমার বাবা। আর সে শুকনো
 কুড়ি কে জান? তুমি।

বাঁধনী। হ্যাঁ বাবা আমার কি না ছি
 না?

পরমা। ছিল, তলে গিয়েছে এ সব অল
 জিজ্ঞাসা ক'রে কেন?

বাঁধনী। কি জানি বাবা, আমার মান
 কেনন হয়েছে, কত কথা বলবে মনে করি, সবচে
 পারিনি—মনের কথা মনে ওঠে, আমার মনেই
 মিলিত বাহ। আমার মনে কি হয়, মা? আমরা
 এখানকার মানুষ ন'হ, যদি আমরা এখানকার মানুষ
 হতাম, ব'লি আমাদের খাবারের চিহ্ন দিন মনে কতো,
 তবে বন বেঁচে উঠ পায়ে কেন?

পরমা। হ্যাঁ মা, বনে কি তোমার কিছু মিলি
 লাগে না?

বাঁধনী। না বাবা, আমার কিছু মিলি লাগে
 না। হ্যাঁ হ্যাঁ! বালে, একটা জিনিস মিলি
 লাগে। কি জান? এই যখন চাঁদ ব'র, পাছের
 পাছের দিটার দিবে, ঠিক-ঠিকের দিটার দিবে, টুকি
 নেরে আমাদের মূখের পানে চাই, সেই দিটার
 আমার ব'ল মিলি লাগে। আমার মনে হয়, মাই,
 ঐ টানেতে গিরে মিলিয়ে বাই। হ্যাঁ বাবা, বল না
 বাবা, আমার কে ছিলাম?

পরমা। (খুশি) না! তুমি আমাদের ছেলে,
 তোমার কিছুই অভাব ছিল না, সে কথা ব'লে কেন
 তোমার চিরজন্মের মূখই ব'লি মনে
 (প্রকাশ) বা! আমি কি তোমায় নিচ্ছে কথা
 বলছি? এই বন তোমার গৃহ, বনের লালী
 তোমার সান্নিধ্য, এ বনের ফল, তুমি। হ্যাঁ মা,
 চিত্তের হাসি মিলি লাগে, বনের অন্ধকার মিলি লাগে
 না? নির্ভয় অন্ধকারের দিটার কেনন মিলি
 তোমার আলো তোমার চকু জীবন ব'লে, ব'লি
 মিলি ক'রে নিতে পার না, এতকাল বুঝি আছে।
 তুমিই মনস চেতন মিলি।

বাঁধনী। বাবা! এইবার থেকে শিশুর
 চিত্তের হাসি বেঁচে যেমন হাসি, এবার বনের
 কাকার মতী একাকি শুধু না গাছ-পাছ

কিন্তু 'রে' রাজ্যের নয়, তবে আমার কৈয়দা কই
 নয়।
 পরমা । দেখ তা, কথা কইতে গেলে চোর কথা
 কইতে হবে, কথার শেষ নেই; তুমি কালিকা,
 গোবিন্দ দেবী কথার অধিকার নেই। এখন আমার
 কথা শোন, তোমনি ক'রে ভাতভালিদিবে নেচে একটি
 চরিত্রের গান কর দেখি, প্রাণভরে গুনি।
 দিন কীটে আসছে, পাতাঘেরেও একটি বাক
 হোক।

(বাগবীর দীত)

শ্রীমতী শ্রীমতী, গিরি কিংবদন্তি,
 কলমতলি কে রে।
 বনমালা কলম, নেচে নেচে চলে,
 প্রাণমনে এসে যে বনে।
 গল্প না কলমে, প্রাণেরি বনে,
 ফল না হনি মান।
 গল্প এ চিত্ত, মোটে বিনোদিত,
 কি আমি কি এখানে।
 কালা কি আমি কি জন জানে।
 গল্প পানরি, ছি ছি কুলনারী,
 কিরি তারি পাছে পায়।
 কল-লাল-হান, ভুলেও এ প্রাণ,
 ছুটে গেছে তারি কাছে।
 গল্পনা গল্পনা, আর ত হবে না,
 পনিব বন্দ-জলে।
 গল্প-গল্প, যেন রসময়,
 দেখা দেব নাকী ব'লে।
 (যেন মনে করে দাঁপী ব'লে)

(কিশোরের প্রবেশ)

কিশোর । বাবা । এখনও তুমি এ গাছতলায়
 বসে রয়েছ? যত্নে চল, আমি কল-অল পেড়ে
 এসেছি, খাশে চল।
 পরমা । বাবা, আমার বসন্ত বা, গাছতলায়
 তা। কৈশোরের অঙ্কুর বেরবে, এখানেও
 গাছতলায়। বাগবীর বন্ধ, বহিনার ক'রে নাও
 আমি কালিকা, আমার চোক ঘেঁষে কুটে উঠ। এই
 চরিত্রের গান শুনে কিশোর একটি জ্বলন্ত চোখে

লাই, তাই এ গাছতলায় আমার বসন্ত ভাল লাগে।
 তুমি থেকে উঠে বাগবীরকে বলি, আমার বসন্ত ঘরে
 সেই মাছের পাখি নিয়ে গুলি। বাবা, তুমি
 বন জাগরণ। বাগবীর বসন্ত, বাগবীর পাখি
 দি'র বন্ধন উদয়ের আগে উড়ি যাচ্ছে, সেইটুকু তুমি
 খুঁজি যাচ্ছে। গাছতলায় নড়লে, খেঁচি খেঁচি ক'রে
 বাগবীর উঠবে ওর ভয় করে।

কিশোর । বাবা, বাগবীর প্রাণ-অঙ্গে
 ভরে বসন্ত, অতীত থেকে পাখির কেন? বন
 আমার বসন্ত ভাল লাগে। বাগবীর আমার কথা
 শুনেছিল বাগবীর, বনে উড়তে আসতো কি ভাল? বন্ধন
 বাগবীরের দাক্ষিণ্য, বাগবীর বাগবীরে গাছতলায়
 আমার ভুলেও ভুলেও, হলের বাগবীর উড়তে
 তখন উড়তে লাগি। বাবা। এখন এখন বাগবীর
 বনের অঙ্কুরের সঙ্গে মিলিয়ে, বনের পাবীত ডাকে
 প্রাণ বিকিরে গাছতলায় আমার বসন্ত, এই
 নিখিল বাগবীর বাগবীর বসন্ত হবে। বাবা। বন
 আমি বসন্ত ভাল লাগি।

পরমা । কিশোর। একটি কথা জিজ্ঞাসা
 করো, দাঁপী বলবি? আমি গাছ, খোদো গুলি
 ছাড়া এ সংসারে আমার আর কেউ নেই। আমার
 দাঁপী প্রাণের কথা গুলি। বাবা, কোর বন জাগ
 লাগে কেন? বন জাগ লাগে হলে অঙ্কুর।
 এখন সংসারের গুলি, গুলি, কান্দা, কান্দা, বাগবীর
 মিলে আসে, এ সংসারের সঙ্গে সংসার গুলি বসন্ত
 কলম গুলি বন বসন্ত আমারে। মিলিয়ে হয়, সেই
 অঙ্কুর না কি এইখানে আসে। আর তার জাগ
 লাগে জানি, বাগ লাগ গুলি পেড়ে, দাঁপী বসন্ত
 পেড়ে, উল্লসিত বসন্তের গুলি গুলি পেড়ে, এই
 জাগবীর লাগ পেড়ে, যে জাগবীর বসন্ত
 বাগবীরে, বাগ গুলির অঙ্কুর কিংবা পানির অঙ্কুর
 নেই, তার বন জাগ লাগে। দাঁপী বলুন, তুমি
 কাউকে ভালবেসেছিল? আমি লিভা, কলম বসন্ত
 আমার কাছে সুকলম। চুপ করে বসন্ত বসন্ত
 বসন্ত। প্রাণের, বাগ কাউকে ভালবেসেছিল
 জাগবীর গুলি বসন্ত, আমি আমার অঙ্কুর করে বসন্ত
 বসন্ত। জাগবীর কি জানি, পানির গুলি
 গুলি জাগলেই হুসিমে গেল, বাগ গুলি জাগ, জাগ
 বাগ জাগ বসন্ত।

কিশোর । বাগ জাগে, জাগবীর জাগ

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাবা আসলেন। তিনিই দেখে
নেই। আর বাবা, লোকজনের কথা, আপনাকে
দাঁত বন্ধন আশির দাঁত, কোন কথাই নেই।

কু। যা করে, আশুনি আশুনি যেহিঁক হয়ে
হ। লোকজনের দ্বন্দ্ব বন্ধ, তা আশির দাঁত
হে। কোথায় কোন গৃহস্থের কুট-কুটে মেয়ে
দুখ, আশির দ্বন্দ্ববান্ কুট-কুটে করে নেন উদয়
না। তিনি গোপালদাসকে বলিয়েছিলেন, আমিই বা
গৃহস্থের কুল উদ্ধার করি না কেন? তাকে তাকে
তাকে কুল কুল, ইচ্ছা ক'রে, প্রাণের ভেতর আশির
লগেন। রাতে ঘুম নেই, দিনে ব্যস্ততা নেই,
সে দাঁড়িয়ে দ্বন্দ্ব নেই, কত কণে সে অশ্রু
কুলটি বাব। তার পর হঠাৎ তার বাপ-মা টেব
পরে বোকা ক'রে, —একদিন গোপালদাস ছিল—
[ঠাঙা] বহরখানেক বিছানার পাড়ে পাটার কত
ক। কত কি বাবা, আশির কত হাফে
বন্ধী ছুই তিন গণের টিপ তৈয়ের করলুম, কত
গিলেম, চক্ক বুজে—বৌ বৌ টান, দুখ দিবে ঘোঁরা
হুঁবো না বাবা, গিলে ফেলবো, তার পর আর কি,
কোথায় কৈলাস পর্বতে চল। বাবা বাবা, প্রাণ
রে বোকা, কুঁবের দাঁত ভাঙা, দাঁত কিছুই
কাব নেই, যে রাজার রাজা, ইচ্ছা চক্ক বাবু বস
র তাঁবে, সেই লোক, হাতে গাঁজার কড়ে, লড়া-
হর মালা আঁটা, বাবুজান করসা, বুড়াকুল
বাবু, কতকগুলো গাণ আর কুঁতর বল নিয়ে মল-
ল হয়ে ক'রে রয়েছে। বাণি গাঁজার ঘোঁরা
দুখে, এইকু বুঝে। বাপারটা কি সোজা ঠাঙ-
ও ব্যক্তি?

বঙ। কবে বুঝা, আমি বুঝেছি কি, কুই বোকা!
আর ঘোঁরা বোকা বধ হেঁকেছিলেন ত,
রাজার শক্তিটিকে ত হাকড়ে পারেন বি?
নিজ বড় লোক হক না কেন বাবা, দাঁত মেয়ে-
হিঁক নেই, হাকে বিখ্যাস করিনি।

কু। কোথায় বিখ্যাসের কুল ছাধি, কোনার
আশির দাঁত বন্ধ।

বঙ। জানা যা, কি কটা। কি কটা।—
আমি পান গোপালদাস, তার পরে দাঁত পড়লো,
তাকে ইচ্ছা কুল কুল দিলে। আর পরে বন্ধ-
কি আশির দাঁত বন্ধ। পানদাস পানদাস
কি আশির দাঁত বন্ধ। পানদাস পানদাস

কু। আশির দাঁত বন্ধ, তাহলে আপনাকে
বিলুপ্ত, বস, এত গালা গোলায় দাঁত বন্ধ হলে
কু। যেহেতুহেতু বসে দাঁত বন্ধ হলে, তাহলে
দাঁত বন্ধ, লোকজনের বন্ধ-পদ্ধতি দাঁত, আশির দাঁত
আর পান দাঁত বন্ধ হলে, তাহলে বন্ধ হলে
আশির দাঁত বন্ধ।

বঙ। দেখ, তোর এই গাঁজার দাঁত বন্ধ
একদিন জারী পাড়ে পড়বি।

কু। বেরানবী দাঁত বন্ধ দাঁত, কোথায়
লোকজনের দাঁত বন্ধ একদিন জারী দাঁত বন্ধ।

বঙ। বাণি, এখন এ পাঁচশালি হ'তে কি
হবি?

কু। আশির দাঁত বন্ধ দাঁত কড়ে আছে, কড়ে
আশির এখানে দাঁত বন্ধ, আর কুঁবি এখানে
ভিতর গাণের বোকা নিয়ে বেড়াই, কুঁবি এখানে
দাঁত বন্ধ বাবা কিছু বলবে না। কুঁবি দাঁত
হবিয়ার ততাবীর আশির দাঁত পড়লো করকর
নেই।

বঙ। আজ্ঞা, এতটা বেলা হয়ে পেল, দাঁত
বেটা এখনও কি ক'ছে?

কু। আজ্ঞাব কমে আছে দাঁত বন্ধ, এই
আশির দাঁত কি—বিবি তেলক-তেলক কটে দাঁত
দাঁতের দাঁত এটে বৈকুণ্ঠ কুঁবি দাঁত
থেকে এতে পড়েন আর কি?

বঙ। বাবা বেটা বন্ধ দাঁত বন্ধ। আশা
ও দাঁতকে দাঁতকে কোথেকে? দাঁতকে
কম দিন দাঁ, পাঁচ পাঁচ কদের হ'তে দাঁত।

কু। এই যে বন্ধ দাঁত দাঁত পড়েছে আর কি
তন্তে পাই, ও বেটা এক কুঁবের মেয়ে, তার
ভাঙার বেটা ভাঙা দাঁত বন্ধ, একদিন দাঁত
এমন দাঁত মেয়েছিল, বাবীর দাঁত বন্ধ।
কম অনেক আশা-বন্ধ দাঁত বন্ধ, কুঁবি
কি বই বল বাবা, বেটা দাঁত বন্ধ।
ক'রে দাঁত পড়া দাঁত, বেটা দাঁত বন্ধ দাঁত
দাঁত বন্ধ, আর দাঁত বন্ধ দাঁত বন্ধ।
দাঁত বন্ধ।

বঙ। তবুও পিছানি দাঁত বন্ধ দাঁত বন্ধ
কুঁবে কুঁবে।

কু। বসে আশির দাঁত বন্ধ দাঁত, আশির দাঁত
বন্ধ দাঁত বন্ধ দাঁত বন্ধ দাঁত বন্ধ দাঁত বন্ধ

৫৬ কলিকাতা : অমিত্যবের বাগানের মোড়কা
দেখের অবস্থা এতটাই ।

সহ। কেবল, আরি কাল ভাবেই উপর জারি
হয়। মোট কথা বাক্য, যেই কথ, আর
পড়া যখন নাই কথ, আসবার সময় মোট কথা
কথা না। ইয়া রে, জটিল ব্যাটারি বাক্য কি কথা ?
সে ব্যাটারি কি কথা বাক্য। যেখানে না কি ? এখনও
পাঠ্যে আসবার সময় নেই।

১৮৮১। জাভা হস্তশিল্প, শিল্প পটশিল্পে
 প্রসিদ্ধি সহ কল ডকুমেন্ট, দে এল. না, বাগু অর্থাৎ,
 এল. বেগা কল।

ସମା । ଆଜି ଆମର ଦାବି, ଶାନ୍ତ ହେଉ ନିଜ ଗଳ୍ପ
ଦିନିକି ତାହା ।

বাস্যদা : (হাস্যাত্মক) ও ভাণ্ডার : যেমন যজ্ঞ
হয়েছে। যেমন অগ্নিযজ্ঞে যজ্ঞ কখনো না, গার্ভি
জ্ঞান কেবলি মজ্ঞ হবে।

১৯৪৭ : জেমস হাফেল, জেমস হাফেল, জেমস
হাফেল, জেমস হাফেল।

॥ १ ॥ श्री गणेशाय नमः ॥
॥ २ ॥ श्री गणेशाय नमः ॥

(४६१२३४५६७८९१०१११२१३१४१५१६१७१८१९२०२१२२२३२४२५२६२७२८२९३०३१३२३३३४३५३६३७३८३९४०४१४२४३४४४५४६४७४८४९५०५१५२५३५४५५५६५७५८५९६०६१६२६३६४६५६६६७६८६९७०७१७२७३७४७५७६७७७८७९८०८१८२८३८४८५८६८७८८८९९०९१९२९३९४९५९६९७९८९९१००)

কোনো নীতিমতে চলনা, এখির মায়, এখির মায়,
এ রেতগাছ! আর তোর গায়ে নাড়না।

জটিল। না গুরুদশাই, তোমার দানের পাড়,
আমার খের না, আমার কোন দোষ নাই। এত
আমিই ফেলে চলে গেল, আমার একলা আসতে কত
দূর বলে মাকে ডাকলুম, বা বলে গিলে, বনের মাঝে
কত বেলে মধুসূদন দাদাকে ডাকিস্, তিনি এসে
দাঁড়া বন। দাদাখানের কাছে এসে আমার ওত খেত
লইল, মধুসূদন দাদা বলে ডাকতে তিনি এসেন, কাণ্ড
পাতিশালার কাছে আমার সঙ্গে করে বেঁচে গেলেন।
আমি গায়ে কোকাও খেলা করিবি গুরুদশাই।

নয়। আজ্ঞা, আজকের মতন নাগ করুন।
এখন কি এসেছি।

अभिज्ञः । उदयनाथः । ज्ञानि बहू उदयो, कोणाथः ।
किं भावः ।

ମନା : କହେ ବେ ହୁଁତା ପାଦାବଳୀ । (ବେ)

ଅତିଶୟ ଶକ୍ତିବ୍ୟାପୀ, କାହାରି ଦେହ ଗୁଣ, କାହାରି
 ବାସ୍ତବ ବାସ୍ତବ ବ୍ୟାପୀ । କାହାରି ଉପେକ୍ଷା ନାହିଁ, କାହାରି
 ଦେହେ ନାହିଁ, କାହାରି ବାସ୍ତବ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ଶାସି ।

সত্য। তোর তোর সেই, তা আমার কি।
কেউ আমার তুঃ হলে পাঠিয়ে দেবে।

২৪ বা. অকমলাদি। গরুর চালে বেশ সুন্দর।
কমে। ও মনে করেই জানতে পারে।

সহ। বটে। তেজ কটিলে, ঘরি পাঁচের চান্দে
কাঁল নাটকাল আদার মন, বাণের আশ্রয় হইল
—চট কুমড়া নিয়ে আসি। কাল কবীর বদলি বাস
হল, আর যদি কলু বাত জল, চুটিটি চিলে পুত্রনাথ
নিচে গিড়ে, ছাড়াই পাথর কিসের, আর না-হু
উপরে পুত্র কোথায়।

ଛଟିଆ । ନା ଶୁକଳାଫଳ, କାଦୀର ଯେନା ନା,
 ଆମି କା'ଣ ନାମେ ଆସିବେ ।

সহ্য। 'আজি' লব্ধিও বহুই শোন। 'আজি' বাপের শ্রমি আশ্রয়। জল, জাল, দুগ, কৈল, কাল।
 'সি, জী, কই, লকেশ, বাটাই, কামি এক এককমে
 টিপত কার জেবো, ঠিক সময় নিরে এসে। হালি
 লকৈ হাল। গুচলে, দুকহিস বি। গুচী পাইল, বো
 গোটনি, ওল বলা শুনা বলা। বালি পায়ে, জা
 বজার বাথতে চাপত এই বেলা থেকে সব জেগি
 কঠে মুক কঠে বাপ।

कृष्ण रावत दलकृष्ण १-२

कवि : कालदास । कवि कथा काव्यमणि ।
कवि : कालदास । कवि कथा काव्यमणि ।

সহ। যাকে বলাবলি মুক্তি, যেমন ক'লে
পার, হাতির করে হবে। যা আমি সব তোমার
লিখুন। আর আমি তোমার উপর তারি বদী
ক'লে যেন পাকা মুখের সব ঠিক থাকে, আমি
সব আমি আমি দেখো।

१-११ । (५) बाँझा कुकुरा !

मृग. दा. (२०१३) दा. नादि. (२०१३) दा. नादि. (२०१३)

(दीनकान्तसिंह)

गणेश देव, गुरु राम चरण सेवादायक, गुरु राम चरण सेवादायक

যেদের কয়েকজনকে আর কোন দায়িত্ব

Federal Court

আমি কি জানি, তুমি যাকনি কি জানি,
 আমার হৃদয়ই বসতি নীতি হৃদয় বোল।
 [সকলের প্রস্থান।]

পক্ষম গভীর।

পাতকোকলা।

(চিরায়ণী হস্তে মিস্ত্রীর প্রবেশ।)

মিস্ত্রী। আচ্ছা বল দেখি পাখী। তুমি
 জানো কি আমি হুখী? চোখটি বুজে থাকিস,
 লজ্জা পড়িসনি, চলে চলে শিশু মিস্ত্রী; কেন
 এমন হয়ে থাকিস? তুমি বলবি, আমি বনের
 জিহ্ম, বনে বনে উড়ে বেড়াই, বনের কল খেতুম,
 আমার সে শাবীল হুখটুকু কোঁড়ে নিলে কেন?
 আমার বললে কেন? তোকে না হর খরিইছি, অমর
 ক করিনি, তোর ঘরে চুসো খাই, খায়ে হাত বুলিয়ে
 দিই, বিকের মুখের পাবার খাওয়াই, তবু তুমি হুখী
 নহ? তোর পারে বেতল দিইছি, এইটুকু, কেন?
 —আর তোর কিলের আলা? আমার আলা
 জুবি? আমি কে কিছু কামিস? আ মরণ।
 জাকটাইচ। একটু শিশু হিতে বাকি টোটে
 জাকস সোমে গেছে। আচ্ছা, ও কথা বাক। বল
 দিকি পাখী, এখন আমি কি করি? এমনি ক'রেই
 কি মোবনটা কাটিয়ে দেব? বেথ, একটা লোক
 গেয়েছি, সে আমি কে, তা জানে না, কিন্তু আমার
 বন ভালবাসে। সাত রাজার ধন মাণিকের চেয়েও
 ভালবাসে, তোর ভর নেই, তোকে কেলে বাব না।
 না মরণ। আমার হুখগোড়া নিলে আসছে।

(সদানকের প্রবেশ।)

সদা। হুগ রে নিবি! বহন তখন এখানে
 গিন্দু কেবল ত? কি, ঠাট্টায়েছি কি?
 মিস্ত্রী। আ মরণ আর কি? বড় বড়ো
 মিস্ত্রী, অস্বস্তি হয়ে ব'সছে, আমার লাঠির এখানে
 লাগিয়ে বসে থাকে কি না, তাই বহন তখন
 আসে। গিয়ে পাখীটাকে নাওরাজে এসেছি,
 তাকে নাওরাজে কলো কি?

সদা। তাইকোনা পেয়েছ, পাতকোকলায় বন
 ওলতে ব'সেছে জান? কদিন ধরে বন উড়, উড়
 বেথছি, পেরেচনি কাক কুনে বাঁকায় হু, আঁচাখার
 এক খট জল পাবার ঠিক পাইনি, আমি কিছু
 খুঁজিনি? আমার বেথি নেওয়া পান থেকে হুখ
 খোসেছে, সে দিন খুন ক'রে কেসবো।

মিস্ত্রী। ঘরে রাগ গেয়েছ,—না? পাতটা
 বাঁধাখি ক'ছো কেন? আমার যদি না
 গেয়ে।

সদা। তোর বাবার পেছাবে, হারানলাম, বত
 বত হুখ, তত বত কথা? বেথি, আজ তোকে কে
 বকা করে।

মিস্ত্রী। বেথী বাঁকাবাঁড়ি করে না, কেন
 একটা ফেলেকারী ক'রছো? এতটা হ'চ্ছে কেন?
 কত হ'য়েছে কি? সেই যে কথার বলে না—“বার
 জে চুরি করি, সেই বলে চোর।” মিস্ত্রীর জে
 বত ক'রে দরি, সুখাতি তো নেই।

সদা। ও সব ছেনাগির কথা রেখে দে, আমি কচি
 ছেলে কি না! ছেলের ক'রে ছুখ খাই, যেমন
 বোকাবে, তেমনি বুকে বাব। ক'দিন ধ'রে একটা
 ছোঁড়ার সঙ্গে এইখানে দাঁড়িয়ে কি কিসির কিসির
 হ'চ্ছে? আমি জাকা, এখন আর ভাল লাগবে
 কেন? অমনরে আঁত্র দিগেছি, খাইয়েছি, পরিগেছি,
 কাপড় দিয়েছি, টাকাটা নিকেটা হাত খরচার জে
 বরাবর জুগিয়েছি, সদর কিরিয়ে দিইছি কি না?
 এখন আর ও বুড়োকে ভাল লাগবে কেন?
 এখন ছোঁড়া চাই।

মিস্ত্রী। তাই দরি হু, তুমি ও বল, তুমি
 আমার ভালবাস, আমি বাতে শ্রুই হই, তাতে যির
 আল কেন? তুমি নিবের জুখ চাও না? কৈ, একটা
 বুড়ীকে এনে দি, বর কর দেখি।

সদা। অবাক ক'রনি যে রে নিবি। এ বড়
 কি? বলি, মনের কথাটা তাত নিবি।

মিস্ত্রী। কথা আর কি, মিনকতক একটু
 শ্রুই হবো, তাই লাখ হয়েছ।

সদা। তাই সে ছোঁড়ার সঙ্গে নিবিখিনি নীতি
 বর করবে,—না? —বরাবর বেথি, এখনও বসতি
 বন লাগলে কথা ক, নইলে চুপের হুই শ্রুখা।

মিস্ত্রী। ছেলের হুই ব'লে কাক কি? তুমি
 কাকের হুই ব'লে কাকের হুই ব'লে কাকের হুই

খান থেকে কিয়ৎ দূরে গাও, তাতেও জোয়ার
নেই।

সদা। তবে এখান থেকে দূরে পড়বে, এ বৎসর
কি দেখছি।

নির্মলা। এইরূপ বোধ হয়।

সদা। তবে যে হারান জাতি।

(চুপের দুটো গার)

নির্মলা। ছেড়ে গাও, ছেড়ে গাও, লাগে—
সে।

সদা। বল দাঁড়ি কি না?

নির্মলা। না, দাঁড় না, ছেড়ে দাঁড়।

সদা। চ, ঘরে চ।

নির্মলা। পানীটাকে এখনও নাড়ানো হয়নি,
ইসের নিচে থাকি।

সদা। জাম্বা, তবে ঈশ্বরির জ্বর, আমি
রুম। বাপের ব্যবসায়িক প্রাক্কর আছে, পড়া-
না ক'রে একটা কদ তোমার কপাল হবে।
দি দেখী হয় তো কেটে ফেলবে।

(নির্মানের প্রস্তাব।)

নির্মলা। কি সে পাখি! এখন তো চোক
চেরেচিল দেখছি। বুঝি, আমার চুপের
দুটি ধোরে মাজে-সেঁথে তোর ডাণ্ডে হয়েছে,
না? ঈশ্বর তোমার কোণে এক কোঁঠা
জলও দেখা দিয়েছে। দাঁড় যে, বনের পাখী
হাতিদের জন্ত কাঁদে, মানুষ মানুষের ডাণ্ডে
কাঁদে না! তুই কানিসিনি, আমি ঈশ্বরিরই
তোমার মতন বনের পাখী হয়ে উড়ে উড়ে বেড়াবো,
আর বীধা থাকবে না।

(কিশোরের প্রবেশ)

কিশোর। আমার আসতে ব'লেছিলে, এসেছি,
এখন কি কর্তে হবে বল?

নির্মলা। তুই তো আমার ওপর জাম্বা
জালা বাড়িয়েছ। আমি তোমার হাতকেও
পারিনি, তোমার সঙ্গে কথা না ক'রেও থাকতে
পারিনি।

কিশোর। দেখ, আমি তোমার ভাল-
আমি, তুই তোমার তোমার হাতের পানীটিকে
বাতাসে ছুঁতে পারবে।

পানীটি যেমন জোয়ারে পড়বে, তুমি
আমার ডাঙা। তুমি যেমন করে কাছাকাছি
করে গার না। আমিও তোমার জোয়ারে থাক
কর্তে চাইনি। তুমি আশা নিয়েছ, তাই এতটা
হয়েছে। যদি নিরীহে মিতে, তা হলে এতটা
হতো না।

নির্মলা। আমি, আমার মিলে কি কর্তে
কিশোর। তুমি না কর্তে চোক, তোমার গার
কর্তে। আর নিছনে নিছনে কিয়ৎটা, আর অন্য
বিভিন্ন, আর আশার মধ্যে না।

নির্মলা। আমার কোথায় মিলে যাবে?

কিশোর। যেখানে তুমি বেতে চাও।

নির্মলা। আমার কি থাকারায়?

কিশোর। আমি বুড়ো বাপকে বা থাক
হাই, তাই পাড়ার। না কুলোর, আমার
মুখের বাবার পাড়ার। আর কি জিজ্ঞেস কর্তে
চাও, বল।

নির্মলা। না, আর কিছু জিজ্ঞেস করবার
নেই।

কিশোর। এখন তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস
বরি। তুমি কে? মোটেই বল, কালি বলবে।
আজ তোমার বলতে হবে, তুমি কে?

নির্মলা। কালি তুমি এসো, তোমার গার-
কালি তোমার সব কথা বলবে। তবে এতটা
বলে দাঁড়ি, আমি একজন অবলা, আমার এখানে
জোর ক'রে ব'লে রেখেছে।

কিশোর। তোমাকে জোর ক'রে দাঁড়
কোথেকে? আমার সঙ্গে চল ক'রো না?

নির্মলা। হি! তোমার সঙ্গে চল ক'রে
পারি?

কিশোর। আর একটা কথা, তুমি আমার
ভালবাস?

নির্মলা। যদি বই কি, তা হলে—
এতটা হয়?

কিশোর। যদি তুমি আমার ভালবাসে
বাব, তা হলে এ পৃথিবী আমার মত, না আমার
আমার বন্ধন-বান্দন, আমার সব মতন দেখে
তুমি বেথো, তোমার আমি বুঝি ক'রে, তুমি
কীভাবে আমি কীভাবে, তুমি কীভাবে আমি
ভালবাসে। তুমি যদি আমার ভালবাসে

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

— :: —

প্রথম গর্তীর ।

— :: —

বন্দনমো পথ ।

(জটিল, জটিলের মাথা ও হ'রের মা)

জটিল-মা । ঠেক বাবা, কোথায় তোমার মনুষ্যসন
মান ?

জটিল । এইমানটিতে না, এইমানটিতে এসে
তোজ আমি মনুষ্যসন দাঁড়া ব'লে ডাকি, তিনি এসে
মেধা দেন ।

জটিল-মা । ঠেক বাবা, একবার ডাক দেখি ।

জটিল । মনুষ্যসন দাঁড়া ! মনুষ্যসন দাঁড়া ! আমি
মাঝে তোমার দেহের ব'লে ডেকে নিয়ে এসেছি ।
মনুষ্যসন দাঁড়া, মনুষ্যসন দাঁড়া ! একবার এসে দেখা
দাও, না তোমার কি জিজ্ঞাসা করি ।

হরের মা । ঠেক শো, তোমার ছেলের মনুষ্যসন
দাঁড়া এলো না, তোমার যেমন গোড়া কপাল, আমারও
তেমনি গোড়া কপাল, এই পুটিকে ছেলের কথায়
বিশ্বাস ক'রে মনুষ্যসন দেখতে আসছি । হোলুতে
কি বাচ্চা, তোমার ছেলের মাথা বাঁচান হ'তে গেছে,
নাওদাবার সমস্ত মাথার ভাগ ক'রে একটু তেল-টেল
মাঁচান ।

জটিল । ও কেমন কথা না তোমার ! শতুয়ে
ছেলের মাথা খারাপ হোক ।

হরের মা । তা রাগ করিস কেন লা ? তোমার
ছেলের মাথা যদিও না খারাপ হবে থাকে, তোমার
চোখের দোষ আছেছে । আমি একবার অপরাক্ষেপে
সেহলুস, পাঁচতারা আমার মন্দিরের ভেতর নিয়ে গিয়ে
বোরে, এই অপরাক্ষেপ, এই বলরাম, এই সুভক্তা । আমি
দাঁড়া কিছুই দেখতে পেলেন না, কেমন ধোঁরা দেখতে
লাগলুম । ড'হাতে গুণ চোখ বোলাতে ভাল ক'রে
চাইলুম, যেদার আবার চালের লাউলাক দেখতে
লাগলুম । তাই বলছি, তোমার চোখের দোষ
আছে ।

জটিল-মা । চোখের দোষ আছেছে কেন মা ?
কিহে ঘোষ আমি যদি ক'রে ক'রে ।

কোমার মনুষ্যসনের দাঁড়া ক'রে রাখবে । বত
অন্যদিকে চাপ, সেব । এত দুখী তোমার
ক'রে ক'রে পাগল না, আর যদি ছল ছল, কি
কিছো, মজ্জা তার আর উপায় কি ? পায়ে
হেললেও পায়ে পড়ে থাকতে হবে, দুখ কিরা-
লেক দুখ যেতে ছুটে আসতে হবে । তুমি জান,
তোমার মনুষ্যসন আমার জীবন ।

নিম্নলিখ । আমি তোমার দাঁড়া একটা ক'রে
পাকো কি ? কি গের বহু ? মেধা বাবু, কোথাকার
জল কোথায় গিয়ে পড়ে ।

কিনোর । তথ্যে আমি চলে, কা'ল কখন
আসবো ?

নিম্নলিখ । ঠিক কা'ল সমস্ত সময় এস, বা হ'র
করো ।

[কিশোরের প্রস্থান ।

মিশ্রলিখ । হাতে পাখি । কি হবে বল দেখি ?
অখানে থাকি, না এখান থেকে বাবি ? কোন গুণ
নিই, বল দিকি ? চল, আমি সাথে একটু গুণে গুণে
আবো, তার পর কা'ল যা হ'র করো ।

[নিম্নলিখের প্রস্থান ।

(কলগী-ককে বামদলের প্রবেশ ও গীত)

নিম্নলিখ জল, চল গুণে চল

কোমটা টেনে দে রে ।

জলো জলের বাংলা ছুটে আসা,

কে রে দেখবে উঁকি ছেতে ।

সোনাগানী বহন হেন,

চুনি ক'রে দেখবে কেন,

নাহীর বাসের আদর বুকে,

আলস কথার হাতে নে রে ।

বেলা সেল চল খোঁজি,

নাড়ের আদো আসছে গীয়ে,

ঝোকা তারি, বইতে নাহি,

গেলো যে লো ঝাঁকাল ভেতরে ।

বুড়ান এসে বেণী বেঁধে, আমি মনে করি, পড়ই
যি বৈকুণ্ঠ থেকে মনুষ্যন এসে আমার হোসেনকে
স্বাক পাঠনাগে রেখে যায়। জটিল এসে বোঝ
বুড়ান আমার পক্ষ করে, বলে, তার চুড়া মাথার,
শিঁ হাতে। আমি জানি, বলে কে একজন ভাল
স্বাক বাঁধ করে, ছোট ছেলে একলা বলে বেঁচে ক
গরি, দয়া ক'রে মনে ক'রে রেখে আসে।

হরের মা। তবে বুঁড়ে কেলে এতটা গম এমি
কেন?

জটিল-মা। এয়েছি কেন জান, জটিল বে
পাঠনাগে যায়, পাঠনাগের গুরুমহাশয়ের আস্তে
শনিবারে বাপের শ্রাদ্ধ। তারি আর যে সব ছেলেরা
সেখানে পড়তে যার, তাদের এক একজনের উপর
বি, ময়দা, চাউল, মগ, তেল, দীর্ঘ, সন্দেশ, এই সব
আম্বার বসাত দিয়েছেন, বত দই লাগবে, জটিলকে
বিত্তে হবে। আমি ওকে বোলেছিলাম, গুরুমহাশয়কে
দিয়ে বলিস, আমার ভবেলা পেট পুরে খেতে পাইনে,
তা এত দই কোথায় পাব যে দোহ। সে কথা শুনে
জটিল বোলে, তা হোলে ককরপাই মাথবে। আমি
বললাম, তা তেমন তেমন যদি হয়, তা হোলে ও
পাঠনাগে ছাড়িয়ে আর এক জায়গায় যাবে। ও
কাদতে কাদতে সে দিন পাঠনাগে চোলে গেল,
আমার মনে তারি চাং হোল, মনুষ্যনকে ডেকে
বললাম, "বে মনুষ্যন। পেটে খোচেছিল কি কাঁধা-
বার ভজ্ঞে?" সে দিন পোড়া পেটে কিছু গেল না,
চুপটি ক'রে বোলে তাবছি, দেখি, জটিল পাঠনাগ
বেঁচে ফিরে আসছে, একমুখ বাদি। আমি ভিন্দাসা
কল্লুম, "কি রে জটিল, এত বাদি কেন?" ও বোলে,
"মা, আর ভব নেই, আমার মনুষ্যন দাধা বলেছেন,
বত দই লাগবে, তিনি সেবেন।" আমি মনে কল্লুম
যে, যে আঁকটি বরা ক'রে পাঠনাগে বোজ পৌঁছে
দিয়ে আসে, সেই বুঁড়ি সব কথা মনে সব বই দিতে
ছাড়ী হয়েছি। তাই বলিতে এলুম, সে লোকটিকে,
আর কথাটা মতি কি না?

হরের মা। এখন কি বুঝি?

জটিল-মা। বুঝবু বই।

জটিল। মা মা, বুঁড়ি কিছু কেরো না, মনুষ্যন
দাধা দিয়ে কথা কয় না, তিনি সব বই সেবেন
কল্লুম। তিনি কল্লুম, পেটসে বত কাঁড়াল গরীব
আমার মতন

ক আরো ঢের চাখী করিই থাকে, বোম বর, আমায়
কছে, মনুষ্যন দাধা আমায়, আমার ভাষ তবু
সেলেন না। এ বলের ভেতর মনুষ্যন তিনি বুঁড়ি
আসুকেন।

হরের মা। ওশো, চল চল, বকে ফিরে চল,
কুইত পুরি। ছালা পিটে বেঁচে এসেছিল, আমায়
পুরি ছালা পিটে বেঁচে এসেছি। বুঁড়ির ফিরে
কেবরি চল, মনুষ্যন এসে তোম আমার করে বা
শিকেন ক'রে বোলে আছে। আর লোকজন বত
কোরে তারে তারে দই এনেছে। পেটা কল্লুম
আর কি!

জটিল-মা। বাও বাবা, আমকের বতন পাঠনাগে
বাও। ক'ল থেকে আমি তোমার আর এক পাঠ
নাগার দিয়ে আসবো, এখন আমরা চলুম।

(জটিল বাতীত সকলের প্রস্থান)

(জটিলের গীত)

জটিল। দিয়ে দেবা প্রাণসদা

আমরা য'সে চ'লে গেলাম

সেমে কেঁদে ডাক্তর কত, কই বে কুঁড়ি ফিরে এসে

(জটিলের প্রবেশ ও গীত)

কক! এসেছি বেখ না চেয়ে,

প্রাণের টানে এসেছি ঘরে,

তেমনি ক'রে বাঁধি থকে গাঁড়িঘেঁষি যে বাসে মেলে ও

জটিল। বুকের ভেতর লুকিয়ে থাক,

প্রাণহাড়া আর হরো গাঁড়ি

তুমি আমার, আমি তোমার,

আর যেও না গায়ে তেঁদের

জটিল। মনুষ্যন দাধা, আমার ভাষা পাঠে,
আমার মা এসেছিল, ভোলাকে সেবার করে,
ভোলাকে বিজ্ঞান করবার করে, গাঝি কল্লুম, কল্লুম
বহাণেরে কাজে বত দই লাগবে, লম্বা যাবে কি না
তোমার এক ক'রে ডাকলুম। "বুঁড়ির দাধা তোমার
হাত, মনুষ্যন দাধা বেণী বেঁধে" মনে কত দিলি
কল্লুম, তবু কুঁড়ি এসে না। আসে কখন, আমি
দিয়ে কথা কইলুম। এই বুঁড়ি আমার জাম্বান
ভোলায় জাম্বান। এই বুঁড়ি কুঁড়ি বলেছিলে, আমি
জাম্বানই আসব, কই কই ও এসে না!

শ্রীকৃষ্ণ। কি জানি কি ভেবে বেয়েছিল তুমি,
কুই আমি কোর কাছে।
কি জানি কি ভাবে হয়েছি রে কোর,
কির কোর পাশে আছি।
কি বলে হলে, পরম বললে,
করেছি রে কোরে সাধী।
সাঁটা কন্যার লয়েছি রে ডাঠ,
হবেছি বাবার বাণী।
কুলিন কেমনে, ভোলা কি রে তার
প্রাণের বাঁধন প্রাণে।
অনন্ত এ গেম তুলনা কোবার ?
কোনক যে জন জানে।
আনন্দ-নাহর উঠিতে কে পেবে বন দিয়া মন বাঁধে।
প্রাণের সাধীর প্রাণের কথাটি
জাগে জাগে জাগে সাধে।

অটল। মধুসেন দাদা, তোমার কাছে ধরে
বলেছিলুম, আমার তুলো না, আমার আজ বলতি,
আমার তুলো না, তুমি যদি আমার ভুলে যাও, আমি
বিত্ত্বো না।

শ্রীকৃষ্ণ। না রে না, তোর আমি ভুলতে পারি ?
কুই আমার প্রাণে পাঁজা। তোর মাকে বলিল, তাকে
কিছু কাঁড়ে হবে না, তোর শুকুমহাশয়ের বাগের
আঁকে ধত বই লাগবে, আমি দেবো। কুই তর
জালিলে, গঠিগালে না। তোর শুকুমহাশয় যদি সিজ্ঞাসা
করে, বলিল, আমার মধুসেন দাদা সব বই দিবে।

অটল। তবে আমি নিশ্চয় হইলুম।

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ রে হ্যাঁ, আমি তোকে কি মিছে
আখ্যান দিচ্ছি ?

অটল। হ্যাঁ মধুসেন দাদা। তুমি বলেছিলে,
তোমার খেলার সখীদের একদিন আমাকে দেখাবে,
তাদের সঙ্গে আমার খেলা করতে দিবে যাবে। বল
না, কবে দেখাবে, বল না। আমার জীবের সঙ্গে
খেলা করতে বড় উচ্চা হয়েছি।

শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছা, আরই তাড়ের কোঁকে দেখাব।
কি তাড়ের সঙ্গে খেলা করতে পারবি ত ?

অটল। হ্যাঁ, খব পাঁজবে, না পারি, তুমি আমার
সহায় হবে। তাড়ের সঙ্গে কি কথা কইব, তুমি
বল দিবে। মধুসেন দাদা। তোমার বয়সই দেখি,
কি তাড়ের সঙ্গে খেলা করতে পারি। কেন না। তুমি বী. ক.

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ, পারি বই কি। বাণীটি আছে,
তাই আমি বেঁচে আছি।

অটল। ঠেক, একবার বাণীর না, আমি
জানো।

শ্রীকৃষ্ণ। শুনিব ? আচ্ছা খেল, বাণী থাকলেই
কিছু আমার খেলার সখীরা সব গ্রহণ পড়বে।

অটল। আমিও তাই চাই।

(শ্রীকৃষ্ণের গীত)

বাণী বাজ দেখি রে। আমার সাধের বাণী,
একবার বাজ দেখি রে।

মাথে রাখে বাঁলে, খোঁজতে গলে,

একবার বাণী বাজ দেখি রে।

মাথে উঠবে তুলান, বইবে উতান,

ভেটবে ভেটবে নাড়বে রে প্রাণ,

থাকবে না আর অভিমান।

আপন হারা করে বাণী একবার বাজ দেখি রে।

আঁসে ছুটে লগের বাণী,

আঁসে গেলে লগের বাণী,

ভাসিয়ে দিবে মান অপমান,

যেচে এসে বিনাবে রে প্রাণ,

মোহন হরে আগজরে তার,

একবার বাণী বাজ দেখি রে।

তুলবে তার আপন পত,

কদমতলা কববে বদ,

যেখার সাঁজার বাণী চিকণকাণা,

আঁসে যে খেয়ে কুলের বাণী,

মাথে রাখে বলবে বাণী, তাখানাম ভালবাসি,

বাণী বাজ দেখি রে।

আমার সাধের বাণী একবার বাজ দেখি রে।

(মধুসেনী সহচরীগণের প্রবেশ ও গীত)

বাঁজিয়ে বাণী কালপলী মজালে যে কুলের সাধী,

পেয়ে কি ভাসব কলে,

কি জানি ভাব গাবি হারি।

ত্রয়ের বাণী চিকণকাণা,

এনেছে তাম চিকণকাণা,

মোহনের পাঁজা ডাঠ,

কারিহরি চাই তারি।

কি জানি কোবার দিবে,

I 四 五

[**উদ্ভবের প্রেক্ষাপট ।**]

(ବିଦ୍ୟାବଳୀ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଆବେଦନ)

নিখোলা। আর পাখি নি, দাঁড়, একটু
পা, ছোটো নিখোলা কেলে বাটি। আরেহটা লখ
ল এসেছি, বনের প্রান্ত হাফিকে এসেছি, তীরের
হটে এসেছি, নকশের বস্ত হটে এসেছি, আর তর
। অব, হাফিকে এইখানে একটু বসি।

प्रश्न-३ कि प्रश्नार्थ का प्रसार सही
प्रकार में समझिए कि प्रश्नार्थ कि प्रश्नार्थ
प्रश्नार्थ प्रश्नार्थ प्रश्नार्थ प्रश्नार्थ प्रश्नार्थ

विष्णुः । इति शान्तं भवति न च जने ।

ଦିନେ । ଶାନ୍ତୀର ବଜ୍ରାବତୀ ବ୍ୟବହାର, ଆଦି
 ଶାନ୍ତୀର, ଆଦାର ଶାନ୍ତର ଶାନ୍ତ, ଏ ଦିନ ।

যুঝির মুখ পারে হালুকে পরি। কিছু ভাব
 , অনেককে ঘেরে, তবে নড়বে। অনেকের
 ই হাত পরিচি ক'রে তবে রক্তধা।
 ক এই দুটি প্রাণকায়ে বিরিকৃতির পথে
 বসে ক'রে তবে নড়বে। দুইটি
 , ভালবাসিয়ে পিণ্ডে, ভালবাসে
 গলাবন্ধির করে মর্য্যে কাল ক'রে।
 কবাসার করে তার কাল ক'রে
 নি কেশব প্রেমিক।

[illegible]

আমি কি কৰিব লাগে? নিশ্চয় হুগলাত গুলাচী
কোলাৰ চাউ প'ৰে থাক, পৰীক্ষা কাম নাই
আমি বন্ধন, "আবে হুগলা" ভাল ক'ৰ
আমি বাওৱা হৈ পাইছিম, আঁহাৰ চুটি শৰাৰ
কোলাচী" লগা বান্ধ কি আমি? "তোমাৰ জোখন
আমি কোলাচী ক'ৰ কৰিব লাগে।" (কি হ'ল)। ভাল
ক'ৰ কৰিব লাগে। "আমি কি হ'লি।—তোমাৰ
কিমেৰা বোটি বৰে পৰা এনে চুটি শৰাৰ? তখনই বৰে
কিমেৰা, পৰা-পৰা ক'ৰ বৰি এনে, ক'ৰেই এনে
কোলা-কাম হুগলা হুগলাত গুলাচী। "আমি বান্ধ নাই
বান্ধ, হান হান? আমি কৰিম। বৰ লগা ক'ৰ ক'ৰে
কিমেৰা বৰি কোলাচীৰ সলনি পিঠীত কৰে চাউ বান্ধ,
কাম হুগলাত গুলাচী হিচ। ক'ৰে ক'ৰ পৰা এনে
ক'ৰে ক'ৰে।

[নিৰ্ভাৰে অহান।

কালিকী। কোলাচী, মিলেৰ আঁকণটো
গোলে না, একটু বৰ কৰোঁ, বাৰাৰ সময় একবাৰ
কিমেৰা কোলাচী, কোলাচী—একটো মিঠা কথা
ক'ৰে কোলাচী না। ক'ৰে মিলে, কোলাচীত যে মিলেৰ
কামনা কৰিছে যে, সব চুটিয়েছি, ক'ৰে কোলাচী
ক'ৰ আমি ভালবাসিছোঁ যে। হুগলাত মিলে, আমি
কোলাচী বান্ধি না হৈ, কোলাচী বান্ধি কৰোঁ, কোলাচী
বান্ধি কৰোঁ। কোলাচী, আমি কি হুগলা গোলাচীৰ কি
হুগলা গো। (ক'ৰন)

কিশোৰী। কোলাচী না, ক'ৰ, কি কৰোঁ বল, বা
ক'ৰ, ক'ৰ ক'ৰে কি কৰোঁ? (নিৰ্ভাৰে ক'ৰি)
নিৰ্ভাৰী। তুমি বান্ধি অলপ, এখন বান্ধি, কোলাচী
ক'ৰা লগা হুগলা, কোলাচী ক'ৰ কোলাচী, কোলাচী
আঁহা, কোলাচী ক'ৰিবা আঁহা, কোলাচী ক'ৰকনা
ক'ৰে—ক'ৰ কোলাচীৰ সলনি পিঠীত, ক'ৰ কোলাচী
ক'ৰ লগা ক'ৰ, ক'ৰ কোলাচীৰ সলনি হুগলা।

কিশোৰী। এখন বান্ধ, কোলাচী ক'ৰিবা ক'ৰিবা
ক'ৰ লগা ক'ৰ কোলাচীৰ সলনি হুগলা। আমি কোলাচী
ক'ৰিবা, বান্ধি কোলাচী ক'ৰে ক'ৰ, ক'ৰে কোলাচী
ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰে কোলাচীৰ সলনি হুগলা
ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰে কোলাচীৰ সলনি হুগলা
ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰে কোলাচীৰ সলনি হুগলা
ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰে কোলাচীৰ সলনি হুগলা

কিশোৰী। (কালিকীৰ ক'ৰি) কি, কোলাচী
ক'ৰিবা ক'ৰিবা। ক'ৰ কোলাচীৰ সলনি

কালিকী। আমি এইখনেই ক'ৰিবা কোলাচী
ক'ৰিবা ক'ৰিবা, কোলাচীৰ সলনি কোলাচীৰ সলনি
ক'ৰিবা ক'ৰিবা। এখন কোলাচী ক'ৰি, কি ক'ৰি?

নিৰ্ভাৰী। কি ক'ৰে? কোলাচী ক'ৰে কোলাচী
ক'ৰিবা। কোলাচী ক'ৰিবা ক'ৰে কোলাচী ক'ৰে
ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰে কোলাচী ক'ৰে
ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰে কোলাচী ক'ৰে
ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰে কোলাচী ক'ৰে
ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰে কোলাচী ক'ৰে

কালিকী। কোলাচী, আমি ক'ৰে কোলাচী
ক'ৰিবা ক'ৰিবা। কোলাচী ক'ৰে কোলাচী
ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰে কোলাচী ক'ৰে
ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰে কোলাচী ক'ৰে
ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰে কোলাচী ক'ৰে
ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰে কোলাচী ক'ৰে

নিৰ্ভাৰী। কোলাচী ক'ৰিবা ক'ৰিবা। কোলাচী
ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰে কোলাচী ক'ৰে
ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰে কোলাচী ক'ৰে
ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰে কোলাচী ক'ৰে
ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰে কোলাচী ক'ৰে
ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰে কোলাচী ক'ৰে

কালিকী। কোলাচী, কোলাচীৰ সলনি
ক'ৰিবা ক'ৰিবা কোলাচীৰ সলনি কোলাচী
ক'ৰিবা ক'ৰিবা, কি ক'ৰে, কি ক'ৰে ক'ৰিবা
ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰে কোলাচী ক'ৰে
ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰে কোলাচী ক'ৰে
ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰে কোলাচী ক'ৰে

নিৰ্ভাৰী। কোলাচী

কিশোৰী। কোলাচীৰ সলনি কোলাচী

নিৰ্ভাৰী। কোলাচীৰ সলনি কোলাচী

কিশোৰী। কোলাচী, তুমি কোলাচী
ক'ৰিবা ক'ৰিবা? ক'ৰ, কোলাচী ক'ৰিবা ক'ৰিবা
ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰে কোলাচী ক'ৰে
ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰে কোলাচী ক'ৰে
ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰে কোলাচী ক'ৰে
ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰে কোলাচী ক'ৰে

[ক'ৰিবা ক'ৰিবা

(ক'ৰিবা ক'ৰিবা—ক'ৰিবা ক'ৰিবা)

ক'ৰিবা—ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰিবা

ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰিবা

ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰিবা

ক'ৰিবা—ক'ৰিবা ক'ৰিবা ক'ৰিবা

সইয়ে কেবল কত ফোলে,
বসু না কিম্বার বার লবি।
সু-গণ।—আম্ব-সেব কুলে হাতে,
বেড়ে জ্বল যেন পাতে,
পড়িয়ে গোড়ে, পা-কোণে পোড়ে,
এ যে তাই জুখ ডারি।
সকলে।—কহু-না কি আর বদন ঘেমন,
কহুতে হবে তবন তেমন,
চুপটি ক'রে থাকি পোড়ে,
যেখি এবার পারি হারি ॥

তৃতীয় গর্তাঙ্ক।

—:—

প্রথম পদ।

(সারবাসকগণ সঙ্গে খটখট সন্ধানক ও
বালকগণের প্রবেশ)

সদা। পাণ্ডী বেটা, অলিয়ে পুড়িয়ে দেবেছে,
ব্যাটারের বর দর তাকা দিবে তবে এই সব কিনি-
গল্পর আদার হ'লো। আর কি সবর আছে, হতভাগ,
কাল রাত গোলাপেই যে লাভ। উদ্যব স্বহাং কক-
বার কি আর দিন আছে ?

১ম বা। তা ভরসখাই, আবার ঠিক সময়ে
হারির কত সু, আমাদের কি বেড়ের ভয় নেই ?

সদা। হ্যাঁ রে, তটলে ব্যাটারে খ্যাগার কি বল
যেখি ? ব্যাটারে কুঁড়ের গিরে ত উঠেছিলুম, কারুর
সাক্ষাৎ পেসুম না, মরবার চারি বছ দেখ-লুম,
চ্যাটা আদার বর ভোবাবে নাকি ? বর বই লাগবে,
সব বেবে বোলেছে। পাকি-ভোজনের শেষ রকে এই
আমি লকেনে দর। ব্যাটা যদি শেরকরো লাভ সুখ
ছিরটে বলে যে, ভরসখাই। আমি পালনুম না,
আব'লেই ত প্রকুণ। লোককনের কাছে সুখ দেখাব
কি ক'রে ?

২য় বা। ভরসখাই। তার না বেড়ে গর না,
সে সব কই বেবে কোথেকে ?

সদা। না যে না, জোবা ভেজোবাব, মুকুন্দ।
যত বেখনি কৈত-পরা, বিবাহ দাড়ি, এ-পাটী সে
কাজী কোর এখা বিল ভরসখা করে, বর ত আদা

করে পোড়ে লাগে, কি কৈত-পরা বর ত মনস পোড়ে
কতি বিলক-কাজে। মুকুন্দের ভগাইক কোর
আদা কনবীর কৈত-পরা, মারির দীচে মরন পাণ্ডার
সুকটনা মাফ। এইকে বেটরা ভরসখা ক'রে
পরসার পাতি সেখা কিনি আবেন, না, এই না কিনি
পাড়া জাত, আর পুট পাকি-পোড়ে কৈত-পরা
গিচ্ছেন, যেন ইমবার পদর পাকিয়ে, যেন গিরে
বটবন। তার গর বদর হোলে, পাতি বোনা আদার
ছিল, সব গিরিয়ে কেড়ে। বর, মরক মারন পদর
ইমকাল পরকাল এই রকমের অবশ্যম হালা। যেন
হামিদুলি, জটপের না যেটা মেহাত কইত-পোড়ে কক
—আরত আমি কনলে, ক-বেটার কে-কক কনলে
হালা আছে, বেহ বসেছে, বর না পাকিয়ে, ক
আমি দেখো। আদার বোব দর, কোর-কক
কোড়ের লোক বুড়ো বেটার হাতের কিছু বেহা কিনি
কেনে, দার ব'লে এসে পাকি-পোড়ে যেন কোর-কক
অমবরে কিছু সাহায্য করে, যেন টেকে আছে, দার
কায় কিনি। আর হেচোটা ত দার-কক, না কিনি
আছে, সাক হকসত করত।

ক বা। তা ভরসখাই, পাকি-পোড়ে কক
পুঁজে নিরে আসবো ?

সদা। হ্যাঁ বাবা, কৈ-কক কক, কক-কক
কোবার লাভ, পুঁজে পোড়ে আদার কক
এসে হাকির কর। তবে মুকুন্দের কক-কক, বেহ
হালা ব'লে মানব না, বেহের চোরে আদা পাতি
দেবো।

৩র্থ বা। ভরসখাই, এইবার আদার
কক-কক ককি দিতে হবে। আদা, বিন-কক-কক
নায়ে বোলা করে।

সদা। তা পাণি ব'ল কি, তা পাণি কক
হা রে, কোবের কক-কক কক-কক পরসার আদার

১ম বা। কোর-কক-কক

সদা। কেন কি রে মুকুন্দের ? কোর-কক-কক
কক-কক আদি বেহা পাণি ?

২য় বা। তা ভরসখাই, আদার-কক-কক কক

সদা। তবে এক কক-কক আদার-কক-কক
সদা। ক'রে এই কক-কক-কক আদার কক
পোড়ে দিবে না। আর কক-কক কক-কক
কক-কক-কক, কক-কক-কক-কক কক-কক
পাণি পাণি, কক-কক-কক, কক-কক-কক

[illegible][illegible]

কর্মসম্পাদন। এ. ক. ম. পাই, আমায়েদ বেহেই ভর

महाराष्ट्र शासित मकानांचे वसुधे

প্রশ্নিক : আমার ভবিষ্যৎ কত দূর পর্যন্ত
 যাবে, কেমন হ'বে তা কি হবে ? একটি বাচ্চাখোর,
 ভেটে কলপট চুকাইছি, এর পর বাটারেতে নিকো
 টিনে না, আমার ত অসুস্থকার্য হ'ল, বড় আর,
 হেঁদার পুঁজিখারান দলার পাউ, এর পর বাটারা
 টা ক'র ? বাচ্চ, কে কার সঙ্গে যাবে, আমার অত
 মাদারের মরকার কি ? কীর বিরুদ্ধে যে, আমার
 হৃদে সে। আমার-মমতার পাউ মাং খেতে ত এক
 কিল চলে নিইছি, কিন্তু একটা মায়া, শিশুর মায়া,
 বটা বাটারে থাকিনি। হার'তে হী.লাক ? আমার
 কিল খিদে কেন ? কেনে শুনে অক্ল হেরে থাকতে
 হ, আমি এতটুকু, নিম্নের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে
 কিছু জাননা আমি, যে একটু বোঝে কি ? কহিন
 যেক জীব সবটা কেনে আর এক রকম দেখছি,
 কিছুকি মায়া তা'তে আমি ? অগভীর, তাই কর,
 কিছুকি, শুকি লাগ, শক্তি মায়া আর মাঝের
 মায়া মা।

(४७)

২৬। মায়া ! মায়া ! -কিমান হবোহে, পল্লীনাথ
 [গীতঃ]

मन्त्रः किं त्रैलोक्यं

সু : কোথায় বড় বিদ্যাসের ঘন পাতিলা করে
 পুড়িয়ে, বাঁর জলে আদরা ছেলে, আদরের পথিক
 হি কঁড়ে চেয়েছিলে, আদরের বন্ধে বুড়ির বন্দোবস্ত,
 হি তীর জেঁকা পাখরা বিয়ে আলা পয়েটীর
 কোথায়, আদরা টাকার কিকট। চাইলে কামড়াত
 হি আদরকে, আর বড়লক্ষ হা কিছু হোয়ালা
 আদর, কখন আদর বোকাই করে আদরত ; এখন
 আদর, কখন হুইল কোথায় ?

ହ । ନେଇ କେବେ ଯାଉଛ, ତାର ଡୋରୀର ବାହେ
ନେଇ ଏକଟା ହୋଇଲେ ନାହିଁ ବାବୁ ହେଉ ପାରେନା ।

ବିଷ ୧ । ଶାବି ଓ, ସେହେବାକୁ କାତ ଯେଉଁ, ତା
 କାଳକୁ ନା ।

কু : বোঝো তাঁরা শোঝো, পালা বড়, কি
 মেয়েমানুষ বড় ?

সদা। তবে পাবী উড়ালো : বড় সাব করে
কুবেহিলুম, অনেক মরে প্রাণের ভিতর প্রাণটি ঢাকা

মিটে রেবেলিওন, এত কালবাসা, এত মোহাণ, এত
 প্রেম, সব হুলাস? উঃ! কালি কামার পাখান প্রাণ
 কেঁপে উঠেছে, যদি হালি হয়ে কসির হুলাস, তা হলে
 একটা চোর পাখাতা না। গেলা, হুদা! করে

হেলো, একবার বাসে হোসেন না? যা রে আখিয়ার
 বাড়ি! তোরা না শক্তির অংশ? তবে, তোকে যে
 বড় ভালবাসতুম, কেননা তোরে আমার মায়ের আঁটিকা
 গোড়েকিছুম, এত সহজে মারা কাটাণি? এতটু

খাবলানি ? এক ছোটো চোখের জল খেললানি ?
 বুকে ছুরি কোর চোখে গেলি, বাসিন্দে পথে দলুত
 দলুত পাবলানি ? কোর ভাল হবে ? কুই এখনও
 কুই বরি ? না না, কোর কাঁদতে কাঁদতে দিন

আমি। তবে, তোমার যে আমি অনবদ্যে আঁকিয়ে
 দিচ্ছিলাম। একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে প্রদেয়
 বস্তুত্বিনিঃ বনের ভেতর ঘুরিয়ে থাকিলাম, বন
 আঁকিয়ে দেখো, সমস্ত জীব প্রাণি, সমস্ত জীব

কর্মবো, রাহিওর ভেতর ঢুকে থাকি, রাহিও
কোঁড়ে কেঁচুবা। তোক মাঝো, তোক মাঝো,
যে মনের ওপর আর একজনকে বসাবছিম, সেই
মন বিশ্বের ছবি দিয়ে ভুঁটি-ভুঁটি করে কটাবো; তুই

সেই চোকের চাউনীতে আমার পাখল ক'য়েছিলি,
সেই চোক জাল-কুবরকে দিয়ে পাঠোয়াব। পালাবি
কোথায়, পালাবি কোথায়? সবলমণি। আমার

১৩৩। বাবা। তুমি আমল হ'লে নাকি? ঠাকুর
হও, মাকী হও।
ক। ক'হে। হেঁচল গুল মাঝখানেও বঁধাও হাউ

এখন জাতি হচ্ছে না। ও বোম্বাইয়ের ছোবল,
নাগ নাও কেউইক ছোবল ছুই-ই মদান।

হইনি। আরি রিক কারি, রিক কারি। আর সে
 বেনে এক গুন করি। গুন করি, নরক এ দান
 কড়োতে পান। না। কারে কোবর, গবে
 কোবর? বরো—বরো, আরি মোবরুণে হুবিব
 এক এক বা বীরে বরোর কিস্কি হোটার, সেই
 বরো নাহি, সেই বরো নাহি। ... যাহা, গুই
 বর, গুই বর নাহ।

[সদস্যদের হেসে প্রস্থান।]

বর। তসি ক রে, গবে বর একটপালট
 হাং হাং। সে সাতিক পানি ভানি বোলে
 ভানিকুন।

কু। মতক কানে বত পাত দান। মতক কানে
 বত মতক, মিতি কব সে, মেমোমসের সঙ্গে আর
 গেন কোবর না। সেখানে ও, আর মতককে পাতক
 ক'রে পর। পাতক পাত, ভনী পাত, চাপ চপ
 বাক, সবেক পানি ফাং বাক, মেমোমসের মেমো
 মিতি কোবরেন, আরি বরোমসের বরো আরি বরো
 আরি বরোমসের বরো হারি।

কু। সময় পেয়ে যুব বোকে মিছিল, না?
 বামারত আর উজর মেমোমস, কাতাই চপ ক'রে
 পাতক।

কু। বাবা! বসন-করিব যাবুরিও ওপর এখন
 দেয়া আছে। এখন বরো কেন আমি পাতক
 ক'রে সর্জব সার করিছি। কি মেমোমসমিটি বেরী
 করে? তা'রক গোলে বরো ক'রে বাক, বাকি
 পাজি ভানবাবা জানিবে ক'রে এর ক'রে রেখে
 পাজি এই পাড়াল। তসি তেতরে সেরে আর
 একটিকে পেয়ে বোসেজিলেম, রিক সময় বাক
 পাজি আর মোরে পোড়লেন। বস বাবা, তুমি এখন
 হাতবুৰ চাপড়ে বর। আবার এ কাজে এমনি বরো
 নীবা। এখন বিয়ের বন, এখন বসি ভানব ভানব
 মিলের বস, তবু কাকটা বস, এখন গবে, এখন
 হোরম বিয়ে বাবেন বে, সে বা, পোবরো একবুণ
 কোটে বাবেন। পাপল হতে বর। বাবরোর ভেতর
 হরো লোক বর তো বরোর ভেতর আর না বর
 আকিবের ভনী কিংবা মোটা পোব-নীবা বতি—
 একবাকি লীলাবোর অবগার করে।

বর। আর কবাব আর বেরি, এখন চপ।
 কাতাই বো একব বরো, পাতক, বরো ক'রে

কি এমটা কবেকোর, সেমে হাং ক'রে পোবর
 ও, আবিব পোব।

কু। তা সে বাকি, কিস আবার মিছিল। বর
 ক'রে বাক কি মেমোমসের বরো

[উভয়ের প্রস্থান]

(অপসারকে পদচান্দ, বাবরী ও
 কাতাই হাং প্রবেশ।)

বাবা। হেহ, তুমি কপা-মসুর, আরি ককটা পদ
 চোপার বক আরি পাজি, তুমি পাজি হ'য়ে বরো
 বাব, আবিব হোনার হোনার হুঁকে এনে পোব।

পদ। হেহ, তুমি বেরি বর, কোবর মোরে
 মোতে পাজিসি বর, কিস মোবর বরো হোনা এ
 হুঁকে বরো আরি কাতাই ক'রে বরো। ... পাজি
 অনেক বরোমসের, কুটিল পাজির বরো, বর
 ক'রে মত-বিকার বর, নীরব ওমকালিগুন বর
 বরোমসের এনে আবার মিছিল। কিসপান এ
 নানে ছিল, সেই বস খোদ বর সেজে আনিব।
 আমি আর এই বস বাকিটি বেরি। ... পাজি
 মধ্যে বরো লোক দিল না, বরো নাথানিক বরো
 পান পূর্ণ হিলা। সে আর কপান বরো কোব
 মো, খুঁকে পাজিসি। বরো কীমে, আরি
 ক'রে, ও হাবরী অলোমস ন'বে কে বরোমসের
 বর। ক'রে বরোমসের ক'রে বরোমসের
 ক'রে। ... কপা ক'রে এনে আবার হুঁকে বরো
 ক'রে। ... হোনার ক'রে বরো, বরো বরো
 বর পাজির বর, তুমি আরো কিসি, আবার
 ক'রে খুঁকে এনে বাব, ও ক'রে জীবন বরো বর।

বাবা। কথো, হোনার পাজি পাজি, তুমি
 বরোমসের হুঁকে এনে বাব, পাজি তুমি না
 পাজি, তুমি আবার বরো হরিমাস পানি বরো
 বর, আরি হোনার হোনা সেজে পোব। ...
 আরি হোনার হোনা সেজে পোব। ...
 আরি হোনার হোনা সেজে পোব। ...

বাবা। (পদচান্দের ক'রে) বরো না, আরি
 কোবর হেহেহে হুঁকে বরোমসের, পাজি
 আরি হোনার ক'রে বরো। ...
 আরি হোনার ক'রে বরো। ...
 আরি হোনার ক'রে বরো। ...
 আরি হোনার ক'রে বরো। ...

১০. কোন কোন বিষয়কে প্রাথমিক হিসাবে গণ্য করা হয়?
 ১১. কোন কোন বিষয়কে মাধ্যমিক হিসাবে গণ্য করা হয়?

সিঁড়ি। তুমি আমার বাড়িতে এসে যেতে
 পারবে। আমার জেব থেকে জেবের আমার দর
 মের টাকা আছে চাও, বাও, আমি এখন আসছি
 আসছি।

স্বাধীনতা (পঞ্চাশতাব্দীর প্রতি) দেশ বা স্বাধীনতা
 স্বাধীনতা, পূর্ব জাতি জাতি, স্বাধীনতার পথে পথে
 স্বাধীনতা, স্বাধীনতার দান স্বাধীনতা স্বাধীনতা ।

১০০। দেব, আমি কৃতজ্ঞতা-বাহু, কিন্তু তখন
 কীভাবে তুমি আমার জীবনকে আচ্ছন্ন করেছ।
 আমার জীবন কেমনে চলেছে ? গৃহস্থের সন্তান
 জীবন কেমনে চলেছে, বা কেমনে আমার সংসারকে

হুগুর আকিঞ্চা থাকবে না, ফুবি সমাজ নয়
 জারি হোনাও কতকটা চৈতন্য। কেন চৈতন্য
 জানি এখন জামার অবস্থা এমন দেখে বটে, কিংবা
 জামার হারাই আমি সন্তোষিত ছিলাম। প্রথম

কামিনীকে, সমস্তো ভাসবানী, জমুস য়িষা, কিছু
জন্মান দিল না। কালের সঙ্গে কখনও প্রবেশ
করিনি, বাল্যেই তপস্বী সম্পদে গিরে হাইনি, সুখ
কি তা পুনঃ জাহ্নবি চিবকাল লগ্নয়ে বাস, ঘ

কালের আশ্রয়, দানপান, এই সকল নিয়মই বলা
 গিয়েছে। অতঃপর শিল্প, কল্যাণ ও পুণ্ড্রের দ্বারা
 পরিচালিত হইবে। এসে এই নাম প্রাপ্ত হইয়া বহু
 কাল ধরে এক একবার ভগবানের উপর আশ্রয়

আপুজো, কাকতুল, জি পালে আবার এই চন্দ্র
 প্রথম পুত্র হি, দর্শনাত ইংরেজি বলেই কুখ্যাত
 কিনির দেখাও, চিত্র-অঙ্ক আদি, চকু সাধো। জ
 কীরকম হই প্রোফার লীলা। জাল, আদি বী

১০০০, তোমার ভাবের সাথে আমার যেহেতু দ্বি-
 ত্ববোধ আমার চকু দাঁড়, আর লিখতে চানো না
 হলে আমারই বীজবন্দর ফিরে যেতে আমার
 আমার হৃদয়টিকে বুকে ধরে দাঁড়।

১০০০ টি কপি (১০০০ টি কপি) কপি, কপি
 ১০০০ টি কপি (১০০০ টি কপি) কপি, কপি
 ১০০০ টি কপি (১০০০ টি কপি) কপি, কপি

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

श्री, कनि ३०६ ।

महाराष्ट्र राज्य सरकार, नवी मुंबई, महाराष्ट्र

(४५५)

শে মেরে কদমকলারি বৈকে হাফান,

पञ्चाङ्ग चक्र संज्ञा ।

ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ କ୍ଷୟନ କାହ, ସବୁଜୋ ତଳେ ବିପଦାଞ୍ଚି ॥

কুল-যা-ন বইল কোথা, দুটোটা বীণা জ্বল ।

श्रीमान् प्रमोदचन्द्र शर्मा, वसिष्ठानन्द आश्रम

मोक्ष ययन। हनुमन्, उग्रान वः रे दाह,

বিশ্রাস্তি ফাল্গুনী পলায়ন পথে, কোকিল কুহু কুহু করে,

মিলে গিয়ে বীণারই মূৰে আগুন-ধারা হই।

বাণী যেসে দানি করে পাইল পড়ে রইল

ପ୍ରକାର : ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁମୟ ।

কি বল ? অমূল্য চিরদিনই অমূল্য । এখন ভাল ।

सकलस्य सुखं

(१११-विज्ञान) दमनीयनेन पानी दये

(આવક અને ખર્ચ)

ଜାମ ପାଣି ଡୋର ହାତୀ ଡୋର,

আদর করে চুমা খাই।

ଅମ୍ଭନି କୋରେ, ବୁଝେ କ'ରେ, ଓହାଣ ହରେ ଓହାଣାହିଁ ।

मिनिट्स गिफ्ट बोन आउटिंग,

সুকিয়ে থাকি যেহেতু গায়ে,

প্রশ্না বংশে মুচক ভেঙ্গে,

ଆମେ ଶୋହାଲ ଅମାନ-ତାହ ।

স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদ

संज्ञा

[illegible]

【附註】

ଚତୁର୍ଥ ମର୍ତ୍ତ୍ୟାନ୍ତ ।

1. विद्यार्थी व विद्यार्थी (सदस्य)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

কখন যিনিতে থাকিলে, যে শব্দ তে যিনিতে না, তবে,
কিন্তু কুটী। আপন হার মুকুট-কল নিয়ে এল। তার
না কলার বস্তু নিয়ে আমার চিরকালের অপূর্ণ সাধ
যিনিতে থাক।—শান্তনু তে শান্তনু তে হিঃ হিঃ
কীচুটি, কীচুটি, আবার তোপে মল, তোপে উপরে
কেন্দ্রো, না না, আবার মল, আবার তোপে মল।
আবার মল। (কলন)

(ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ)

নিম্ন। বাবা ডাইনীরা হাত তো নিকে কোন
সকনে এড়িয়েছি, কিন্তু পদ্মবার কাপড় ব'খানি যে
যেই রখল কোঁর্ষে, তা ত প্রাণে দইবে না। ও কে
বোসে ? সেই ছুঁড়ীটা নয় ? বাঁসে বাঁসে কাঁদছে, এ
জি রক্তমাংসা ? নেমেমাংসা যে বলে, তা শু পানডম না।

নির্দোষ। উঃ, বড় ভায়! বড় ভায়! প্রাণের
 বোঝা আর বসিতে পারিয়ে, তখন বুঝি কেটে যায়,
 বুকের ভিতরকার সমস্ত ব্যস্ততা। বেন কেটে বেরিয়ে
 আসতে চাকে। মনে কবেছিলুম, পুঙ্খনত নির্দোষ
 পুঙ্খল, যেমন নাচাবে, তেমন নাচবে, যেমন দেয়াবে,
 তেমন ফিরবে, কি সাহস! হি! হি! কি পঙ্কন!
 পোড়া মনের সাধ দেখ। এখনুমান হাহু, আনি
 তার পেছনে ফিরি, ছুটে গিয়ে আশি তার পায়ে ধরি—
 কবে সত্যই কি প্রেমে পড়ি থাকলে সে প্রেম হুইয়ে
 থাকি না? কোথায় যাব? নিত্যস্বয়ং সহস্রকীন অনা-
 থিনী জীবেশ, কোথায় যাব? কোথায় গিয়ে আশ্রয়
 পাবো?

নিঃ। এই ত বাবা। যেহেতু তুমিও ত পাঁচ
পঞ্চ শ্রেণী, আমি সে দিন চের বৃদ্ধি দিচ্ছি, এক
অকটা কথা কর, আর কালশাপিনীর মতই চকর
তোলে। এই ত টান ফাঁদে পড়েছ বটে। (মিষ্ট-
কার কাছে গিয়া) তুমি ঠাকুরপু। তুমি এখন এমন
করে পড়েছ ? জা কি করবে বাবা ! বেছে বেছে,
ভার আর ভার কি ? আমারও কাঁটা বরষ বটে,
আমি এক কথার ছেড়ে দিলাম, আর ছবি ঘন বাঁধতে
পারি না ? নিজের ঘন নিজের হাতের তির্যক নাও,
সিঁড়িতে সিঁড়ি না, ভট্টকট কর্তে বিড় না, হাঁকপাক
কর্তে বিড় না, তুমি একটুখানি মুকুতুমি বাঁধবে
না, তার পর যেমন তার তেজস্বী হয়ে যাবে।

निर्देश : कुनि आचार प्रमाण प्रयोग ५५७
निर्देश : कुनि आचार प्रमाण प्रयोग ५५७

মন ভাঙিয়া, পরিত্যক্ত ভাবের
 সেই কবানি বহি হুলি স্নেহে সরাতে পারি, সেই
 অধঃপতিত। কি করে ? শিরের পূর্ণতা বিবে
 কেন, হাস্যভঙ্গো যেই আর এককক্ষক পড়া
 সেটা আবার পূর্ণক বোকাবো ভাবে বহি । সে বহি
 দাক, কোথার বহুটি কি অধঃপতিত বহে পূর্ণ
 হাতির পেছনে ভাঙি । আর কুনি কখন কখন
 চোখের মলে হালি ধাঁধ ।

নিখিল। আমি তাহে বহু জালিয়াতকে, আর
লক্ষ-নাশ করেছিলাম, তার প্রেমের সুখী আশায়
প্রাণে গতি হয়ে গতিষ্ঠা করেছিলাম, গেল, গেল
গেল, অনেক কীলসুখ, অনেক বালসুখ, প্রাণের
সুখ জালসুখ, সে আমি পাইনি, আমি নিখিল, আমি
নিখিল এক ফোটা প্রেমের গুল পাইনি।
বিরে গেল না, গেল গেল, সে বেন আমার
কেউ ছিল না। চলে গেল, বেন সে আমার
পথ। চলে গেল, বেন আমি তাকে মিলিয়েছিলাম
এখন আমার পথ। বেন। কেবল কার।
কার। প্রাণেকের আর কি পথ আরে হল।

নিম্ন : বা হোক বাবা ! একটা মোকা খুঁজি
 খিটলো। মনে করেছিলাম, ফেরহাদুদ খোঁজি
 বা কীমে, তা লোক দেখনি, সে কেবল পুরান
 ফর। তা ত নয়, এখন দেখছি, ফেরহাদুদ ফেরহাদুদ
 কাজে চাকরি পান না। গোড়ার সময় দেখছি, ফেরহাদুদ
 পিরোত। কতবার যিনি ফেরহাদুদ, ফেরহাদুদ ফেরহাদুদ
 মকই কও, ফেরহাদুদ ফেরহাদুদ।

(निर्यातदेखाने)

পিঠীতে কত কি বকবারি সন্ধ্যাপীড়িত হই
 বিবন রোগে বহবে ভোগে, বিবের জ্বালায় বিবন বহি
 এ কাজের এমনি মজা, হই না কেন হাজার হাজার
 কুললে কাঁচে মেঘের লজ্জা, নবীন কুল এমনি

(कानिनीय अङ्कन)

৩। তবে বুধশোভা, তবে লক্ষ্যশোভা, তবে
নক্ষত্রশোভা। আশিষ এতদিনেই। তবেই শোভা
কেতকে এতদিনেই পরিণত হইবে। তবেই শোভা
বুধ, বুধ, বুধ। তবেই শোভাশোভা, তবেই শোভা
আশিষ, আশিষ, আশিষ। তবেই শোভা

বিশ্ব। পুত্রের ভগবান ? আমি কোর, বন
কর, কবি। পুত্রের কণ্ঠ ক'রানো আছে,
ক'রিতে দেহি।

ক। কপট ভোর সাধার সন্ধ্যা—না ?
বিশ্ব। নহি, তোর সাধার সন্ধ্যাই হ'লো।
কপট ভোরের মতো সন্ধ্যার ক'রে দাঁড়,
সন্ধ্যা ল'য়ে পড়ছি। মনে কোরো না বাবা, তোমার
কোনোমতে পিতৃত্বের পূর্বিতে আশার পড়ছে এসেছি।
তোমার প্রেমে পূর থেকে ছেলের বাবা।

ক। বলি পোম না, বলি পোম না, কেন বল
নিস, আমার সঙ্গে এমন করিস ? আমি তোর কি
করেছি, তোর পাকা মনে মৈ মিলেছি, না তোর
ক'র বাপ নিয়ে ডাঁড়ি ?

বিশ্ব। কি বাবা ! আমার মায়া বাড়াকো ?
আমার ডাকিনীত বহর গাড়িছো ? আমার কানে
কেন্দ্রের চেঁচা করছো ? আমার কাণ্ডে কাজ নেই
বলো। ওগুই বীর চামি। অনেক কটে বীধন কাটি-
ছে, আমারি কেন আটকাটিতে গোড়বো ?
কেন্দ্রের কাশের কাশে ডোমকা, এসেছোনেই প্রায়
কাশ করছিলে, নেহাৎ বাপ-মার পুঁজি। অনেক
স্বপ্নেরে খেঁচে পড়ে উঠছি, আর কেন ?

(নিমটালের স্তব)

যেমন আছে ভেঁমনি থাক,
আবার কেন নয়না হান।
ভাতা পিঠাও জোড়া নিয়ে
কেন মিছে বাজিরে আম।
জগৎ থেকে বিদেহ হই,
সুখে থাক হুসনই,
বেঁগলে কাছে, গোড়বো পাতে,
জোররা বে চাঁক তেঁতী কান।

[নিমটালের প্রস্থান]

ক। বাপি কোথায় বৃথপোতা, আমার ঘরে
কিহে আহুত হবে, করে শুভজাতা, অমন পারি
কোথায় ? নতুন ক'রে পিঠাও করো এঁটে ? ভাত
কিছু লোকে থাকে চাই, বেটার চান্না কোটে না,
কোকাক পানি কোথা ?

বিশ্ব। এসে, আমার সব বুঝিয়ে, আমার
স্বপ্নের সব ভেঙে গেছে। আমার যে ছিল, তা সব
ক'রে আমারি অনাথিনী নিমটাল, আমার ক'রে

হুটু লাকী, যে সব দেখিয়ে নিবে আমায়, সেই
পাবে হারো। আমার চক্কর শাফল মল সে বসে
করতে বলবে, সেই কাজ করো, আর লক্ষ নেই,
আমি আটকে কাঁড়কে পড়বো না।

ক। আ বহন, এইই আগে পিতৃত্বের মানে
চাই পড়ে দেখে, বাটার দাঁড়ই নেহক'রানো জাত।
ভগবান ! এক চোক করে, সর্বমানে পুণ্ড্রলো
বহর না ? তা হলে যে আবারের বাড় কুড়োর,
আমরা নিখান কেনে বাঁচি।

(বাঙুর প্রবেশ)

বঙ। ওগো, পালাও পালাও, লগ শির পালাও
আর বেটী করো না।

ক। কেন, কে তুমি ?

বঙ। তুমি আবার চিনে না। উনি আমার
চিনেছেন। হাও লগ শির পালাও, বাবা তের পেরেছে
তুমি এইখানে আছ, তোমার পুন ক'রে আসছে
বর বোর জায়ে মিতে আসছে, হাও দাঁড়, বেটী
করো না।

বিশ্ব। সর্বনাশ ! কোথায় বাবা ? তা ভগবান
কি করে ?

বঙ। আর ক'র ক'র সময় নাই, যেখা
পাও, লুকাও গে।

ক। চল পোচল, হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে ভাবছি কি
কেন মৃত্যুতে এমন সর্বমানে দাঁড়িয়ে মরে আর
মিহেঁলুখ পা। আপনিও নলে, আনাকেও নাহুত
এস এস, আর দাঁড়িও না।

[বিশ্বনা ও কানিন্দী ব্রহ্মাণ্ড]

(মশাধারের মদন ও কুয়াণ্ডের প্রবেশ)

মদ। কোথা ? কোথা ? সে বাবা কোথায়
সে বাবা কোথা ? মশাধার দেখিয়ে দে। মশাধার
দেখিয়ে দে। প্রাণ অগ্নে থাকে, প্রাণ পুড়ে বাড়ে
ঠাণ্ডা হব, ঠাণ্ডা হব, সে বেটীকে পুন ক'রে হাঁ
কর।

বঙ। এই, এই কুঁড়ের ভেতর লুকিয়ে

মদ। ক'রে দে—আমিও দে, বেটী লুকিয়ে
পুড়ে মরুক, বেটী বেটী বেহেবে, ভদ্রি মদ।
আমার এই মদন মদন ভেতর পুড়ে কোথা ?

দেখ পানিয়ে এসেছিল, আমি তাকে লক্ষ্য করে
আলোচনা করছিলাম। তার এই পট
পট—(যদি আপনি দেখেন) আত্মন অসুস্থ, যু
অসুস্থ, লক্ষ্য লক্ষ্য পিছনে এইবার আসা—(যদি
সর্বশক্তি। আমার কীভাবে দিয়ে তুমি হবী হবী মনে
করেছিল, আমি কি করে বড় অসুস্থ হইল, না ?
কেমন ? এখন সুখ কত, তা দেখি। কে রে
বড়। বড়ী দেখতে না যে।

বড়। আর বেরিয়ে হবেনা, আত্মন যে দুর্ভি
প্রভেদে, তাঁর শীলা-শেখা প্রকাশে দেখে হয়েছে।

ক। দাঁত। আমার বড় আল বোধ হচ্ছিল না,
এখান থেকে দাঁত পড়ি চলে। এখনি হারিয়ে
ফানে হাবে যে, আমার বড় আলিয়ে মিহতি। অমনি
কদাচিৎ হাতে হাতকাড় পড়বে।

সদা। তির কলহিত। তির কলহিত। প্রাণের
মালা ত মিউলো, এখন তার হস্তার উপর চাই।

(এখন।

ক। বাগ দাঁত, বড়ত ত মেয়েদের মত
করে গেলে নিজের পাখের তোরাফা থাকে না।
কি বন্ধুতারি বাক্য বাবা। সাথে কি আর নাক
ফানে খং দিয়ে এ কালে ইজকা মিহিচি, চল, আর
দেখ কীরে কাজ নেই।

বড়। তাই ত, যদি হারিয়ে এসে পড়ি ?

ক। এসব কথা গোড়ার দাঁত। উচিত ছিল
এখন চল, আমার জিজ্ঞাস কতি, দাঁত। বড় কি
হয়েমাত্র বড় ?

[সকলের প্রস্থান।

শুক্লম গভীর।

—

বন।

একমুখ দিয়া হস্তবোণী ইজকা, এটি।
ও অপরিমিত দিয়া হস্তবোণী দাঁত
ও বাপদীর প্রবেশ।

ইজকা। এটি। এই কোর বড়, দেখ দেখি,
কেন বড়, কেন বড়। ইজকা বড়, গোলাপ-

আমি মাখন। তেজস্কর দাঁত। বড় দেখে দাঁত
অনেক বুকে পেতে, অসুস্থ দাঁত দিতে
করেছি। দেখ, দেখ এইবার দেখে দেখি,
গোলাপনা বহনখান, গোলাপনা দাঁত।
দাঁত দাঁত কোথায় পড়ে, পড়ে দাঁত দাঁত।

মুখে হানি দৃষ্টি করে দাঁত দাঁত দাঁত।
এমনটি আর কোথায় থাকে দাঁত দাঁত দাঁত
আমার কীরে হাতে বড় দাঁত দাঁত দাঁত
আমি দাঁত কোর প্রবেশ গোলাপ,

দাঁত দাঁত দাঁত

এ বড় মজার বেলা, দাঁত দাঁত দাঁত।
দাঁত দাঁত দাঁত দাঁত দাঁত দাঁত দাঁত

এটি। বড়দান দাঁত। তুমি কি দাঁত দাঁত
বুকে পাইনি।

ইজকা। বড় দাঁত দাঁত দাঁত। একে দাঁত
দাঁত দাঁত দাঁত।

এটি। দাঁত দাঁত দাঁত দাঁত।

ইজকা। দাঁত দাঁত দাঁত।

এটি। দাঁত দাঁত দাঁত, দাঁত দাঁত দাঁত দাঁত
দাঁত দাঁত, তা আর দাঁত দাঁত দাঁত দাঁত দাঁত
দাঁত দাঁত।

ইজকা। দাঁত দাঁত, দাঁত দাঁত দাঁত, দাঁত দাঁত
দাঁত দাঁত দাঁত দাঁত।

এটি। তা বড়দান দাঁত, তুমি কি দাঁত দাঁত
দাঁত দাঁত দাঁত, তা দাঁত দাঁত দাঁত দাঁত দাঁত
দাঁত।

দাঁত। দাঁত দাঁত। এই কোর দাঁত দাঁত
দাঁত দাঁত দাঁত দাঁত।

বাপদী। দাঁত দাঁত দাঁত দাঁত।

দাঁত। দাঁত দাঁত দাঁত দাঁত দাঁত দাঁত দাঁত
দাঁত দাঁত দাঁত দাঁত, দাঁত দাঁত দাঁত দাঁত
দাঁত দাঁত দাঁত দাঁত, দাঁত দাঁত দাঁত দাঁত
দাঁত, তাই দাঁত দাঁত।

বাপদী। দেখ দেখি, দাঁত দাঁত দাঁত দাঁত
দাঁত দাঁত দাঁত দাঁত। দাঁত দাঁত দাঁত দাঁত
দাঁত দাঁত দাঁত দাঁত, দাঁত দাঁত দাঁত দাঁত
দাঁত দাঁত, দাঁত দাঁত দাঁত দাঁত দাঁত দাঁত
দাঁত দাঁত দাঁত দাঁত।

বলা হবে এমন করে,
সুখটি চেয়ে বসে।

(জটিলার দীর্ঘ)

দোলায়ুঝী পাখী আবার, ওরে ছুই যে রে ?
যত্নে তোলা মলিকা ফুল,
খোঁপায় দিতে যে রে ?
অচেনার চিনে নিদে,
চুপি চুপি আশটি দিতে,
পাশে আসে সবতনে,
আপন ভাতে নে রে ?

(বাসন্তীর দীর্ঘ)

বাঁধি ফুল নাও, চাপ দিয়ে চাপ,
আছি বসে আগার আসে।
এ যে মন্থন ছবি, অটলো ছবি,
আঁদার ছুটি আঁদার হাসে।
প্রাণের কথা কত ছলে,
বুঝতে নারি প্রাণটি বলে,
চকোরা চাঁদ কান পাশে, এল এল ছবাকালে।

(হৃদয়েই সঙ্কটগণের দীর্ঘ)

বসু কোথায় ছিল, আপনি এল,
বিনিয়োগে পেল প্রাণে প্রাণে।
আঁখি তেঁতে কয় লো কথা,
চল কল কত জানে।
হাসি মর বিয়ের ছুরী, ধীরে করে মনটি চুটি,
বলবো কি বল, মর ফুলে ঘাই,
চাইলে বধুর বুকের পানে।
প্রাণ কি ঝাঁকে, আপনি ছোট্টে,
মনের বাধন ওঝনি ছোট্টে,
চলান করে পড়ে কেটে,
বধুর বিবন মরন-মাণে ॥

ভূমির ভয়।

(কবিতার দীর্ঘ)

(কবিতার দীর্ঘ)

লুভিতের আঁদার ঐ ছেঁচে গায়,
কানো কানো মেঘের কোলের
আঁদার থেকে আগুন ফুলে,
মাড়ের পাখা হাজির কোলে।
পাখী সব যে গায় মনে,
পালক নাও চুপি করে,
মিটি মিটি আঁদার ছুটি, চুপি চুপি আঁখি কোলে
আসে বিনে, বাস নে মিশে,
কিনে মিনে হাজির মিশে,
মিষ্ট মনে কিসের বিদে,
ভেনে ভেনে আপন কোলে।

(নিম্নতমের প্রবেশ)

মিম। পিরীতের মাঝে থাকে আঁদার মনে
বহুটা কুছ করে উড়িয়েছিল, তাই মিম
প্রাণ দিয়ে, এই কত ভাবে দেখতে ইচ্ছা করে,
সাপের কোলে মেঘে বিয়ের আঁদার মনে
অনেক কটে খেতে পুড়ে উঠেছে। সেই
প্রাণের বকম-বের শেষ, আঁদার সেই মিম
তলে, আঁদার ভক্তে আঁদার উড়িয়ে ছাড়িয়ে
কান্দা কান্দা। কিন্তু বাঁধা, আঁদার
চাকর আঁদার কক মেঘে বাস। এই মিম
উঠেছে, কিন্তু গিরে ভিড়ন মনে, মিম
বাঁধা। মিম মিম আঁদার মিম মিম
পড়লেই প্রাণ যেন নেচে উঠে। মিম মিম
কি কিনি—মেঘ। পিরীতের কোলে
তাক মোগাতে পাখি, মিম মিম মিম
মিম মিম, একবার মিম মিম মিম
একবার মিম মিম মিম মিম মিম

নিম্ন : তাই ভাবনা, তিনিই উপর সব বসেই
 যে যেখানে আছে । এও জ্ঞানই এক নতুন জ্ঞান

প্রাণাঙ্গী । কে পা তুমি ?

নিম । আমি তোমারই মনন গঠনের ঘরের ছেল । পেটে ভাত নাই, কিছু গিঞ্জিচ কাঁচর কপি দেয়ছি, তাই চাঁদের পানে তরে ভালবাসার সুখখানি মনে করছি । তা তুমিও ত বেগনি কাঁচা ফুঁখী, এস এস, তোমার সঙ্গে ছাড়া প্রাণের সখা করবা যাক্‌ এস ।

প্রাণাঙ্গী । প্রাণের কথা ভাব মাঝেই কি কইনে বলা ? প্রাণ কি আছে ? কাঁচকাঁচ, গৌড়ে ভরিতর ভরিতরে জৌনীর হাট বেগে ।

নিম । বুঝলুম, তুমি আমায় ভাবও জানো, বাপ কাকও কোন ভাবনেও নেই ।

প্রাণাঙ্গী । কে তুমি মনন কইনে ? পা না হলে তি এমন ঘর ।

নিম । তবে তুমি নরকচুপি দেয়ছি, জাক্‌, এস দেবি, ভালবাসা কি মনে ?

প্রাণাঙ্গী । তা তোমার ভাব, তা না তবে বুঝবা হয় কি ভাবে, নিমের বাকি মনে মনেই হবে । তাইই বাবে হারিয়েই ফুটনীপনা ধুতর হবে ।

নিম । হা হা হা । হা হা হা হা হা । এক বিয়ম বুঝব, সিন্ধু কাঁচ হারিয়ে পড়া । বাপ একবারি চাল ভানের নেকান ভাবে বিবেচন, বেশ দু'পয়সা মনে কোঁকপার করছি মনে, মুখ মাখে এককতম দিন কাটছিল অন্য । তার পরে এক মাণ্ডির পায়ের পাড়ে পেঁচ, রাতদিন মনে মনে মুখে মুখে, বোকা নের চাল-চাল টান পড়ল, রাতদিন পড়েই তরি হরি ব'লে বোকাপাঠী ভুলে গিলুম । তার পর বাড়ির হাল । মুড়ি আর ছাতু বন্দুর পর ।

প্রাণাঙ্গী । আমার পুনবে, আমার গগন জগদ্বানু করে ঘরি, কিছু তিনি ঝড় মোড়া শোব নন, ভাতী একচোকে—ভাতি একচোকে । রাতদিন জগদ্বানু থাকে, তারই মনন থাকে, এক বকমে দিন কাটিতে দেয় । তার পর বনন জোড়োবর ভল ভাতিয় গিয়ে মিলে, ভবন পেয়াল-হুহুয়েও লাগি মারে, আর জগদ্বানু গাধুবান হয়ে যান । এট দেখ না, ফুটনীপনা করে পাঁচগিকে কোঁকপার করলুম, কোথা থেকে চৌকিদার হবেই । এসে একটা টাকা বধা ক'রে গিয়ে দেল । আজ তিনি নিম আমি শেউ ক'রে বাড়ি, এখনও মুখে কিছু বিড়ি মি ।

নিম । জা আর কি করবে বল জগদ্বানের উপর

তো আর কখন জাখাতে পাতিব না । তুমি টা-মি আমিও উপেনি, এস তুমি আসে, পাশ করে বাওয়া যাক্‌ ।

প্রাণাঙ্গী । বাত, খোঁজার মুখে বা বাত ।

(উভয়ের হৃদয় ভরা)

(গানদ্বার প্রবেশ)

গানি । তবে রে মল্লমাগের বাগী—এই হাতে নীতে ধরেছি । নরক শিরীত জ্বল জ্বল এখনও আর জাহের গরপা দেই, বুঝি না শিরীত হান । আমার ও কুল ও কুল বেগেই জ্বল জ্বল বসে । জাহাও ত শরীনাশ হয়ে বুঝি শিরীত কাঁচর সুখী হবি ? জোরে—জ নিকটে মরব । বুঝতো মল্লমাগে হতজাক্‌, চাপে মরব হবে না ? এই মর । (নিমচাঁদের হৃদয়কাপ)

নিম । তা, জাল মার, কে রে শিপাতি ।

প্রাণাঙ্গী । তার মাপ তে, বন করুণেই হবে ।

গানি । শিপাতি মর—শিপাতি মর, জা গানিকী—গানিকী । চিনতে পারছিলাম—শিপাতি, যা এইবার মনের কাঁচা গিরে পিঠীত সে বা ।

নিম । জোরে চিন বেশ করছিচ, বুঝ কত জোরে জাহের জাহাও জ্বল জ্বল । যা পারি এখন পারিচ, মালিয়ার বা । চৌকিদার—চৌকিদার আসকে, এখন ঘরে—এখন ঘর

কা । চৌকিদার ঘরে ? হকুম ম—না আমিও ও ভাই চাই । সিন্ধুর হাতে মরব । দাঁনীকাঠে কুলব । কাঁপাকাঠে কুলব । জাহা করবে, নব জাহা ঠাঁজা হবে । চৌকি চৌকিদার । এস, এস, আমার ঘরে এস, খুন করছি, আমি খুন করেছি ।

নিম । তবে মালি, কথা কইনিচ, মি, জোরে উপর মারা বজবে ও এখনও কোঁকপাতি । যা পাশ, জাহাও কথা বেগে । এই এসেই ঘবে, নিমের জাহাও মারা কইনিচ ।

গানি । মার—কিনেই জাহাও জাহাও পুড়িয়েছি, জাহাও মার মুখে জাহাও মিলে, জাহাও মার করে জাহাওছি, জাহাও কোঁকপি ও মন বেগী, জাহাও জাহাও জাহাও জাহাও

১. সারি বহু—অনেক প্রকারে—অনেক ভাবে,
 বিশেষ করিয়া। সৌন্দর্য্যে, অামি খুব করেছি—আমি
 নিজে করেছি, এল এল, আমার দ্বারা এল।

विशेष गणना ।

ਸ੍ਰੀ ਮਤਿਮਾ-ਪੰਨਾ ੪

(ଚୈତ୍ୟାବେଶ ଶ୍ରାବଣ)

(सिद्धांत ४ किरीटदर अक्षर)

কি যে—কি যে এখানে হবে। কিসের

২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২ সাল, ১৩ই জুন ১৯২৫ খ্রিঃ

১। আতি বয়েস। ২। বয়েস না, হাতে ছুঁই।
 ৩। বয়েস না। ৪। আনার কপড়ময় বয়েস না।

১৯৩৫ খ্রিঃ। জ্যৈষ্ঠ মাস—বাঁক বেটাকে বাঁধ, একটা

[illegible]

■ ଆମାତ୍ର ସାତେ ମି : ଆମି ଆମି ସାତେକି ।
 ବା : ଓହେ ସାତେକି, ଓହି ଆମାତ୍ର ସାତେକି ।

ଜାନସାରୀ ? ଏବଂ କି ଆମର ଦେଶ ଟାଣିଟିଆ
 ସେହିଭଳି ଆମର ଚିନ୍ତା ହିଁ ତେଜ ପାଇଛି ନା : ଡା. ସୁଧନୁ

[illegible]

স্বদেশের জাতি বিধব জাতি। স্বদেশে কেবল
স্বদেশিই বাস করে, স্বদেশভক্ত। স্বদেশে

কি বলাই। না—হা। সে বেশ—সে বেশ—যেমন
কাজটি তার শেখ ফলও তেমনই হ'বে। নাও

—মি হুগো কোলে বিবদ—এইবার বীধ।

(চৌকিদারকরের কালিখীকে বদান)

নিজ, মা বাবা। আমার ধরে নিয়ে চম, ৫
মাসি জিহ্বা কথা বলুক। আমার হাতনি, আমি

आमि बुन हवेदि । आमि हाकिमके सिधे बन्
आमोरे कामि काम मये ।

২৪-১০ : আরে যেটা। শিরীষের কুড় এ

॥ कर्मणि ॥

... कर्मिणः निजः निजः शीघ्रं विदे, अ

বিশেষ। সুদিকে, কোয়ার্ড আদি চিনিনি,
কুমি আবার গাছ সঙ্গে কিবু কেব ?

ଆମି ଜୋନାର ବୁଦ୍ଧି । ଦୁଇ ଆହାର ବନ୍ଦ ଯାଏ-

ନୟ—କୃଷି କାମାର, ୪୨ ବର୍ଷ ଆସିବ । ଯୋମାର
 ଯୋମାର ନାକ ମାଢ଼େ ଫିସ୍‌ଟି କେନ ଜାନ । କୃଷି ବୃକ୍ଷ

ଆଜିକିଏ ମାତ୍ର, ବାହର ସବେ କଥା କହୁନା, ଓଡ଼ିଆ
 ବଂଶେ ଭାବ କେମିତି ବଢ଼ିଛି ? ଜାଣନା କିମ୍ଭେ ? କାହା

কিন্তু ভাবনা : ভাঙতে গেলে তের ভাব্যও হবে।
হিঃ : হেব না, জামি কদ না, বাগার কাচ খুঁজাই

কত আছে, তা জানা ? কান-কান কর, কান খোঁজ
যেহাও ।

विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रम्, श्री गणेशाय नमः
श्रीगणेशाय नमः श्रीगणेशाय नमः

ছিল; কিন্তু কিসের একটি ভয় হ'লে, কখনো
হাতিয়ে আসবে না। আর বাকি কোথা, জড়ালে দুই

গিমেছিলুম। আমিও অকৃতজ্ঞ, আমার মূখ চেঁচানো
কি বোঝাচ্ছে। আমার মত কৃত্রিম পৃথিবীতে

কাজ আছে কি ? দুই তিথ-অষ্টমি পিঠা, আনন্দি তাঁ
নরেন ছিলেন। দুই-কুমার মাঝবড়ী প্রতিমা বাধার

कानिही एअर (वेनार गरी) हिनेम, के जाले, का
ताड कि नकार आछे ? आछे कि नही, एहि न

কি ক'রে বন্ধ ? এক একবার মনে হয়, বাই. দে.
আনি : খেই চ'লা অগ্রসর হই. অসমি কুতুমতা

পৰ্জ্বিত, যা আপাত্তন উপর দেখে রয়েছে, তবে হয়, যে-
 আপাত্তন উপর গভীরত আশ্রিত। জ্ঞান, বিজ্ঞান জ্ঞান—

ମେହିରେ ବାହି । ସେନ ଅନୀମ ଅନନ୍ତ ଅବଦାନ ଏ ବିଷ
 ଅନନ୍ତାବଦାନ ସାଧନ ବାହିରେ ମୋହେ । ମୋହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା

ଦେଶ ଜାଗେ, ଯାନେ ହସ, ଏହି ବାଳ-କାଳକାରେ ଆମା
 ଜାଣିବେ ଯେଉଁଠି ଶିଳାବଦ୍ଧ ଯାନେ । ହସ ହସା ହସ

১৯৩১, জাভান হাউসে বসে, ২৫ ফেব্রুয়ারি 'বঙ্গবন্ধু' ০৫

श्रीकृष्णः । आनि नरं वाणिजातं, नरं वाणि ।

তাঁর দেশ, ভালবাসা ভালবাসা ক'রে ঘুরে ঘুরে—কাল
হাঁপা কি পৃথিবীতে আছে ? ও সব কিছুই নয়, তবে
লোক লোক না, মিছে কিনিবের জন্তে বীজ-পাণ্ড
ক'রে ঘুরে। তোমার এতটা ধর্ম নেই, তোমার ভাল
বৈঠ আছে, বীজবীজ ভাল আছে—তবে তুমি ক'দিন
কাছাকাছি হলেও ব'লে তার দেশে বৈঠে মারা হয়েছেন।

কিশোর। আমার বৈঠে আসেন ? বীজবীজ ভাল
আছে ? আমার দেশে তুমি যেতে চান্নে চান্নে ?
কি ক'রে যাই, আমার কি করে ঘুরে দেশের উপর
আছে ?

জীহবা। মাফ, আমি তোমার সঙ্গে ক'রে
নিয়ম সব এমন, শুধু লক্ষ্য করিয়ে দেব : তোমার পর
কি তোমার ? একটা কাজ ত চাই।

কিশোর। আমার আর কি করে কাজে বস ?
আমার কাজ ত সবই করিচ্ছি।

জীহবা। এমন কথা বলো না, এমন
কাজে তোমার কাজে : একটা কথা মনি বলা মনি,
পৃথিবীর উপর আর কিছু তোমার আছে ? তা যদি
আপোনা, তাহলে আমি তোমার দেশে, তা ক'রে করলে
পারবো না ?

কিশোর। আমার বলছি, তুমি আমার দেশে
ক'রে পড়িবার চেষ্টা চাই, তবে, আমার আর কোন
আপোনা নেই, তবে যদি পড়িবার চাই, তবে একটা
কাজ চাই বটে।

জীহবা। কে জানে বাবা, আমার মনে কিছু
কেনন চাই। তোমার এমন কি হারছে, যাতে
তুমি সব মাথ বিলম্বন দিতে চান্নে ? তুমি চাক
ভালোবাসা, সে বেড়া ত, তুমি আগের জানতে না,
তার পর যখন চান্নে, যখন মনে বকাল, বেড়ার
ভালোবাসা জানে না—বেড়ার এমন নাম, এই ত ?
এতে একেবারে পৃথিবীর উপর অতর্কিত জন্মান কি
ক'রে ?

কিশোর। তুমি বিদ্যাস কর আর না কর, আমার
মালী, আমার আর কোন সাধ নাই : যদি কিছু
মনের মতন নৃত্য কাজ পার করব, তা নইলে যে পথ
বেছে নেবো—তা ঠিক ক'রে বেছেছি।

জীহবা। হায় হায় ! তোমার এতটাই এত, যদি
জানাবেনে মালী পেতে, তা হ'লেবে কি ক'রে, বলতে
পারিনি।' কে না দিবস না, তুমি যে কান্দুতে পারত,

নয়ন কেঁপুতি। পার্শ্ব গ্রীষ্ম সে বা খেঁচা চৌকির
ঝর। তুমি হস্ত ত একেবারে তোমার পক্ষে, আ
যথা থাক, এখন বা বসতি, শেরি, একটা নৃত্যের
তোলায় নিতে পারি। কিছু সে কাজ তুমি
নিজে আনুভব করিতে হবে, আশনার পর আমি
হিজে যবে তোমার পথে চলেতে লাগে না, তে
একে হালি আছে।

কিশোর। কাজটা বস, যদি মনের মতন
তবে এর কবচে পারব। তুমি কি কাজ দিতে চান্নে
দিতক : দিতক, হারিনা ক'রে যো
নাগবে ?

বিশেষ। তাকে কি করে ?

জীহবা। এর নামবে ? পৃথিবীতে জানে
কি যোম : নিম্ন পতি হবে, আশের প্রবেশ যদি
পালকে হাতের মন-বাণী ক'রে নিজে শেষ
কেনে মন-কেনে তার মন-উপার জড়ি ব'লা
পালক মন। এই সব তুমি আমার ঘেঁষায়ে
নকলীর কটি কোণে হব। আনন্দের বাঁকে হব
মনে দাঁড়, মনে ক'রে না যে, তাহা মন-কেনে
কাজে আছে : যে মন-পতি অতুল প্রবেশের
করে পায়ে, তার মনে ক'রে—কখন এক
এখনই মুক্তি নিজে বস। বসার বিনিময় মালী
বল করেন, দাঁড় মনের মতন মন-ক'রে
হটা পোকার মত হারা, তার মনের ক'রে কি, অ
দিন কায়েত কাপে, দিত গ্রীষ্মের আশে, তো
কেনে না। তার পর কিনিবসা, ঘর, যে ভাল
কান্দাবো পেয়েছে, সে জাগবোমত, ইন্দ্রে মন
বাসার মালী পর মি : সেই কি বক লাগিতে আ
ক'রে তার কি জান ? যদি তার লাগাম মনি
কাকর হাতে গিরে পড়ে, যদি জন্ত লাগে মালী
যে নিরাশ হব। আমি মালী-কিনিব-নিজে ত পারি
তো মুক্তি দিচ্ছি। কাকনেও হব নাই। কত
বাসে পায়ে মালী লাগি চাই, যুক্ত হব।
তাই বলছি, যদি মালী মন চাই, মালী মালী
তবে সব জানিয়ে দিবে হারিনা ক'রে : হারিনা
বসব, এক মিষ্ট ; হারিনা, এতটা মালী
প, তার সের, সব মুক্তিবে বেস। কাকর মালী
হবে না, কাকর ক'রে যাবে ক'রে না : মালী
হোক আমি মিহাসনের হোক, তুমি মালী হব।

কিছু লোকসেই বসে না—এই ছবিটা ত্রিপুরে
দিয়ে কল্পে থাকবে। আবার কলা শৌকি আর
বিক্রমিক করে না। তুমি বকী হবে না।
সে যেহেতু, এক জনী হবে সে আর সব
কিছু না।

কিনোয়। তুমি কে ? আমি না। তুমি
কি ? তুমি বকী হবে, তুমি আমার নত আশ্রয়,
আমি—বড় ভাব,—মন আমার বড় ভাব পেয়ে
কি হ'লে বসেছিল, আর তুমি নতন ভাবে করিয়ে
দে। আমি কেমরান, পৃথিবীর প্রেম সকলকার
কৈরীদান। আর আমার একটা জিনিস আছে,
কলম কলমপেন, পাই কি ? মাথের চরিত্র
কি আত্মজ্ঞা হ'তে পাবে কি ?

কিনোয়। মনে কখনই পাবে, এখন না। এখন
কি, এখন কি জানতে সে নির্ভল। ব'লে এক-
নকে মনে আসবে, তার অংশ বুঝে বাস ভাগ করবে,
কি ভগিনী আশ করবে, আবার তার পেনে নিরল
নত আত্মজ্ঞার কোণে মূল লুককে লুকতে চাইবে ?
কি, বা হবার ভাব হবে, নত জিনিস চাইলে বসি
কিরা যায়, ভাল জিনিস চাইলে পাবে না ?
কিনোয়। পাই—না পাই, একবার দেখব।
কি—না পাই, একবার হরিনাম করব। এদিন
কি কাঁধে পুরে বেড়াইব, ফেলি না কেন, যদি
কি কাঁধের মতন কাজ করতে পারি।

কিনোয়। কি প্রমাণ চাই ? নাহি একখানা
লাগে যেনে কিনিব। কর—পাশাপাশি গলে থাকে—
—নির্ভল হবে শুনে—বিশ্বাসের পক্ষ হবে
সময় পূর্বে জর বিলিয়ে দেবে। আচ্ছা ! হরি-
নাম বড় মনুষ্য নাম !

কিনোয়ের সীত।

কিনোয়। কি আর, আমার আবার,
যত্নের হরিনাম।

মাথের পেন আশ্রয় ছোটে,
তবে বলা অবিরাম।

কিনোয়। মতি কোথায় লগে,
নাহি বার আগে আগে,

কিনোয়। চার বা বেয়ে, বা অর্থ কাল
কিনোয়। মনে মনে সে হয় কিংকর,
কিনোয়। হুঁত্রে হুঁত্রে হুঁত্রে,

কিনোয়। তবে আমি এখন আমি, আমার
কথা করব।

কিনোয়। না না, হাজির—একটু দাঁড়াও,
আর হুঁত্রে বলা করে নাও—প্রাণে বড় কেউ উঠেছে,
এ তরল বুড়ি আর ম'রে যাওয়া বাবে না—আমি হুঁত্রে
হরিনাম কিনিব তুমি এ কেউ ভেঙে নিয়ে যাক, আমি
সোজা হয়ে দাঁড়াই।

কিনোয়। না, এখন আর আমার দাঁড়াবার বো-
না, দেখ না, তোমার বোই নির্ভল। আমি
চাপুস।

{ নিরলার প্রত্যয়।

কিনোয়। নিরলার, অথবা নিরলার, নিরলার
প্রাণে কাল দিতে আমার নিরলার।

{ নিরলার প্রবেশ।

নিরলার। আরও চ'ল—আরও চ'ল, পৃথি-
বীতে বসেটা পথ পড়ে আছে, তা ত জানে না।
যে দিক ব'লে, সেই দিকট পথ, পথ চ'লে গেছে—
পথ গেছে, পথ—পথ, আর—আর, তখন নীচে,
আমি পাশে যে দিক চাই, সেই দিকট পথ, এটো
পথ চ'লুক আর ? কে জানে কি একটা হুঁত্রে
গেল, কি গেল ছিল, আর নেই, চ'লে গেল, আমি
গড়ে হুঁত্রে। আশ্রয় জেলে জেলে পুড়ে নহবার
ভয়ে, আমি পড়ে বসে। বড় জালা, বড় জালা,
একটু জল, একটু জল, বুক বাস হ'লে তা হা
ক'রে চাতক পাখীর মতন এক ফোঁটা জল, এক
ফোঁটা জল করে খেড়াকি, কেউ ত দিলে না, কেউ
ত কথা শুনে না, কেউ ত কিয়ে চাইলে না। এত
নাহা, এক ফোঁটা জলের দত্তে এত নাহা। উঃ !
আশ্রয়, আশ্রয়, কি ছিল—কি হুঁত্রে, হুঁত্রে
হবে—হুঁত্রে হবে, বুক কেটে মরার চেয়ে হুঁত্রে
মরা ভাল। হুঁত্রে, হুঁত্রে, কি জল, জল, বেশী
না, এক ফোঁটা জল।

কিনোয়। এক মুক্তি। তরলী উজ্জ্বলী
ভৈরবী মুক্তি। কলা কইব, কলা কইতে বোম কি ?
এক ফোঁটা জল বুকে খেড়াকি। যদি আমার একটা
কথা এক ফোঁটা জলের কাজ করে, তাহলে আমি
কি ? নিরলার—নিরলার। তুমি এসব করে খেড়াকি,

নির্বাসন। কে কুসি ? কিশোর ! কিশোর ! কুসি ?
কুসি ? বেশ হয়েছে, আমার একটা কথা নিশ্চিন্দা কুসি-
বার আছে, তা হলেই আমি নিশ্চিন্দা হই। কুসি হচ্ছে
শাক, কুসি আলু শাক, আমার একটা কথাই উল্লেখ
হোক ; আর তোমার কথাই আসবে না, আর তোমার
কথা কোথাও, আর নিশ্চিন্দাও পূর্ণ হইবে না।
তবে, তবু আমার উপর আমার এক দোষ আছে।
আমার পাগলিনী হচ্ছে চাঁও বন, পাহাড়ি বন, চাঁও
বন, সকলদিক বন, চাঁও বন, তবু বন, তবু আমার
উপর আমার বিষম ভাব, মনে মনে অতিমানস
আছে। যদি আমার একবার কেমন, তাকে কোন
কথা ভাবনা করতুম না, পাগলিনী হয়ে থাকতুম,
নিশ্চিন্দা হয়ে থাকতুম বস্তু বেতুম, তার ব্যক্তি-সংস্পর্শের
কতর কত দুঃখই পিতৃম। কি মনে জান ? বলব,
মনেবে। আমি কলকাতা ছিলাম, আমার আমা গভা-
বহার আমার বাড়ি মনে। এমন দিন দিন নাও,
যদি খেতে আমার মনে পড়ে না থাকতুম। এক
আমার মন কিরিত বিবেচনা ? কে আমার কাছে
এক পথের দিক। হাতে বসেছিল ? কে আমার
প্রাণের দিক। আর এক বাক্যে বুঝিয়ে দিতেছিল ?
আমি, না আমি ? সেই বাক্যের মগন আমার
ভাল ঘরে মনে পড়তেন, আমার বাঁদ-সোপানিনী
করিতে পারতেন, আমি ওন্দরী, আমার মত আর
একটি মনর আশ্রিত আমি আমার প্রাণদীকে নিশ্চিন্দা
মিতে পারতেন। তবে—তার অপরাধ কার আমার,
না তাঁর ? তাই আমি বেড়া—তাই আমি ওপাশিনী—
তাই আমি তোমার মনে স্থিতি বাঁধা-বাঁধিনী—
তাই সংসারে আমার স্থান নাই, তোমার মনে
নাই।

কিশোর। নির্বাসন—নির্বাসন। কুসি কীলোক,
অতঃপর যেও না, অতঃপর উঠে বসে চেষ্টা করে
না। বেশ, যা হয়ে গেছে, তা তো আর কি হবে না ;
এখন আমার কথা শোন। সংসারের কাজ তোমা-
রও কুসি-কুসি—আমারও কুসি-কুসি। একটা মন
জান পেরেছি, একজন আমার-শিবিরে চলে গেছে,
সে কাজের মতন কাজ, যদি সে কাজ করতে পেরে,
এক কোটা লক্ষের মতো হা-বা-ক'রে বেড়াক, হুগল
মধ্যে হবে থাকবে। আর যিহে কাজে যাবে না,
যদিও কুসি।

তবু আমার মন ক'রে বেড়াবে ? সেই মনরই নি-
শ্চিন্দা-প্রাণ পরিচালিত হবে। নিশ্চিন্দা—
কার পেরে থাকে—সব, যত্নে থাকে—নিশ্চিন্দা
প্রতিশ্রুতি। প্রতিশ্রুতি। প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতি
কুসির মতন মনরই ক'রে বেড়াবে, এ প্রতিশ্রুতি
মধ্যেই কপল মন, পৃথিবীর কপল মন, সবার
কপল মন—পাত-পাতীর কপল মন—কপল-কপল
মন, পাহাড়ার কপল মন, তবু আমার কপল মন—
কুসি কুসি কুসি মনের কপল। কেন আমার এই মন
কি আমি নিশ্চিন্দা ? কেন আমার এই মন
ক'লে ? আমার মন সেখানে এই মনে মনে
কলকাতা থেকে আমার মনে, আমার নিশ্চিন্দা
কি নিশ্চিন্দা হয়ে গেলি তোমার লাগলেন, আর
কি নিশ্চিন্দা, অতি কুসি, অতি নিশ্চিন্দা, অতি
কুসি, বিবেচনা ক'লে প্রাণের আশ্রিত মনে
ক'লে লাগলেন। তবু আমার কুসি (কি
নিশ্চিন্দা হ'লে শিলা পাও না, তোমার মন
ক'লে ? মনের পত, কুসি কুসি-কুসি
আমার মনর মনে জেট, তোমার প্রতি কার্যে,
ক'লে, প্রতি কপল, প্রতি কপল কুসি
আর কেন ? তোমার সেবা পার না ? কুসি-
ক'লে মনে আসবে না ? মনে ক'লে না, তো
সেবা পেরে উঠবে ক'লে বাঁধা-বাঁধে আমার
ক'লে ক'লে। তা নয়, তবে কি জানি
ক'লে বিব তোমার প্রাণে চেলে মনে পারলেন,
আমি প্রাণের কুসি-কপল তোমার মন
ক'লে পারলেন না, আমার আশ্রিত-পাশিনী
এক কোটা লক্ষের মতো হা-বা-ক'রে
ক'লে পারলেন না। এ হেতু, যে মনে
থাকে না। কিশোর। আমি কুসি, আমার
আছে—আমার কাজ আছে, যদি মনে
ক'লে, মনে মনে মনে।

কিশোর। কবীন্দ্র। মনর কপল, মনর
কপল আশ্রিত, কপল আশ্রিত, মনর কপল।

কিশোর।

কুতীর গভীর ।

— ১১ —

সদানন্দের বাড়ির নতুন ।

(৭ ও ৩ কুবারের প্রবেশ)

কু। ওহু! বা! হোক, কীকরকার প্রাচীণ। যে
সকলের সন্ধির হবে, তা ত আমার জাঁচ ছিল না।
কি মনুষ্য কামনা লাগিয়েছিল, আমি ঠিকিয়েছিলুম,
কি মনুষ্য হওয়া চাই। আমার এখনও হানি পায়,
কি মনুষ্যে যেন কটি ছোলে মত ছুটানুটি করতে
লাগল, যেনো কোনো আশ্রয় লাগিয়ে দিলে। যে
কি মনুষ্যের হাত এতান গেছে, মনে হ'লে
এখনও আমার গা কাঁপে।

কু। কেমন বাবা! নকলের মূল মেয়েমানুষ,
তাঁর নতুন? হোলোকেম আঁত মোসারের হাত করে
আমায় নড়ে খুঁটপুটি কণ্ঠা করতে। এই যে
কি মনুষ্যের হাত এতান গেছে, সেটুকু কেমন
আমায় পুষ্টিয় খোঁজে। চিরটা কাল ও আঁতকে
পাল পেড়ে আশ্রি, যখন মনে পড়লেই মনে মনে
হুটো করে খঁসে ছাই দিয়েছি, ছাই মাড়ালে তিন-
বার পলায়ন করেছি, তাই কোন রকমে প্রাণ-
হরণে বাবা কটিতে পেরেছি, তা নইলে সেইখানে
আঁত-বেটা সকলে মিলে তোকা বৃষ্টি ঢাল আর
অন্ধের ডাল খেতুম, আর চক্রবর্তীর মূখ দেখতে
পেরতুম না।

কু। তাই হু, মেয়েমানুষের আঁত এমন পেঁচেরা,
তাঁর আঁতের আঁতুম না, কি কুলাই বুকেছিলুম।

কু। বাবা! তোমার আমার ত ছোট খাট
পাল্লার, আশ্রয় লাগাতে খেঁচি দেয়ি হয় না, এই এক
কি মনুষ্যের হাত কত বড় বড় মানার রাজ্যে হার-
ণের হয়ে খেল, তাই করে বাবা হয়ে হুগমেই কানী-
কানী লোকের। আর কত বাল্য, ও বাড়ির ওপ-
কাল, ততই পুঁকি বুকে রাখে। বিদ্যা কর, আর
মেয়েমানুষের নাকও বুকে আশ্রয় না।

কু। বাবা! হোক-কান মনুষ্য। কিন্তু
কি মনুষ্য হুগমে খেঁচি, কি নিয়ে থাকি? বা
কি মনুষ্যের হাত নিয়ে আঁতকে তাক দিই রেখে-
কি মনুষ্যের হাত নিয়ে আঁতকে তাক দিই রেখে-

কু। বাবা, তার করে আশ্রয় কি? আমার
আঁত একটা কিছু নতুন রকমে পুঁকি থাক এল, আঁত
সেখনি, যেমনটি খোঁজা যায়, তেমনটি পাওয়া যায়।
—তবে তখনই তখনই হোক বা হোক, কিছু মিন
বাইর পায়েই পায়ে। কথায় বলে, "পায়েলি
দিত্বি।"

কু। যেণ বলিচিসু তাই, কথটা মনের মতের
বলে খটে, কি বলিল, একটা নতুন জিনিস বোঝা
য'ক—কেমন? কিন্তু তোতে বল্চি, আমি যেমন
মেয়েমানুষ ছাড়লুম, তাকে তেমনি খোঁজা ও ছাড়তে
চাও।

কু। তোমার বিদ্যা বল্চি, মেথা তাও, আমি
আঁত কছি নি। মেথা করা ত আমোদের প্রভে,
টোন বুনে আবরণ দিয়ে আঁতক আঁত, তাতে বলাই
সুখটুকু যে পাওয়া যায়, তা ত আমার পোষ কর না।
মেথা কাটলেই গা মাটা মালী করতে থাকে, কিছুই
লাগ লাগে না, বতকণ না আর এক ছিলিও ডিঙিয়ে
হুটান টানি যায়, ততক্ষণ যেন ঘাত ছাড়া সবস্থায়
থাকতে হয়। এই প্রাচীণটা চুক যাক, তার পর
তোমার আঁতের বেতব। আমার এক অবস্থার
নদে আলাপ আছে, তাকে গিয়ে বলবো, বাবা, পাতা
তার মেয়েমানুষ ছাড়া এমন কোন জিনিস দিতে
পায়, যাতে সমান খুখ পাওয়া যায়? সে লোকট
ডুগ্ধি, তারি সাধ, চাই কি নতুন জিনিস দিলে
দিতে পারে।

কু। আঁত! তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা
করি, মেয়েমানুষের ওপরটা ত বেশ চকচকে, বেশ
লেই প্রাণ টানে, কিন্তু মনের ভেতর এত গলদ কেন

কু। বাবা, মেয়েমানুষের কথা নিয়ে এখন
বোম্-ভেসুতা খেললে? ছুঁবি নেহাত ছোটকা
বলি সাপের মাথার ত বলি আছে, তা হ'লে বি
সাপের বিবে মাহুদ মরে না? যে মেয়ের কোঁচ
চাঁদ লুচোচুরি খেলে, সেই মেয়েই ত মিলের বুকে
বলি লুচিয়ে রাখে। যে জল না হ'লে আঁতের
সেই আলোই ত মালি বুঝিয়ে রাখে। আর ত কল
তুল না, ও বেটীর ভাতের কথা কইলেও সাপ আছে
কু। আঁত, তখনানের এ কি বিচার? মো
তবে এ সকল লোকের মধ্যে হুঁকি কববার কি হুঁকি
ছিল।

লোক সব কিছু খাবে কই ? আর কেউর মজা কি থাকে জনি ? হয় কেউ মহাভোগী মহাকাশী বলে মাথা কাটা দিয়ে উঠলেন, কেউ উপহাসলিক লোক বলে বিখ্যাত হলেন, কেউ ভগবানের বংশ বলে লোকের কাছে পরিচিত হলেন। ভগবান দেশে গুনে একটু বুড়কে হেসে এক এক মেয়েমাছ রেখে দিলেন, বড় বেটাদের হাড় খুঁতে গেল। যোগ দাঁপ, তপ, ধ্যান, সব ব্যস্ত কাচরণ হয়ে পড়াল। তাহিনী এমন ক'রে সঙ্গে সঙ্গে কাকিন্দা এসেন। কানি টানলেই মাথা আসে। এই জার জিৎ সাপারচক এই চকমেট বুড়কে। তিনি বেশী চালাকি করতে যান, সেই চক্রে গড়েন পেশন যান।

যত। ঠিক বলেছিল, ভাগ্যের বিঘ্ন এক খোঁজা গেটে গেল। তার হজনে গলার কাগজ দিয়ে পিণ্ডীর মতক মোমায়েককে মা' বলে ডাকি। তিনি হামজার চাইলেন, তিনিই আদালের ম'র, কেমন এতে হাজি আসিচ্ছ।

হু। খুব হাজি—খুব হাজি, কোমার এ সূর্য্যতি বলে আশিত হাজি। ক'হি মেসেমাছ হাজলে জমিও পাঁচো ছাড়লুম। ক'হো নি জান ? ভগবানের উপর ক'বজ্ঞান করা হলো, তার দণ্ডে পাঁচো মেওয়া গেল।

যত। ঠিক বলেছিল, ঠিক বলেছিল, কুই আমার আচ্ছা চরের ভাট।

হু। কুনিও আমার খুব সাহসবল দা—কোড়া ঠিক আছে।

(১৩ ও কুয়ালের গীত)

বুড়কে মারি কেন নাটীর
কল বেগে লোক পাগল হয়।

বুড়ে গুজে বোকা মেলে
বিঘ্ন পাঁচো জড়িরে হয়।
রকমারি কি যেমন ভেমন,
প্রাণ দিয়ে কই পাও বেধি মন,
বতই ধীর কাকা ধীন
বতালের ভর বর কি না নয়।

(সানানের প্রবেশ)

সান। হুজর করিয়া বস—বরদাশ বস, ডাক্তার

এখনও বৈ মিছে ভাবনা, দাবিরে বশমান ক'র
যেদায় কি করে?

যত। জাহ জাহ কি মরমান। তা ক'লে
ক'র ?

হু। বাবাজে এত বলি হুজ, মোকের
মটকানু রোগ কেটু কমাও, তা'র ক'লে
কিহাসক লোকের উপর কলুষ জলে হল, এতে ভল
মান পজেতি হল। বাবাজে ক'হি ক'হতে পেনে
কিছু পেটের পরমা পরত করতে হয়।

সন। বাটা আবার সভাপতিত্ব হান হুজকে
পান—পান, তোকে ক'হি দিতে হবে না। হুজকে
এমন কি করা দার বল বেধি ? বাটা'কে ক'হতে
সাননে পাই ক এই বাবাজে উপর মূখ শ'লচক হুজ

হু। তাতে আর কি বিশেষ হবে ক'হনা,
ক'হতে পরলে দ'কি বৈ হেজকো তা ক'লে আ
হুজ কেনে হুজ ক'হতেও ক'হি ক'হতে হয়।
কোঁকটা আদালের হুজকো উপর বিবাই, ক'হি
মিহুম।

যত। আবি না হয় একবার গনিরে বেধি
বল ?

সন। তাই কেব মাঝা—তাই কেব, আর
ভারি দাবিরে ক'হে উঠল, নিমিত্ত লোকজন
দ'কি আরত হ'য়েছে।

যত। আর বেতে হবে না—আর বেতে
না, এই যে ওটল—আদতে।

(একটি কুয়ালি ভাঙে দ'কি ম'হি)
জটিলের প্রবেশ)

সন। হুজ, তুই যাটা কি ক'হবার মিত্রতা
আদালি ? তোকে নিজে কি আদালি একটুকু
ক'তে পারবে না ? যে কাল উপর জাহ বেধে
আদাল সেই কাজেই লোকজন ম'হিবে। কোঁক
বয়ের জাহটীর কৈ ? এসে পোহাল—আ
আদলে ?

জটিল। এই যে ওটল আদাল, আদালি
এনেছি।

হু। বলি কি রে বাটা, ক'হি ক'হি
মাথাটা খেলি। ক'হল লোক
তুই যাটা একটা ক'হতে
ক'হি ক'হি

१. दुनि एके प्रथम लोक वस्ती स्थितिय नून
 लोक जायत लोक जायत । एक दुनि,
 दुनि लोक जायत लोक जायत लोक जायत

[illegible]

100

সব। সর্বনাশ, কি সর্বনাশ। এখানে
হল। তাই ত, মায়া নেই যে, যুগ হিঁচকিত
এমত শরীরটা মিলে।

କୁ. ସାନା । ବଡ଼ମିନି ଗାୟନ ଗୋଷ୍ଠୀ ।
 ଫିଟି. ୪ । ଆଦେଶ କର ଦେଖାଯିବ ହାସଲ ।
 ଦେଖା. ୪ । ବାଲିଆରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ।
 ମାତ୍ର. ୪ । କେବଳ କେବଳ ।
 ଗାୟନ. ୪ । ଗାୟନ ଗୋଷ୍ଠୀ ।

निर्वाण-मार्ग-मन्त्र-संज्ञा

६७०५

7-25-74 74

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible][illegible]

পূর্বদিক, আরও দূর আর কোন দিক
 নেই, আবার বিশেষকৈ একবার এনে যেখানে
 আছে একবার কাছাকাছি আসে দাঁড়, আন
 দিন যেখানে, অনেক দিন আর ওরা ভবিনি, এক
 জায়গায় অনেক দিন, একবার অনেক কাছাকাছি
 নতুন কথা ভাবি, আর পর আর হুটী হুটী
 বলাগে, বাক্যবোধ মেখে, বাক্যবোধ তোমার—বিশিষ্ট
 আর তোমার, তোমার দিন কাছে এসেছে—আ
 চলেছে।

জিজ্ঞাসা। বন ভি, কোয়ার ব্যার কোন সাধ নেই
কাম আর কিছু চাও না? কোয়ার বাসনারই
কিছু পর্যায়ে। কুমি চির-অন্ধ বশবাসে এসে এসে
সুবিধীর পোতা একদিনের জন্য দেখলে না, অক্ষয়
মাসে অন্ধকারের কোলেই মিলিয়ে যাবে। কুমি
শুভে ও সাধ কোয়ার হয় না।

শ্রীমতী দেবী, তবাহর কাছে দিতে
বল্লে, জীবনে কখন মিলে কথা বলিনি, চির-
মিল এক পথ, তা অসম্ভব তার জীব জীবন
বল ? যদি বরষাই বা, এখন শত্রু জীবন, খুঁজি-
প্রজাতি হবে প্রজাতি, নীমাণী, অমলী, ন
তারকা-বহিত খুঁজি নৈশাফাশে অমলী
মহান মানবপ্রজাতি, কীল পোত-জলি কি
মেথো পোত না—কিছু বুঝে পাশপাশ
কিছুই অমলী করা হলে না, জীব বে অমলী
সেই অমলী। পোত হই বই, হই না
কমলা, জীবন জিনি—তার ইচ্ছা: ক
কমবে ?

জীবিত। সেখ, আরি যখন তোমার সক নি-
 সার ব হে তোমার পাশে পাশে আছি, যখন তে-
 মুখ হেঁটে বসিছি, তখন কি আর তোমার চোখ
 কাঁদে দেখেছে? দেখ না, আজ কি দুঃখ। আর কি
 রোর কথা বলছো? সে এসো বলে। আর যখন
 বাণীবীরে ও তুমি আমার বিরুদ্ধ, আমার জ-
 নক যে বিরুদ্ধ—বাণীবীর এখন আর।

বীদ্যো। আমি কাকের নহি, আমি কাকের
না, কতক দূর। আমি আমার বাবার চোখ 'ক'রে
আমার বাবার চোখে এনে দাও। আমি কত
দোক, আমারই বা কতবার শু. ক ক'লে।
এক, তবে কেঁদে আঁ। সেসে খেলে বেব
আমার হৃদয় কতবার—কোন বাঁধন ছিল

(স্বদেশী সভাপতিত্বের প্রবেশ ও প্রস্তাব)

কি সুখের লাবণ্য তার অধর-লব-লব-লব না
কি হৃদি মিলে জড়িয়ে যায়, কিরূপে কখনো
যুগে কিরূপে এখন কখন, কিছু কি গেলে গেলন,
কেন তবে বোঝের বাহির টেনে ফেলে দেল না।
হরি হরি হরি বল, জিন পেরেছে চলে চল
বালেন কোন্সে গিণিরে যাবে এত দুঃখনি ভাব না।

পঞ্চম গাথা।

সদানন্দর বাণী।

(সদানন্দ, হস্ত শুদ্ধাভ্যাস প্রদর্শন)

সদানন্দ। আঁ, বলি কি রে হস্তা, বলি বি
যগ। বাবা, গোপ ঘেঁষে কবে বলি, জা
বেক কি কি, তা তো কিছু বলতে পারি নি।
দাঁবে বোধ হয়, আমাদের হস্তে আছে। ঘরে
ভাঁক, হস্ত তিজেল, চক হুঁ, হিল, জটিলের।
ছোট ভাঁকের দই খাতে ঢাকা, কানি পরিপূর্ণ
যদি। হস্ত নিমিত্ত প্রাণ-সংকলন সবলেই
পালিত হয়ে পেরেছে, আর ব্যস্ত এখন মিত্তি
তার। জীবনে কখন থাকি নি।

সদা। আমি ত বাবা, শঙ্কর ব্যক্তিরে।
অব ব'লে দতে লেগে হুঁড়ি দিয়ে শুয়েছিলাম। হু
বল দিখিন, কি অবস্থার পড়েছিল। পী
লোক নিঃশব্দ করা গেছে, তরবার তথ্যে এর
জড়ত্ব একটু দই, তবে আমি এখন লোকের
সাধনে বেকান্ত পারি।

হু। বেকান্ত পারি; বহি সোজতম না
থাকে যে, তাকুরদার প্রাচীত পরিশোধের ছে
বাড় দটকে হকে। বাবা। মোক লাভ
কলি, কানরা হুতাবে গারের মদনা কেড়ে ফুটে
নকন উঠিহি, এইবার হুঁড়ি একটু পরিষ্কার ব
হলেই উদাচরণের বংশী উজল হই।

সদা। তবে রে—কানো কবে। বাপ বাপ

কি সুখের লাবণ্য তার অধর-লব-লব-লব না
কি হৃদি মিলে জড়িয়ে যায়, কিরূপে কখনো
যুগে কিরূপে এখন কখন, কিছু কি গেলে গেলন,
কেন তবে বোঝের বাহির টেনে ফেলে দেল না।
হরি হরি হরি বল, জিন পেরেছে চলে চল
বালেন কোন্সে গিণিরে যাবে এত দুঃখনি ভাব না।

কিশোর। এ আর এক নতুন শিখা বটে,
কিন্তু এক বলি আমার মনোমনি পূর্ণ না হয়।
কিশোর। বা হর, আমি তার দাবী। আমার কল
কি হইল। বেশ না, জোয়ার বাগের চোখ ছিল
জোয়ার চোখ ক'রে বেলা বালিচলম, ক'রে দিলম।
কিশোর। তুরি সেই বস, জোয়ার ক... আমি
কিনো। পরিচায় আমার দাই হউক।

কিশোর। ওহে এসো, সকলে মিলে আমার সঙ্গে
না, আমি যেখানে গিরে হাওয়া, সেইখানে সকলে
কোণারের ভাল বই দক্ষ হবে না।

কিশোর। কিনোর। চল, এ বাঁলিবার কথা
কল সেই। তুরি কার সঙ্গে কথা-কইটো, এখনও
কানি।

কিশোর। তা আমি একটি কথাও কইব না,
যেই হাওয়া বসে বসে বসে চলুক, আর
কিশোর। ওল কানো বই (বাইতে বাইতে) না,
কিশোর। জোয়ার কলকে কল... আমি

কিন্তু মনুষ্যের হৃদয় কেমন! আদি জাতি
জন্মে আমার খসে বিয়ে, কখনই আমি
সকল আবার দেখা দেব।

স্বামী! তবুও জাপ খাওয়া, একবার জাপ
আর কখনও কখনও।

স্বামী! মনুষ্যের হৃদয়—মনুষ্যের হৃদয়! কেবা
বলে—একবার দেখা দিও! আমার মধ্য হৃদয়,
একবার দেখা দিও।

(পটপরিবর্তন)

ঈশ্বর জাতি ও মনুষ্যগণ।

সকলে! হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!
ঈশ্বর! জটিল! জটিল! আর, আমি
কোলে আর। দেখ, তুমি যেমন উকেছিল, অদনি
এই নিয়েছি।

স্বামী! (ঈশ্বরের কাছে দিরা) মনুষ্যের
হৃদয়! মনুষ্যের হৃদয়! এই যে আমি—এই যে
আমি।

স্বামী! কলো বাবরি! তোমার বড় আবা-
সেই কাছে এসে, আর তুমি ওখানে যা করে দাঁড়িয়ে
চলেছিল।

বাপরী! দিবি! দিবি! তুমি ওখানে, তুমি
কখনো, আমার জোদনি, আমার কোলে দিও।

স্বামী! বাবা জটিল! তুমি আমার যথার্থ
দিবি। আমার জীবন সাধক হলো। আমার বন্ধন

বন্ধ করে দিও। আর কেন? আমার
কোনো মিল কখনো।

পত্নী! জটিল, স্বামী! তোমার জটিল
হিন্দু বলে আর আমার এক বৌদ্ধভাবান
হু। লাবা, এই জন্মের জিনিষ পেয়ে
নে অকৃত্যের কাছে আমার বুরকার বেই।

পত্নী! চক! আজ তুমি চেতন পে
চেতনময় হুস্তি দেখলে। তুমি সার্থক, আমি
আমার জন্ম সার্থক।

কিশোর। আজ বুকের, হরিবোল বলে
—হরিবোল মনে, হরিবোল সবার ভাগ করে
—হরিবোল বলে—হরিবোল বাপ-ভগ্নী জন্ম
কর না—হরিবোল বাপ-ভগ্নী নিয়ে।

সকলে! হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

মহাশয়গণের দীপ্ত।

কপমর দাঁড়িয়ে হেপার রূপ যদি দে চক
কপমর মন মাল যদি, কপমর আধার চিনে।

প্রাণের জিনিষ প্রাণের মাঝে
হেথা এথা বেড়াও খুঁজে,

বলি যা তা মনে বুকে, মনে মনে কি কথ
কে জানে কি প্রবোধ দিবে, কেবেছে কে মন
চেনা জিনিস চিনে নিয়ে অচেনা প্রাণ চিনি

যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণ।

